CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

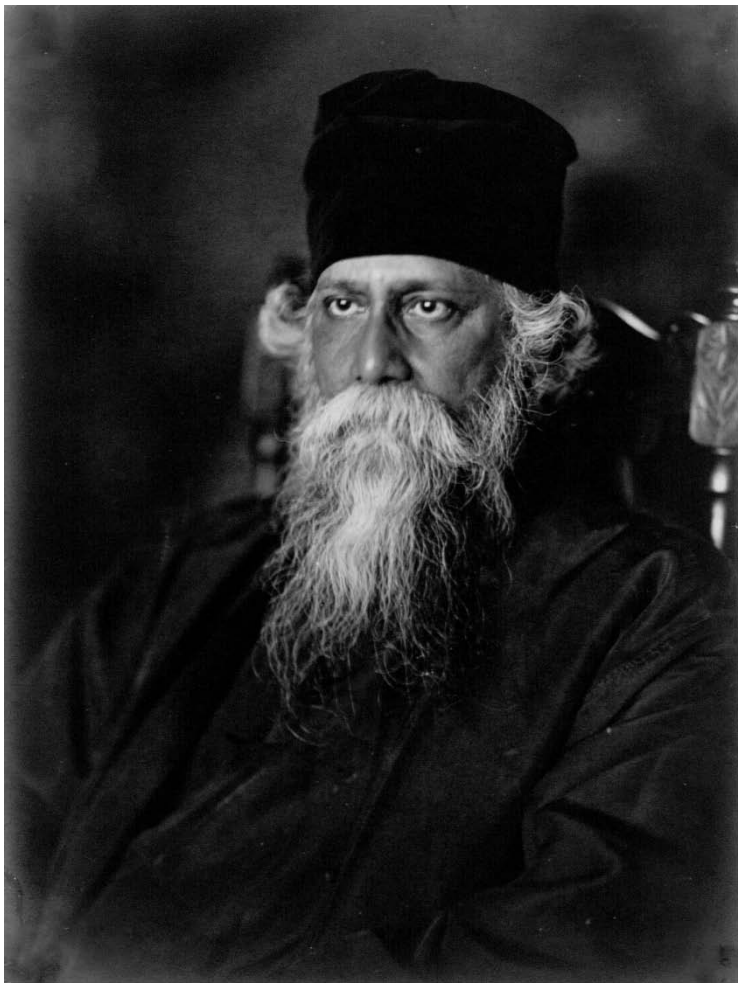

Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.C	Units
2	2.1	1–8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata – 700050, Phone - (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbudde.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sabyasachi Basu Ray Chaudhury	i)Hon'ble Vice-Chancellor ii)Professor	i)Rabindra Bharati University ii)Department of Political Science, Rabindra Bharati University
Jhilam Poptani	Associate Professor	Department of Political Science, Vivekananda College, West Bengal State University
Parikshit Thakur	Assistant Professor	Department of Political Science, Dwijendralal College, University of Kalyani

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Partha Pratim Basu	Professor	Department of International Relations, Jadavpur University
Prosenjit Pal	Associate Professor	Department of Political Science, Diamond Harbour Women's University

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

March, 2021 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra Bharati University.

Printed at East India Photo Composing Centre

69, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata – 700 006

C.C : 2.1
Concepts and Theories of International Relations

Contents

Unit 1. Scientific Approach to International Relations: TheDebate between 'Tradition' and 'Science' 1-13

Unit 2. Realism and its Critiques 14-25

Unit 3. Systems Theory and Decision-making 26-32

Unit 4. Approaches to the Political Economy ofInternational Relations 33-43

Unit 5. Conflict and Cooperation in International Relations:Communications and Game Theory 44-48

Unit 6. Post-Positivist Interventions in the Study ofInternational Relations: Normative Theory and Critical Theory 49-57

Unit 7. Constructivism, Postmodernism and Feminism inInternational Relations 58-71

Unit 8. Post-Cold War Era and the Debate on Unipolarity 72-74

পাঠক্রম : 2.1

Unit-1

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী : সাবেকী বনাম বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিতর্ক

Scientific Approach to International Relations : The Debate between 'Tradition' and 'Science'

বিষয়সূচী :

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ দৃষ্টিভঙ্গি কি ও তার প্রয়োজন কেন?

১.৪ উপসংহার

১.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

(i) আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা—

(ii) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে সমাজ বিজ্ঞান চর্চা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সাবেকী বনাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিতর্ক

(iii) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে হেডলি বুলের যুক্তি

(iv) হেডলি বুলের সমালোচনায় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে মর্টন কাপলনের যুক্তি

১.২ ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার সূত্রপাত প্রাচীনকাল থেকে হলেও, মূলত বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের পরই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাগিদ দেখা দেয় কৌলিন্য অর্জনের প্রতি যার জন্য তত্ত্বনির্মাণ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এই তত্ত্বনির্মাণের পথে বহু মতের বিতর্কের ফলে জন্ম হয় দৃষ্টিভঙ্গির যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ধাত্রী শাস্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বনির্মাণে জোর দেওয়া হলেও তিনটি মূল বিতর্ক আন্তর্জাতিক চর্চায় তাত্ত্বিক ধারাকে সংযুক্ত করে ঠাণ্ডাযুদ্ধের কাল অব্দি। এই তিনটি বিতর্ক আন্তর্জাতিক সমাজে তিন মহাবিতর্ক নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা যেহেতু খানিকটা বাস্তবানুগ এবং মানবীয় ও রাষ্ট্রীয় আচরণের ধারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে নৈরাজ্য মূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, তাই প্রশ্ন ওঠে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিষয় বৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত নাকি তা নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করেই ওঠে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের প্রশ্ন যা দ্বিতীয় মহাবিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এটি মূলত দার্শনিকভাবে দৃষ্টবাদ বনাম উত্তর দৃষ্টবাদের বিতন্ডা যা অন্যান্য শাস্ত্রের মত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপরে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা যুদ্ধ চর্চা, অপেক্ষা শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিশ্ব রাজনীতির ও উদ্বেগের পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। হেডলি বুল World Politics জার্নালের 1966 সালের একটি সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন, International Theory : The case for a classical Approach" এই শিরোনাম এ।

বুলের আলোচনার প্রেক্ষিতে Morton Kaplan 1966 -এর অক্টোবর মাসে একটি প্রবন্ধ লেখেন—The new Great Debate : Traditionalism vs Science in International Relation. নামে কাপালনের মতে বিজ্ঞান যেমন গবেষণার বিষয় ও গবেষকের উদ্দেশ্যে মধ্যে একরকম নিরগক্তি তৈরি করা বাস্তব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় হিসাবে মানবীয় আচরণের দ্বারা প্রগঠিত হওয়া কারণে তা ব্যক্তিসম্পর্কের সাথে সমৃক্ত। কাপালনের মতে এই গবেষণার দ্বারাচালিত না উদ্দেশ্য দ্বারা ?? হার গবেষণা ফয়াচুন বা বোঝা প্রয়োজন তারমতে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের চরিত্র গত পার্থক্যের ফলে উভয়ের মধ্যে পূর্বঅনুমানে পার্থক্য আছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানব চিরতর বিশ্লেষণ অসম্ভব নয় এবং মডেলের ব্যবস্থার আগে উপযুক্ত মাত্রায় বিস্তৃত্ত বাস্তবের জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি এবং একমাত্র আন্ত: বিষয়ক ও বহুমুখী গযেণায় পারে সে পথ উন্মুক্ত করতে। কিনতু বাস্তবে দেখা যায় সাবেকী ও বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই বিতর্ক আজও বিদ্যমান এতদসত্ত্বও এ বিশেষ সাবেকী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যৌথ প্রয়োগই গবেষক সিদ্ধান্ত উপনীত হতে সাহায্য করে আসলে এই বিতর্ক আজও পদ্ধতির বিতর্ক বিষয় বস্তুর হয়।

স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নবীন এবং অনেকখানিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৌদ্ধিক চর্চার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। যদিও পরবর্তীতে ব্রিটেনে, ইউরোপে এমনকি সাম্প্রতিককালে অইউরোপীয় দেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন ব্যরি বুজান (Bary Buzan) এবং অমিতাভ আচার্য (Amitava Acharya) তাদের non western International Relations Theory প্রবন্ধে। কিন্তু নবীন শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পরই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে তাগিদ দেখা দিয়েছিল তত্ত্ব নির্মাণের প্রতি কারণ তত্ত্ব নির্মাণ হল যেকোন বিষয়ের কৌলিন্যের প্রশ্নের সাথে জড়িত। তত্ত্ব নির্মাণ প্রসঙ্গে অনেকেই আলোচনা করেছিলেন, যদিও এ প্রসঙ্গে 1966 সালে মার্টিন হোয়াইট (Martin White) একটি মন্তব্য করেছিলেন একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের নাম ছিল 'only is there no international Theory'? এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চার কোনো উচ্চমানের প্রবণতা নেই। জাতীয় রাজনীতির মতো আন্তর্জাতিক রাজনীতি যেহেতু জাতিরাষ্ট্র কর্তৃত্ব অনুযায়ী চলে না সেহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল উদ্দেশ্য হল নৈরাজ্যমূলক পরিবেশে জাতিরাষ্ট্র কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করবে তার কৌশল ঠিক করা। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্বানুমান যদি হয় মূল্যবোধাত্মক নৈতিকতার আলোচনা (Postulates) তাহলে আন্তর্জাতিক। রাজনীতির পূর্বানুমান হল সেই প্রকার তত্ত্বায়ন যা জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার মানদণ্ড যথার্থ বলে মনে করে। দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) হল তত্ত্বচর্চার একটি অন্যতম দিক, তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে

যা এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্য মাত্রা লাভ করে। দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) তৈরির একটি বড় কারণ হল যে কোনো নব উদ্ভুত শাস্ত্র বিষয় সাধারণভাবে অত্যন্ত অগোছালো (Chaotic) আর এই অগোছালো আলোচনাকে বোধগম্য করার অন্যতম হাতিয়ার হল দৃষ্টিভঙ্গি। অন্য দিক দিয়ে বিষয়গতভাবে 'দৃষ্টিভঙ্গি' (Approach) হল যে কোনো বিষয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের মাত্রা বোধক।

১.৩ দৃষ্টিভঙ্গি কি ও তার প্রয়োজন কেন?

যখনই কোনোও জটিল বিষয়কে যে কোনো শাস্ত্র তার চর্চার আক্ষিকে নিয়ে আসে তখনই তার উপযুক্ত ও বিষয়ানুগ (Subjective) অনুশীলনের জন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়। অন্তত (Albatt 2001) এর মতে তত্ত্বকাররা তাই মনে করেন এবং এটি যে কোনো শাস্ত্রের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও কিয়াদংশে সত্যি। যদিও যারা বিষয়ানুগ চর্চা করে থাকেন তাদের কাছে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি স্বস্তিদায়ক নাই হতে পারে, কিন্তু এটা মনে করার কোনোও কারণ নেই যে, একাধিক তত্ত্বের বা দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি আদতে বিষয়ের তাত্ত্বিক অনুশীলন চর্চার এক ধরনের ব্যার্থতা। বরং নোবেল প্রাইজ জয়ী হাবার্ট সাইমনকে অনুসরণ করে বলা চলে যে শাস্ত্রচর্চার মধ্যে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি আদতে বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচায়ক এবং বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র চর্চায় ও তাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে উদ্ভাবনের প্রত্যাশায়। যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানববিদ্যাচর্চা (Humanitics) ও সমাজবিজ্ঞানচর্চা (Social Science) চর্চার সাথে সংযুক্ত তবুও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রভাব যে এতে ছিল না এমনটা নয়। বরং বিজ্ঞান চর্চা একে পরোক্ষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান ও মানববিদ্যা চর্চার মতোই।

Simon বলেছেন—I am a great between in pluralism in science. Any direction you proced in has a key high a prion probablity of being wrong; so it is good if other people are exploring in other directions-perhaps one of them will be on th right track. (Simon, 1992:21)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় যেমন একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় যার উদ্ভব মূলত 1920 বা তার পরবর্তীতে যার মধ্যে অন্যতম হল : আচরণবাদী (Behaviourlist) নারীবাদী (Feminist), মনস্তত্ত্বিক (Psycholigical), মাক্সীয় (Marxist), উত্তর কাঠামোবাদী (Post structualist) ইত্যাদি। সহজ অর্থে বললে দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) বলতে বোঝানো হয় কোন শাস্ত্রের এমন এক পদ্ধতিগত আলোচনা যার মধ্যে অঙ্গীভূত হল এক বিশেষ প্রকার মনোভাব (Attitude), বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের অভিজ্ঞান (Understanding) এবং এক বিশেষ প্রকার প্রয়োগিকতা (Practice)। 1920 এর পূর্বে যে ধরনের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রচলিত ছিল তা ছিল খানিকটা প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যবস্থার চর্চা যার মধ্যে অবশ্যই নৈতিকতার প্রশ্ন থাকত কিন্তু অলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অবর্তিত হত প্রতিষ্ঠান নয় মানুষকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বিংশ শতকে প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে যে মানুষ আছে এবং তার চর্চাও যে জরুরি যে বিষয় অনুভূত হয় এবং মানবীয় ক্রিয়া নারীপুরুষ ভেদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে থাকে যার ফলে উদ্ভূত হয় আচরণবাদ ও নারীবাদের মতো বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় নবীন শাস্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা শুরু হয়েছে তার একটু পরের দিকে, মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে তাই সাবেকী কলম বিজ্ঞান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত আলোচনায় করার পূর্বে এটা বোঝা জরুরি যে বিজ্ঞান' বলতে আদতে কি বোঝানো হয়? যদিও শব্দার্থগত ভাবে বিজ্ঞান হল বিশেষার্থবোধক জ্ঞান কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক শব্দের বিষয়ানুগ প্রয়োগিক ব্যবহার বোঝা অত্যন্ত জরুরি, কারণ

সংকীর্ণ অর্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞান শব্দ ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাকে সংখ্যাকত্ব, কিছু কৌশল (Tool) ব্যবহার করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতার উপযোজন বরং এখানে বিজ্ঞান শব্দটি খানিকটা আনুষ্ঠানিকতা (operational) ও মননের সাথে জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemology) চর্চার বিষয়টিও জড়িত।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখা ভালো যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশের পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত যে তত্ত্ব চর্চা হয়েছে তা মূলত হয়েছে বিতর্ক বা বিতন্ডার মধ্য দিয়ে। এই বিতর্কগুলির মধ্যে তিনটি বিতর্ক হল খুব গুরুত্বপূর্ণ—

(i) প্রথম বিতর্ক—আদর্শবাদ (Idealism) বনাম বাস্তববাদ (Realism)

(ii) দ্বিতীয় বিতর্ক— সাবেকি পদ্ধতি (Traditional) বনাম বৈজ্ঞানিক (Science) পদ্ধতির বিতর্ক।

(iii) তৃতীয় বিতর্ক—নয়াবাস্তববাদ (Neo-realism) বনাম নয়া উদারনীতিবাদ (Neo-liberalism) বিতর্ক নয়া- নয়া বিতর্ক।

এর বিতর্কগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বিতর্কটি আজও বহমান এবং বহুক্ষেত্রে তা তৃতীয় মহাবিতর্কের পরে উদ্ভুত দৃষ্টবাদ ও উত্তরদৃষ্টবাদী বিতর্কের মধ্যেও বহমান হয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দ্বিতীয় এই বিতর্কটি আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং এই কারনেই এই বিতর্কটির চর্চা বহমান। এই আলোচ্য অংশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত যে আলোচনা তা এই দ্বিতীয় মহাবিতর্ক থেকেই উদ্ভুত। মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার এই দ্বিতীয় বিতর্কটি কিন্তু মূলত পদ্ধতিগত (Methodological) বিতর্ক, এটি কিন্তু সেই অর্থে বিষয়গত বিতর্ক নয় এবং এই কারনেই এটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু দ্বিতীয় বিতর্কে প্রবেশ করে সেই সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগত আলোচনা শুরু করার পূর্বে অন্তত প্রথম মহাবিতর্কের বিষয়বস্তুর একটু সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথম মহাবিতর্ক ও বিজ্ঞান বনাম সাবেকি আলোচনা পদ্ধতির বিতর্কের প্রেক্ষাপট : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনটি মূল তাত্ত্বিক ধারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় প্রভাব বিস্তার করে : এগুলি হল আদর্শবাদ (Idealism), বাস্তববাদ (Realism) ও ব্যবহারবাদ (Behavioralism), 1920-30-এর মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা পর্বের প্রবক্তা উইলসনের চিন্তার হাত ধরে আদর্শবাদ বিকশিত হয়। যার পূর্বানুমান ছিল মানবচরিত্র সম্পর্কে সহযোগীতামূলক ও ইতিবাচক চিন্তাধারা যা সভ্যতার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। তদুপরি যুদ্ধ হয় আন্তর্জাতিক ব্যবহার নৈরাজ্যমূলক ব্যবহারের কারনে তাই এককভাবে জাতীয় প্রচেষ্টা হয় আন্তর্জাতিক স্তরে সমবেত প্রচেষ্ঠায় এর সমাধান করতে। অর্থাৎ আদর্শবাদী চিন্তার মধ্যে একরকম ইতিবাচক আশাবাদ লুকায়িত অবস্থায় ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পরে এই আদর্শবাদী প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পরিণীত হয় এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রাক্কালে উদ্ভুত অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিত থেকে আদর্শবাদকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

1930-50-এর দশকে উদ্ভুত তিনটি পারস্পরিক সম্পর্কে সংযুক্ত তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ আদর্শবাদী আশাবাদকে তীব্র সমালোচনা করে। এই তিনটি বই হল যথাক্রমে ১) রোনাল্ড নেবুর এর Moral man and immoral society, ২) এইচ কার-এর Twenty years crisis, এবং ৩) হান্স ডো মরগ্যানুথা এর Politics among nations : The struggle for power. রোনাল্ড নেবুর উইলসনীর আদর্শবাদে মানুষের যে চরিত্র তুলে ধরা হয়েছিল তাকে নস্যাৎ করে মানব চরিত্রের এক ক্রূড়, লোভী ও গৃস্থলের চিত্র উপস্থাপিত করেন। অর্থাৎ মানুষ যে ক্রমেই মূল্যবোধের জায়গা থেকে বহুদুর সরে গেছে যে বিষয়ে বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেন। এর সূত্র ধরে কার এবং মরগ্যানথু তাদের রচনায় ব্যাখ্যা করেন যে মানুষ চরিত্রগত ভাবে স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্ত যা তার মধ্যে প্রকট গুন রূপে বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র হল এই ক্ষমতার শিক্ষার এক বর্দ্ধিতও প্রাতিষ্ঠানিকরূপ তাই প্রতিটি রাষ্ট্র যেকোনো উপায়ে এই ক্ষমতা চরিতার্থ করতে ব্যাস্ত থাকে। নৈরাজ্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবহার বিদ্যমান কাঠামোয় এই জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় ক্ষমতাবুদ্ধিই নিরাপত্তা ও গুরুত্ব প্রদানে সক্ষম। দ্বিধাতীর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নিয়ত

সংঘর্ষমূলক ব্যবস্থায় ক্ষমতার আগেও তার সাম্যই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় রাখে, কারন প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে এক রকমের নিরাপত্তা সংশয় (security delema) তৈরি হয়। এইরই ফলে রাষ্ট্রগুলি একজোট হয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করলে ও শেষ অবদি এই আইনী সমাধান কোনো সদর্থক ফল আনতে পারে না। কারণ নৈতিক মতৈক্য থাকলেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই অনেক সময় যুযুধান ক্ষমতালিপ্ত জোট গঠন প্রক্রিয়া এই ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় যখন তা এই ব্যবস্থায়ে জাতি রাষ্ট্রের একক শক্তি সামর্থ্যের কারনে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে অসমর্থ হয়। যদিও আদর্শবাদীরা বাস্তববাদের জাতীর স্বার্থ সম্পর্কিত নেতিবাচক বক্তব্যের সাথে সাম্প্রতিকালে ও সহমত পোষণ করেন না। তদুপরি রাষ্ট্রই যে আন্তর্জাতিক ব্যবহার একমাত্র একক এই বিষয়ে বাস্তববাদের অবস্থান প্রায় অনমনীয়, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অরাষ্ট্রীয় কারক যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সকল কারনেই উদ্ভবের কিছু দিনের মধ্যে বাস্তববাদ প্রবল সমলোচনার সম্মুখীন হয়। তদুপরি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একাধারে সংঘাতমূলক অপরদিকে সহযোগীতাযুক্ত এক ব্যবস্থা এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিপার্শ্বিকতার কথা বিবেচনা করে জাতিরাষ্ট্র, জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রথম বিতর্কের প্রেক্ষিত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাক্কাল এবং এটি কেন্দ্রীভূত ছিল মানবীয় আচরণের ব্যাখ্যায় এবং মানবীয় আচরণের বাস্তব সম্মত বিশ্লেষণে। সে যেখানে দ্বিতীয় বিতর্কের প্রচলিত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডাযুদ্ধের সূত্রপাতের পর্যায়ে বিহিত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির বৈজ্ঞানিক বনাম সাবেকি পদ্ধতির মধ্যে বিতর্ক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল আরও একটু আগের পর্বে আর্থার বেইকের Humann nature in Politics প্রকাশের সাথে সাথে। এতে আচরণবাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। মোটামুটি জীববিদ্যা থেকে উদ্ভুত হয়ে আচরণবাদ নৃতত্ত্ব রাষ্ট্র বিজ্ঞানসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চার পদ্ধতিগত বিষয়কে ব্যাপকভাবে প্রগঠিত করেছিল। ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনায় সাবেকিপন্থী (Traditionalist) রা আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল চরিত্রকে ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। তারা দেখিয়ে ছিলেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে জাতীয় নেতৃত্ব। যদিও এই পদ্ধতিগত বিষয়ই এইচ কার, হান্স যে মরগ্যানথু এবং রোমন্ড অ্যারন আগে থেকেই সংশয় ব্যক্ত করেছিলেন কিন্তু 1960-এর দশকের আগে তা চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়নি সেই অর্থে। 1960-এর দশকের মাঝামাঝি পর্ব থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠক্রমেও চর্চায় কি প্রকার পদ্ধতি (Method) ও দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) অনুকৃত হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তদুপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে তৃতীয় বিশ্ব (Third world) বলে যে নতুন জাতিরাষ্ট্রে এক বর্গ (category) উঠে এল তাদের ঐতিহাসিক প্রথাগত কাঠামোকে ভেঙে ফেলেছিল ঔপানিবেশিক শাসকেরা যেখানে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস চর্চায় নামে বিশ্বায়িত ইউরোপ কেন্দ্রিক এক প্রবণতা গ্রাস করেছিল। এই প্রেক্ষিতে নতুন আন্তর্জাতিক রাজনীতির চর্চা ও বিশ্লেষণে কিছু পরিবর্তন কাঙ্খিত ছিল। সঙ্গতকারনেই প্রশ্ন ওঠে যে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কি দার্শনিক আইনি বা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Approach) অর্থাৎ গাণিতিক পদ্ধতি বা কঠোর অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবে এই ছিল দ্বিতীয় এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিতর্কই আদতে Traditionalism verses Scientism এর বিতর্ক নামে বিখ্যাত, দুজন মূল তত্ত্বকারের মধ্যে এই বিতর্কটি অবর্তিত হয়েছিল এর এক প্রান্তে ছিলেন সাবেকি পন্থী Hedly Bull (হেডলি বুল) অন্যদিকে ছিলেন Morton Kaplon (মর্টন কাপলন)। 1966 সালে হেডলি বুল London school of economic and political Science এ আহুত হয়েছিলেন, দশম বেইলি সম্মেলনে। ওই সম্মেলনে বুল একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যেটি ওই বছরই World Politics journal এ "International Theory : The case for a classical Approach" এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। যদিও কাপলান বনাম বুল এর এই বিতর্ককে দ্বিতীয় মহাবিতর্ক বলে অনেকেই অবিহিত করেছেন,

এতদবসত্ত্বেও এটি কিন্তু সেই অর্থে বিতর্ক কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে, বলে অনেকে মনে করেন যার মধ্যে অন্যতম হলেন ডেভিড এ. লেক (David. A. Lake) এবং স্টিফেন জর্জ (Stephen George) কারন বুল এর প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে মর্টন কাপলন ওই একই বছর World Palitics এ অপর এক প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল "The New Great Debate : Traditional Vs Science in International Relation." সেই অর্থে একে একটি তাত্ত্বিক সংকট বলা যেতে পারে, কারণ বুল বা কাপলান কোনো একটি স্বীকৃত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করেননি বরং তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে শক্তিশালী বক্তব্য উপস্থাপন করে ছিলেন মাত্র। কারন পার্থক্যের ক্ষেত্র ছিল দৃষ্টিভঙ্গিগত অর্থাৎ অস্তিত্বহীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার ধারায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রথা বিশেষত, গাণিতিক (Mathematical) যন্ত্র (Mechenical) বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে আধুনিক করা যায় কিনা, বৈজ্ঞানিক ও প্রথাগত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় এই মূল বিতর্কটি ছিল আদতে মার্কিন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার ধারা বনাম ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় ধারার মধ্যে একটি ধারণাগত পার্থক্যেয় চিহ্নিত উদ্ভুত। যদিও তত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রকে অনেকে নৈব্যক্তিক ও দেশকাল নিরপেক্ষ বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু আদর্শগতভাবে এটি ঔচিত্যবোধক মনে হলেও বাস্তবের মাটিতে কিন্তু তাত্ত্বিকরা দেশকাল, ও স্থানিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন এবং তার সময়ে প্রতিনিধি হিসাবে তার গোষ্ঠীগত পরিচয়, ব্যক্তিগত স্মৃতি ইত্যাদির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকেন।

পদ্ধতিগত বিতর্কের বিষয়বস্তু আলোচনার পূর্বে মার্কিন ও ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় তৎকালীন অভিমুখটি বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আনয়নের ক্ষেত্রে মার্কিন মহলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে যে ক্ষমতায় ভারসাম্য পরিবর্তন এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে উপনিবেশমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন ফেরি করেছিল। কারন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেয় মার্কিন অবস্থান আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় খানিকটা একঘরে (Isolationst) ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আকরিক উত্থান, মার্কিন বিদ্যামহলকে বিশ্বের নানা সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও উদ্বিগ করে একই সাথে নীতিনির্ধারকরা ক্ষেত্র বিশেষে চটজলদি সমাধানও করেছিল যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পদ্ধতিগত পরিবর্তনে ইন্ধন যুগিয়ে ছিল। আপ্রত্যব্যভাবে তিনটি মূল ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রনী ছিল এবং এটিই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিধর হওয়ার পিছনে বড় কারন। প্রথম ক্ষেত্র হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকে বিজ্ঞান সাধনাকে নিছক জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় আবদ্ধ না রেখে অনেক ক্ষেত্রেই একে বিষয়গত উদ্দেশ্যসাধক, বাজারীকরণ ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ব্যবহার করেছিল, সেই কারনে এটি ছিল তার শক্তিবুদ্ধির অন্যতম উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সাফল্যের ক্ষেত্র ছিল Cybernetics। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে cybernetic তত্ত্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি হয়। কারন এতে বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে কায়িকশ্রম লাঘবকারী একাধিক যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল যা ছিল অত্যন্ত সস্তা। এই যন্ত্রানু প্রস্তুতি মানবীয় চরিত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে গেলে এবং তাদের খানিকটা যন্ত্রাংনুকারী করে তোলে। এর ফলে নৈরাজ্যমূলক বিশ্ব ব্যবস্থাতে মার্কিন বিদ্য মহলের একাংশে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের প্রবনতা দেখা দেয়। যেখানে আন্তর্জাতিক সমাজকে একটি সামগ্রিক যোগাযোগমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হতে থাকে। তারা যান্ত্রিকতার নীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবতে শুরু করেন।

তৃতীয় যুক্তিটি ছিল অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়ীক। যদিও মার্কিন ব্যবস্থাকে (প্রশাসক ও সরকার) উদার ও মুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে মনে করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিন্তু উন্মুক্ত ছিল না। কেইনসীয় তত্ত্বের শিক্ষা নিয়ে মার্কিন অর্থনীতিতে নিউ ডিল (New deal) শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাতে সরকারি তরফে অভিমুখ ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রেই। প্রত্যাশিতভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেও অনুরূপ অভিমুখে ঘোরানোর প্রচেষ্টা শুরু হয় মার্কিন সরকারি ও নীতি নির্ণায়কদের তরফে। ব্যবসায়ী দিক থেকে মার্কিন সাফল্য যেহেতু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিচালিত ছিল কিয়দংশে তাই মার্কিন ব্যবসায়ী মহলও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এক প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা

চাইছিলেন। পুঁজিবসতি ব্যবসায়ীদের উল্লেখ ছিল ও নীতি নির্ধারক যাদের একাংশে ব্যবসায়ী ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতির্কঅর্থনৈতিক পরিবেশকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সহজেই শ্রমশক্তি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে ত্রিবিধ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকে আরোও বেশি করে সুদৃঢ় করা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে চালিত ছিল তাই বুল একে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন উদ্দেশ্যগত দিক থেকে। কারন এই বুলের মতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আদতে বিশেষজ্ঞ (Specialist) এবং বহু সংখ্যক সাধারণ অবিশেষজ্ঞ মানুষ (non specialist) এর মধ্যে এক বিস্তর ব্যবধান তৈরি করবে আদতে। কিন্তু বুলের মতে এই বিদেশীকৃত জ্ঞানচর্চা আদতে ক্ষতি করবে সৃজনশীল মানবের। কারণ এর ফলে দ্রব্য হবে একমাত্র মানদন্ড এবং তাতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ন্ত্রণ করবে। এতে সাধারণ মানুষেরা পুতুলে পরিণত হবে। কারণ সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মতে বিশেষজ্ঞ মন্ত্রিকর্তা আলোচ্য সৃজনশীল ব্যক্তিদের পরিপূর্ণ বিকাশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক সাবেকি উভয় দৃষ্টিভঙ্গি এই পর্যায়ে মূল্যবোধের এক সংকটে ভুগছিল। এক্ষেত্রে মূল্য সমস্যা ছিল তত্ত্বায়নের মূল্যবোধ আলোচ্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার অনুকরণে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নির্মাণের চেষ্টা চলছিল। তত্ত্বে এক প্রকার পূর্বানুমান শিল্প বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এক কাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং পরে সেটিকে অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বানুমানকে গতিসিদ্ধ বলে প্রমাণ করে না কিন্তু তাতে তাত্ত্বিক কাঠামোটি ভুল বলে কিন্তু প্রতিপন্ন করা হয় না। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ যেকোনো বিষয়ের তত্ত্বায়ন আদতে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মূল্যবোধের সাথে কম বেশি যুক্ত থাকে।

সাবেকি পদ্ধতি স্বপক্ষ্যে হেডলি বুলের সমালোচনা :

1960 ও 1965 সালে দেখা যায় যে ব্যক্তিকেন্দ্রীক ও আচরণবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপে শ্রমিক অসন্তোষ ছাত্র আন্দোলনসহ নানারূপ অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। সাতদফা যুক্তির সাহায্যে হেডলি বুল তার প্রবন্ধে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করেন—

প্রথমত, বিশেষতার যুক্তি : বুলের মতে গবেষনা চর্চার দুটি স্বীকৃত পদ্ধতি আছে একটি অবরোহী (Deductive) এবং অপরটি আরোহী (Inductive)। কিন্তু বুলের মতে গণিতশাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যার সার্বজনীনতার সূত্র কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সাথে বাস্তবের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলে তাতে কাঙ্খিত ফল লাভের সম্ভাবনা খুব একটা থাকে না বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপাদান অপেক্ষা একটি উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় বেশি কার্যকরি বলে পরিগণিত হয়। কারণ গবেষণা জগতের মত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ পরিস্থিতি ও মিথস্ক্রিয়ায় উপযোগী শর্ত পাওয়া বাস্তবে প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। তদুপরি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধিকাংশ প্রশ্নের সাথেই জড়িত আছে নৈতিকতার প্রশ্ন। উল্লেখ্য যেমন—সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র গুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে? বিভিন্ন যুক্তি ও সংগঠনের দ্বারা জাতিরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার চল থাকলেও কিভাবে ক্ষেত্র বিশেষ মানবিক কারণে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যায়? কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরিহার্য ইত্যাদি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর বুলের মতে সঠিক ও বেশ কিছু ক্ষেত্রেই বিহীত আছে মানুষের প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার মধ্যে। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলনকারী তাত্ত্বিকদের পক্ষে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ শক্ত। ক্ষেত্র বিশেষ অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলনকারীরা এগুলিকে এড়িয়ে চলেন অথবা এত বেশি পদ্ধতিগত আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করে থাকলে যে মূল বিষয়ের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে তা গৌন হয় পড়ে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিময়তার যে অভিমুখ সে বিষয়ে এত বেশি যান্ত্রিকতা

অনুযায়ী হয়ে ওঠে তাতে বিষয়ে হিসাবে এর প্রতি সংবেদনশীলতার ঘাটতি দেখা দেয় যা পক্ষান্তরে এক নৈতিকতার সংকট তৈরি করে। তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নতুনভাবে দেখেছেন যা বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাছে আদতে অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত, সৃজনশীলতার যুক্তি : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী বিশ্লেষকরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় যখনই সৃজনশীল উদ্ভাবনী দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন তখনই তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অতিক্রম করে সাবেকি পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। হেডলি বুল উদাহরণ হিসাবে টমাস শেলিং (Thomas Schelling) অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ দরকষাকষি ইত্যাদিকে game Theory এর মতো গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যেমন জটিল অঙ্কের সাহায্য নিয়েছেন তেমন একই পথে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নিয়েছেন।

তৃতীয়ত, চলক নিয়ন্ত্রণের যুক্তি : হেডলি বুল আরও বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে যে স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন তাতে অনেকের মনে হতে পারে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সাহায্য আন্তর্জাতিক রাজনীতি এক দিন বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে উপনীত হবে। কিন্তু বুলের মতে তা দুরাশামাত্র এছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চলক (vaible) যেহেতু অনেক বেশি তাই বিজ্ঞান নির্ভর শাস্ত্রের মতো একে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। এই একই কারণে বিজ্ঞানের মতো সার্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণ কঠিন।

চতুর্থত, মডেল নির্মাণের বিশেষ যুক্তি যে কোনও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল মডেল নির্মাণ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রবক্তাদের মডেল নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছেন। এবং বহু মডেলও নির্মাণ করেছেন। বুল এই প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছেন, তার কাছে মডেল (Model) হচ্ছে a deductive system of axtoms and theorems অর্থাৎ বুলের মতে মডেলের উদ্দেশ্য হল কতকগুলি পরিবর্তনশীল উপাদানকে কেন্দ্র করে কিছু ব্রত সিদ্ধ নির্মাণ করা ও তাকে প্রতিষ্ঠত করা এবং তার নিরিখে বাস্তব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিল পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা। উদাহরণস্বরূপ মর্টন কাপলন (Morton Kaplan) যেমন তার ব্যবস্থাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ছয়টি মডেলের উল্লেখ করেছেন যেমন—১) শক্তিসাম্যের ব্যাবস্থা (Balance of Power System), যেখানে দুটি যুযুধান দেশ, বা গোষ্ঠীর মধ্যে আগন্ত বিরোধ সত্বেও একটি আগন্ত শান্তি বিরাজ করে। ২) শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থা (loose bipalar system) যেখানে একটি দ্বিমেরু কেন্দ্রিক সমাজে বিন্যাস থাকলেও শিথিল এক ভারসাম্যের অবস্থা বিরাজ করে। ৩) চিরায়ত একক ব্যবস্থা (Universal Acter System) এখানে একটি মাত্র ক্ষমতাকেন্দ্র শক্তিশালী থাকে, ৪) গুরভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (Hierarchacal International System) যেখানে স্তরবিন্যাস্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাস থাকে এবং ৫) Unit Veto System বুলের মতে সমস্যা হল উপরিউক্ত সব মডেলই কিন্তু ঐতিহাসিক পারস্পর্য বজায় রেখে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অভিমুখকে উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যার অসমর্থ হয়েছে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে এক মডেলের পরবর্তীতে যে পরবর্তী মডেল অব্যসম্ভাবী ভাবে অধির্ভূত হবে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যে সকল চলক বা Variable থাকে উপরি উক্ত সব মডেলই আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মডেল নির্মাণের ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে বড় প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেছে।

পঞ্চম পরিমানগত বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে যুক্তি : বুলের অপর সমালোচনা হল পরিমান ও পরিমিতগত পদ্ধতির মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের বিরুদ্ধে। হেডলি বুল মনে করেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যারা পরিমাণগত বিশ্লেষণ (quantity Analysis) ও অত্যাধিক মাত্রায় পরিমিতির ওপর (Measurement) নির্ভর করে, বিজ্ঞান নির্ভর সার্বজনীন তত্ত্বে পৌঁছতে হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে কার্ল ডয়েশ (Karl Deutsch) এবং ব্রাশ রাস্টে (Bruce Russett) তাদের যোগাযোগ তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে একদেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের যাতায়াত ও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান তথ্যের উপর ভরসা করেছিলেন কিন্তু সাবেকি তাত্ত্বিকরা প্রশ্ন তোলেন যে সত্যিই কি এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অন্তরদন্ড বা পারস্পরিক অন্তরদন্ড গড়ে ওঠে? তাঁরা এদের বলেন যে তা সর্বক্ষেত্রে ইতিহাস সমর্থিত নয়।

ষষ্ঠত : প্রবণতা ও বাহুল্য হীনতার উপর গুরুত্ব : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমর্থকগণ আন্তর্জাতিক তত্ত্বের বিকাশে যথাযথ হবার প্রবণতা, সাংকেতীকরণ এবং বাহুল্যহীনতার (Precision) ওপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাবেকি পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তারাও কিন্তু এগুলোকে অস্বীকার করেন কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একাধিক বিশেষজ্ঞগণ যেমন—আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞ Opeen leiem অথবা সমসাময়িক বাস্তববাদী Hans J. Margerthan, রেমন্ড এরণ অথবা কৌশলগত বাস্তববাদী কেনেথ ওয়ালজ প্রত্যেকেই উপরিউক্তি যথাযথ হবার প্রবণতা ও বাহুল্যহীনতার প্রবক্তাকে অনুসরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু এরা যে প্রত্যেকে তাদের তত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন তা বলা যাবে না বরং অনেকক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন আলোচনা করেছেন গুরুত্বের সঙ্গে এত সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা শুধুমাত্র বাছাই করা কিছু ঘটনা ও তথ্যকে নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা একে সার্বিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

সপ্তমত ঐতিহাসিক ও দাশর্নিকতা অনাক্রমের যুক্তি : হেডলি বুল মনে করেন যে যারা প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান চর্চা করেন তাদের সাথে দাশর্নিক ও ঐতিহাসিকতার কোনও সহগত স্ববিরোধ নেই, তা সত্বেও ইতিহাস ও দর্শনকে অগ্রাহ্য করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে আদতে আত্মসমীক্ষার রাস্তাও রুদ্ধ করেছেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক প্রকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও হঠকারী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছেন। এর ফলে তারা একধরনের তাত্ত্বিক অধিমিশ্রণকারীতার জন্ম দিয়েছে যা আদতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিজ্ঞান সম্মত করে তুলতে না পারলেও এক ধরনের তাত্ত্বিক সঙ্কট খাড়া করেছে যা শাস্ত্র হিসাবে এর অগ্রগতিকে খানিকটা প্রতিহত করেছে বলা চলে। হেডলি বুলের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনার প্রত্যুত্তরে মর্টন কাপলান (Morton A. Kaplan) 1966 সালের অক্টোবর মাসে (World Politics) এর 19নং সংখ্যায় তার প্রত্যুত্তর দেন। তার এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল The New Great Debate : Traditionalgsm vs Science in International Relations, এই প্রবন্ধের শুরুতে কাপলান শুরু করেছেন E.H. Carr এর **Twenty years crisrs** বইটির সূত্রধরে যেখানে বৈজ্ঞানিক সূত্রের সমালোচনা করেছিলেন কার। তিনি বলেছিলেন যে যারা গবেষণাগারে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের আসলে উদ্দেশ্য হল ক্যান্সারের নির্মূলীকরণ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্যকে গবেষণা প্রক্রিয়া থেকে পৃথকীকৃত করা সম্ভব। অতএব তার গবেষণালব্ধ ফলের উদ্দেশ্য হল আদতে নির্ভেজাল এক পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ উপস্থাপনা যা তথ্যভিত্তিক ও সত্যনিষ্ঠ। এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ তথ্য নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে এবং এ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনও ভাবার অবকাশ নেই যেহেতু অধিকাংশ ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অজ্ঞ তাই। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এ ধরনের কোনও গবেষণার বিষয় ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে পারে না কারণ উৎপত্তিগতভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভাবিত হয় মানবীয় আচরণের দ্বারা, তাই গবেষণালব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। এই কারণে গবেষক সচেতন বা অচেতনভাবে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ও ব্যক্তির সম্পৃক্ত কোনও সমস্যার সুরাহয় তৎপর। যখন মানবীয় সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে তারা কোনও সমস্যার সমাধান করতে চান তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কোনও পরিস্থিতিতে কি ধরনের আচরণ করতে পারে তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিছু সিদ্ধান্ত উপনীত হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যদি কোনও ওষুধ মানুষের জীবনের উপর কি ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া করে সে বিষয়ে যদি কোনও সিদ্ধান্ত তার উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। কারণ ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং মানবীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিছু চারিত্রিক পার্থক্য আছে। তদুপরি মানুষের প্রতিটি শরীরে একই ওষুধের প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্র বিশেষ যে একী রকম তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এক্ষেত্রে যদি কোনও গবেষক একটি ওষুধের মানবীয় শরীরের উপর প্রতিক্রিয়ার নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তা হলে দেখা যাবে যে, তিনি যদি উদ্দেশ্যগতভাবে কোনও একটি ওষুধের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি কিভাবে দেখিয়ে প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন তদানুযায়ী তার স্যাম্পেল বা কেস এর সংখ্যা চিহ্নিত

করবেন। এখানে মর্টন কাপলান শুরু করেছেন তার বক্তব্যের মূল বিষয় ধরে। তিনি বলেছেন যে ক্ষেত্র বিশেষে ধরে নেওয়া হয় যে রাজনীতি শাস্ত্র সাধারণত উদ্দেশ্য (Purpose) এর দ্বারা চালিত হয় সেজন্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে এর পার্থক্য আছে এবং উদ্দেশ্যগতভাবে বৈজ্ঞানিক সাধারণত তথ্যলব্ধ ফল দ্বারা পরিচালিত যে করে সে জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়টি খানিকটা অগ্রাহ্য করে থাকে। এই কারণে পরীক্ষাগারের পরীক্ষালব্ধ ফল কখন বাস্তব জগতে প্রয়োগের চেষ্টা হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই যে ধরনের সাংক্ষেপীকরণ (preesion)-এ পৌঁছায় তা সময় ও বাস্তবপোযোগী হয় না। কার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে যে দুটি প্রতিপাদ্য দৃষ্টান্ত নিয়েছেন তার সমালোচনা করেছেন মর্টন কাপলান। তিনি তাঁর বক্তব্য বলেছেন যে কার যে দুটি দৃষ্টান্ত নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার সূত্রে গ্রহণ করেছেন প্রথমত সেদুটি প্রকৃতিগতভাবে পৃথক তাছাড়া কার তার পূর্বানুমানে দুটি ভুল করেছেন। প্রথমটি হল তিনি এমন দুটি দৃষ্টান্ত পছন্দ করেছেন যা লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেনি এবং উদ্দেশ্যগতভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে বৈচিত্র্যমূলক বিরোধানুসঙ্কটই প্রতিষ্ঠা করেছে।

কাপলান বৈজ্ঞানিক ও সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যগুলি এইভাবে চিহ্নিত করেছেন—

1) গবেষণার উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বা মতাদর্শগত পার্থক্য

2) পূর্বানুমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিগত পার্থক্য

3) গবেষকের বিশ্লেষণের কৌশলগত পার্থক্য

এই পার্থক্যগুলির পৃথকীকরণকে মাথায় রেখে কাপলান বুলের সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন।

1) গবেষণার উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বা মতাদর্শগত পার্থক্য : কাপলান বলেছেন একটি ব্যবস্থাকে অনুধাবন করতে হলে পদার্থবিদ্যার মতো শুধু পদ্ধতি প্রয়োগ করে বোঝা কঠিন। কারণ কোনটা পদার্থগত বিষয় এবং কোনটি মানবীয় বিষয় তার পৃথকীকরণ সর্বাগ্রে জরুরি। বিশেষত কার যে ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন তার যথাপযুক্ত উত্তর প্রদানের জন্য ধরা যায় কোনও একটি বিমানে একদল স্বয়ংক্রিয় বিমান চালক রাখা হল তাহলে সেই চালক যখন বিভিন্ন উচ্চতায় চলাচল করবে তখন তার দিক বদলও হবে সেই অনুযায়ী গগ এবং তার অভিমুখও পরিবর্তিত হবে। একমাত্র পাইলট সমগ্র ব্যবস্থার একটি সদর্থক বার্তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় পাইলট এর প্রক্রিয়াকরণ ও সংযুক্তি ও সেইভাবে করা প্রয়োজন। সেটি একটি অতিস্থায়ী ব্যবস্থা (Ultra Stable System) এর জন্ম দিতে সক্ষম হয়। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির প্রফেসর কাপলান বলতে চেয়েছেন যে যেকোনো বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের জন্য পদার্থবিদ্যার সূত্র অনুকরণ জরুরি নয় বরং জরুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। কাপলান বলছেন বৈজ্ঞানিক হতে গেলে জরুরি হল একটি গোছানো বৈজ্ঞানিক ভাষা (Articulate Secondary Language) যা বিশ্লেষণে সময় হবে এবং যাতে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সংক্ষেপীয়করণ ও বাস্তব প্রয়োনিকতা গগগ (C Rlplicarvlity) থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গবেষণার বিষায়নুগভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসূচনা হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু প্রতিষ্ঠান কে (Established Institution) ভ্রান্ত প্রমাণ করা যাবে না এবং এটা না হলে বৈজ্ঞানিক মানশিক্ষায় অগ্রগতি হবে না।

পূর্বানুমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পার্থক্য : যে কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রমাণিত বাত্যকে পূর্বানুমান হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং খুব যুগান্তকারী কোনও আবিস্কার না হলে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত প্রধানমান হিসাবে অপরিবর্তিত থেকে যায়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে যেহেতু গবেষককে এই ধরনের পরীক্ষালব্ধ স্বতঃসিদ্ধর দ্বারা চালিত হতে হয় না তাই গবেষকের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি তাদের নিজের বিচারবুদ্ধি ও গবেষণার উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। তাই সাবেকি তত্ত্বিকদের মতে এক্ষেত্রে একমাত্র বিষয় হল বিষয়ানুগ গুনসন্ধান। অর্থাৎ সাবেকি চর্চার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হল সমাজবিজ্ঞান হল বিষয়ানুগ অনুম (Subjective ossuption) আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গগ বিষয়

(Postatales) কিন্তু কপলান দেখিয়েছেন যে সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে অনুমান বলেছেন তা আসলে আগে প্রজ্ঞা (Institution) যা আগে দূরদর্শীতা থেকে এরই কিন্তু কাপলন দেখিয়েছেন এটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য। কাপলন দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের অর্কিমিদিসের সূত্র থেকে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র থেকে আধুনিক লুই রিচার্ডগনের অস্ত্র প্রতিযোগীতা বা প্রতিঘাত প্রতিটি ক্ষেত্রই প্রজ্ঞা এবং অনুমান সমানভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। কাপলানের মতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ সমাজ বিজ্ঞান বিশেষত আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নির্ভর করে যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে তার প্রকৃতি এবং গোষ্ঠী উন্নয়নের কোন পর্যায়ে রয়েছে তার উপর। যদিও সমাজ বিজ্ঞান সংখ্যায়ন প্রতীক এবং সংকেতের ব্যবহার কিন্তু এতদসত্বেও তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তার মূল উদ্দেশ্যযুক্ত হয় না কখনও। কাপলন এর মতে প্রজ্ঞা আদতে এক ধরনের উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় তা সে যেকোনও ধরনের জ্ঞান চর্চার অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে প্রকৃতি বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞান যাই হোক না কেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের মতে প্রতিরূপক মডেলকেই বাস্তবের আয়না রূপে মনে করে অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্কিত হয়েছেন যে তা আদৌ বাস্তবে সম্ভব কিনা এখানে কাপলন যুক্তি দিয়েছেন যে বিজ্ঞান যখন কোনও বিষয়ে মডেল তৈরি করা যে তখন গগগ হয় গগ বিশ্লেষনাত্মক বর্ণনাকে একটি অবয়ব (struction) এর গগ সাহায্যে আরও বেশি করে দৃশ্যমান করে তোলা। সমাজ বিজ্ঞান যখন কোনও এইরকম হবে মডেল তৈরি করা হবে তখন বুঝতে হবে যে যিনি এই মডেল তৈরি করাছেন তিনি বাস্তবের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত এক্ষেত্রে কাপলান তার System Process in International Relations (1957) এই বই থেকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্র সংখ্যা প্রকৃতি ও ব্যবহার যদি যুগোন্তরযোগী ভাবে এবং কালনুক্রমে পরিবর্তিত হয় এবং তার সাথে গগ যদি রাষ্ট্রের সমরসজ্জা, অর্থিক শক্তি এর পরিবর্তন হয় তাহলে এটি গগ যে মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। কাপলনের মতে ঐতিহাসিক গবেষনাতেও প্রকলপ নির্মাণে মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যে অগ্রসর হলে তবেই কাঙ্খিত গগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। System and Analysis এর উদাহরণ দিয়ে তিনি আরও বুঝিয়েছেন যে কিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করে আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একত্রে সূত্রবদ্ধ করে একটি বিশ্লেষত্মক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা সম্ভব। তিনি আরও বলেছেন যে হেডলি বুল যোগাযোগ তত্ত্বের গগ কার্ল ডয়েশ্চ (Karl Dautsch), টমাস শেলিং (Thomas Schelling) এবং ব্রাশ রাস্টে (Brucc Russet) ইত্যাদি সমালোচনা করেছেন এমন ভাবে যেন তারা প্রত্যেকে একটি সাধারণীকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আদতে বুলের পূর্বানুমান-এ কিছু ভুলছিল। কাপলান যে এর মতে একটি আলোচনা প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা হিসাবে কৃহ্য হওয় উচিত যাকে অর্থনীতিকরা (Macro System) বলে থাকেন। তিনি বলেছেন যেমনটি কার্ল ডয়েশ্চ করেছেন তার ব্যবস্থাপক তত্ত্বে ডয়েশ্চ তার তত্ত্বে একটি আরোহী অনুমান নির্ভর আলোচনা থেকে একটি উপাদান নির্ভর ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে কাপলন সাধারণ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে ডয়েশ্চ একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আলোচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু বুল তার সমালোচনায় এই গগ পার্থক্যকে চিহ্নিত করেননি বলে তার সমালোচনা সাবেকিকরণের (Universalijetion) এর দোষে দুটি। একইভাবে যুক্ত রাস্টে তার আলোচনায় পৃথক কৌশল ব্যবহার করেছেন— Trends in world Politics (1965) এবং মার্টিন জর্জ জিঙ্কোভিক (Martin George Zaninovich) An emperical theory of state perpose : The Sino Soviet Coge (1964) এ। ঠিক অপর কৌশল এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় টমাস শেলিং Thomas C Schelling, The stretage of conflict (1960)তে।

সাবেকি তত্ত্বকাররা মনে করেন যে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় কিছু ঘটনার আকস্মিকতার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কাপালন এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছে এই বলে যে, সমাজে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার যেহেতু একাধিক চল (Vaible) এবং বহুমুখী ধ্রুবক (Parameter) থাকে তার কোনও একক একটিকের মাত্রাগত গগ পরিবর্তন কিন্তু

চমকের (Supise) সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তাকে গগভাবে আনুপূর্বিক আলোচনার মাধ্যমে অনুমান করা সম্ভব।

কাপলনের সিদ্ধান্ত : বুলের সমালোচনার উত্তরে কাপলন কতকগুলি জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বপক্ষে সেগুলি নিম্নরূপে

প্রথমত : ব্যবস্থার আচরণের মতো মানব প্রকৃতির আচরণও বোঝা সম্ভব বিশ্লেষণের দ্বারা শুধু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের নিবিড়তার মাত্রা আরও বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয়ত : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রও প্রকল্প, নকশা ও মডেলের ব্যবহার করা যেতে পারে শুধু তা করার আগে বাস্তবের পর্যালোচনা নির্ভর গগ উপনীত হওয়ার আগে গগ ভাবে তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ প্রয়োজন শতে একটি সামগ্রিকতার বোঝা তৈরি হয়।

তৃতীয়ত : সমাজ বিজ্ঞানের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার প্রেক্ষিত হল নিশ্চয়াত্মক দার্শনিক অনুমান। কিন্তু শুধু এটি নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন যে দার্শনিক অনুমান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র ধারণাগত স্পষ্টতার (conceptal clarity) বিষয়টি যে বাক্য বন্ধে স্বঃপূর্বভাবে প্রতিফলিত হয় যান্ত্রিকতার জটিল আবরণ বাদ দিয়ে।

চতুর্থত : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপযুক্ত বিষয়ানুগ অনুধাবনের জন্য এর মধ্যে আন্তঃবিষয়ক (Inter dis cupling) আলোচনা অত্যন্ত জরুরি, যেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য।

১.৪ উপসংহার

যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাবেকি বনাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নিয়ে আন্তর্জাতিক তত্ত্ব উদ্বেলিত হয়েছিল, তবুও দুটি ধারার কোনটিকেই যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অগ্রাহ্য করা হয়েছে এমনটি নয়। 1976 সালে স্টিফেন জর্জ (Stephen George) একটি প্রবন্ধ লেখেন— The reconciliation of the 'Classical' and 'Scientific' approaches to International Relations জর্জের মতে, প্রতিটি পদ্ধতি ও তত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চালিত হয় এবং নতুন তত্ত্বের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়। তদুপরি তত্ত্ব বাস্তবের মেলবন্ধন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক ও সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন আবশ্যক হয়ে পড়ে। এটি নির্ভর করে গবেষক কোন প্রশ্নের উত্তর কিভাবে খুঁজতে চাইছেন তার উপর সেক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি তাকে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাইছে তার উপর।

সাম্প্রতিককালে David Lake (ডেভিড লেক) একটি প্রবন্ধ লেখেন, Theory is dead, long live theory : The end of the great debates and the rise of electism in International Relation (2013) এই প্রবন্ধে লেক বলেছেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আগে Great Debate এর প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা হত যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে দৃষ্টবাদ ও উত্তর দৃষ্টবাদের দ্বারা প্রগঠিত হয়ে দ্বিতীয় মহাবিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার থেকে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বকারদেরর আজও বেশি করে নতুন নতুন উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত। কারণ বাস্তব সমস্যার অনুসরণেই তত্ত্ব নির্মিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিতর্ক বিষয় হিসাব আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সমৃদ্ধ ও তত্ত্বকারদের মননকে সম্পৃক্ত করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

নিম্নলিখিত বিষয়ে উত্তর লেখ—

ক) দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বোঝানো হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এর তাৎপর্য কি?

খ) প্রথম মহাবিতর্ক কিভাবে দ্বিতীয় মহাবিতর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল?

গ) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাবেকি বনাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তর্কটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ঘ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে হেডলি বুলের তোলা সমালোচনায় মুখ্য বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ঙ) মর্টন কাপলান কিভাবে বুলের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন।

চ) তুমি কি মনে কর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বনাম সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির বিতর্ক বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখেছে?

১.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Bull, Hedley. (1966). International Theory: The Case for a Classical Approach. *World Politics, 18* (3), 361-377.

ii. Marsh, David., & Stoker, Gerry. (Ed.). (2002). *Theories and Methods in Political Science* (2nd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

iii. George, Stephen. (1976). The Reconciliation of the " Classical " and "Scientific" Approaches to International Relations ? *Millenium: Journal of International Studies , 5* (1), 28-40.

iv. Kaplan, Morton A. The New Great Debate: Traditionalism vs Science in International Relations. *World Politics , 19* (1), 1-20.

v. Lake, David A. (2013). Theory is dead, long live theory: The end of the Great Debates and the rise of eclecticism in International Relations. *European Journal of International Relations , 19* (3), 567-587.

পাঠক্রম : 2.1

Unit-2

বাস্তববাদ ও তার সমালোচনা
Realism and its Critiques

বিষয়সূচী :

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ ধ্রুপদী বাস্তববাদ

২.৪ সমসাময়িক বাস্তববাদ

২.৫ হান্স জে মরগ্যানথাউ ও সমসাময়িক বাস্তববাদ

২.৬ সমসাময়িক বাস্তববাদের তাত্ত্বিক অবসান

২.৭ বিংশ শতাব্দীর নয়াবাস্তববাদ

২.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

২.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এক এককটি পড়লে জানা যাবে—

১। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা।

২। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব হিসাবে বাস্তববাদের বিকাশ ও বিবর্তন এবং মরগ্যানথাউ-এর কারের অবদান।

৩। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদের সমালোচনা ও নয়াবাস্তববাদের উদ্ভবের প্রেক্ষিত।

৪। নয়া বাস্তববাদী তত্ত্বের কাঠামো সম্পর্কিত কেনেথ ওয়ালজএর ব্যাখ্যা এবং এর সমালোচনা।

২.২ ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্থানের পর থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের থেকে এর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিষয়গুলির আবশিক্যতা ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল তত্ত্বচর্চা, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আগত প্রতীয়মান ঘটনার মধ্যে যে সর্বজন গ্রাহ্য ধারাবাহিকতার ছন্দ আছে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাত্ত্বিক কাঠামোতে যেমন একদিকে শাস্ত্র চর্চা এক কৌলিন্যযুক্ত বৈধ্যতা লাভ করে তেমনি এর দ্বারা নতুন আন্তর্জাতিক রাজনীতিব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হয়। তাত্ত্বিকভাবে আদর্শবাদের পূর্বানুমান ছিল যে মানুষ সাধারণভাবে শান্তিপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী কিন্তু ক্রমে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণবাদী আস্ফালন প্রমাণ করল যে আদর্শবাদের পূর্বানুমান এক কল্প কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাধারণভাবে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে এই মেরুকৃত পার্থক্যের কথা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন John Ners তার 1950 এ প্রকাশিত Idealist Internationalism and Security Dilemma, নামক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন— Realist thought is determined by an insight into the overpowering inpact of the security factor and the ensuing power, political, oligarchic, authoritarian and simlar trends and tendencies in Society and Politics, whatever its ultimate conclusion and advocacy is Idealist thought, on the other hand, tends be concentrated conditions and solutions which are supposed to overcome the egogstic attitudes of individual and groups in power..."

উৎসগত ভাবে রাজনৈতিক বাস্তববাদের সূত্রের নির্দেকের কৃতিত্ব মাইকেল ডয়েল (Michael Doyel), টারি নরডিন (Terry Nardin এবং ডেভিড মেপাল (David Mapel) এর চিন্তায়। তাঁদের মত অনুযায়ী বাস্তববাদের সন্ধান সর্ব প্রথম পাওয়া যায় থুকিডাইডিজে (Thucydides) এর The Peloponnesian war এই বইটিতে। তার আগে মনে রাখতে হবে যে রাজনীতিক বাস্তববাদ কিন্তু একই স্রোতে বহমান ছিল না। বরং তার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় যার মধ্যে প্রথম দুটি বাস্তববাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সমালোচনা ওঠার ফলে বাস্তববাদ সমালোচনামূলকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছে। এই পর্যায় গুলি হল—

		প্রাচীন বাস্তববাদ (থুকিডাইজিস) আলোচনা
1)	ধ্রুপদী বাস্তববাদ	
		সাবেকি বাস্তববাদ ও গগ কিরণমূলক
2)	সমসাময়িক বাস্তববাদ	বিশ্লেষণমূলক (মরগ্যানথাউ)
3)	নয়া বাস্তববাদ	সমালোচনামূলক (শেলিংও ওয়ালজ)

২.৩ ধ্রুপদী বাস্তববাদ

থুকিডাইডিজ হল প্রাচীন বাস্তববাদের প্রবক্তা। তিনি সর্বপ্রথম এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ৪৩১ খ্রি:পূ: ৪০০ খ্রি: পূর্ব সংঘটিত Peloponnesian যুদ্ধের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। থুকিডাইডিজ ছিলেন Peloponnesian যুদ্ধের প্রত্যক্ষকারী এক এথেনিয় সেনাধ্যক্ষ এবং তার গ্রন্থটি মূলত যুদ্ধের দৈনন্দিন বর্ণনা। তিনি সর্বপ্রথম চিহ্নিত করেছিলেন যে নিরাপত্তাহীনতার কারণেই আসলে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কারণ যুদ্ধের কারণ ছিল মূলত এথেন্স এর ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নিরাপত্তাহীনতা যা প্রাচীন গ্রিসের নগরগুলির মধ্যে এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সূচনা করেছিল। এ গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে The Melian Dialogue।

এরই সূত্র ধরে রাজনৈতিক বাস্তববাদের ধ্রুপদী পর্বের অপর এক তত্ত্বকার বলা যেতে পারে ম্যাকিয়াভেলী তিনি তাঁর লেখা গ্রন্থ The Prince এবং Discourses এ তিনি দ্বৈতনৈতিকতার তত্ত্বের কথা বলেছেন অর্থাৎ একজন সম্রাটের নৈতিকতার কখনই সাধারণ মানুষের ন্যায়নীতির মানদন্ডে বিচার করা উচিত হবে না। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাষ্ট্র সুরক্ষার স্বার্থে তার এমন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে যা আগত দৃষ্টিতে অনৈতিক কিন্তু বৃহত্তর রাষ্ট্রের স্বার্থে নৈতিক বলে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে প্রয়োজনে ধর্ম ও মানবতার বিরাজ উর্ধ্বে কাজ করতে হতে পারে, অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের স্বার্থ বজায় ব্যক্তি স্বার্থ ও ব্যক্তি নৈতিকতা বর্জন ম্যাকিয়াভেলীর কাছে শ্রেয়। তিনি তার ১৫১৩ খ্রি: লেখা The Disnospace

courses on the first ten books of titus livy তে বলেছেন রাজ্যের সুরক্ষা যখন প্রশ্নোসম্মুখীন তখন রাষ্ট্র নায়কের মর্যাদা, মানবিক ন্যায় বিচার এই শব্দগুলি দূরে সরিয়ে রেখে রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

তবে বাস্তবাদের সন্ধান দিয়েছিলেন থমাস হবস্ (১৫৫৮-১৬৭৯)। তাঁর লেখা বই Leviathon (১৬৫১) এ হবস্ এই বক্তব্য অনুসরণ করে বলেছেন যে প্রকৃতির রাজ্যের সবাই চিরস্থায়ী নৈরাজ্যে বসবাস করে। রাষ্ট্র কখনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখবে না। চালর্স ব্যজের ভাষায় বলা যেতে পারে ''জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা এর প্রতি কর্তব্য করার পেছনে মূল নির্দেশিকাই হচ্ছে এক যুক্তিবাদী উপলব্ধি যে অপর রাষ্ট্র ও একই কাজ করবে প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করবে। সেখানে সে অন্য রাষ্ট্রে বা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর স্বার্থ একেবারেই কর্তব্যের মধ্যে আনবে না। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখা যে কোনও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। যদিও কেনেথ ওয়ালজ-এর মত তাত্ত্বিকরা অবশ্য রুশোকে বাস্তববাদী বলে উল্লেখ করেছেন। ওয়ালজ এ রুশোকে বাস্তববাদী বলে অভিহিত করেছেন। ওয়ালজ বলছেন যে রুশো The state of war প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের যে ভূমিকার কথা বলেছেন, তা বহুলাংশে সাম্প্রতিক কালের বাস্তববাদীদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। রুশোর মতে, রাষ্ট্র সবসময় নিজের চেয়ে শক্তিশালী কোন প্রতিবেশী হলেই নিজেকে নিরাপত্তাহীন অনুভব করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণই প্রতিবেশীর চাইতে শক্তিশালী হওয়ার প্রচেষ্টার জন্য দায়ী। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রবণতা সবই হয় অন্য রাষ্ট্রের ক্ষতির বিনিময়ে। কোনও রাষ্ট্রের যদি নিজস্ব সীমানার বাইরে কোনও প্রয়োজন নাও থাকে, তাহলেও সে অবস্থানের নমনীয় ভাব রাখার জন্য অন্তহীনভাবে নতুন রাষ্ট্রের অনুসন্ধান করতেই থাকে। ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও তার দূরীকরণ প্রয়োজনে শক্তিসাম্যের প্রতিষ্ঠা সবই কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তববাদের উপকরণ হিসাবে স্বীকৃত কিন্তু রুশোর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশা এক্ষেত্রে যে সূত্র ধরে তা বাস্তববাদীদের থেকে পৃথক।

পরবর্তী বাস্তববাদীরাও যাকে সমর্থন করেছেন, এই শর্তগুলি হল—

1) রাষ্ট্রই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুখ্য কারক।

2) রাষ্ট্র এক সমগ্রতাপূর্ণ একক যেটি একই সরকারে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সমগ্রর অংশ মাত্র।

3) রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত, রাষ্ট্রীয় যুক্তি ও স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়। দেশীয় সম্পদ ও কৌশল কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র সর্বোত্তম স্বার্থ সুরক্ষা করে।

মনে রাখতে হবে বাস্তববাদ ও উদারনীতিবাদের পূর্বানুমান এক শুধু ব্যাখ্যা। বিশ্লেষন আলাদা।

	পূর্বানুমান	
	রাষ্ট্র = অন্যতম একক	
বাস্তববাদ	রাষ্ট্র = সার্বভৌম	উদারবাদ
	আন্তর্জাতিক সমাজ = নৈরাজ্যমূলক	

Creone (Thucylites) থুকিডাইটিসের প্রদত্ত ধ্রুপদী বাস্তববাদের চারটি বিশেষ দিক নির্দেশ করেছেন। সেগুলি হল—

1) Procedural Realism : বাস্তবাদের পদ্ধতিগত দিক থুকিডাইডিস কিন্তু শুধু পর্যবেক্ষণ করেননি বরং তার যুক্তি নির্ভর বিশ্লেষণ করেছেন।

2) Scientific Realism : বাস্তববাদের বৈজ্ঞানিক দিক থুকিডাইডিস বিজ্ঞান সম্মতভাবে Peloponnesian যুদ্ধের উদ্ভব ও বিকাশের বিশ্লেষণ করেছিলেন।

3) Ideological Realism : মতাদর্শগত বাস্তববাদের প্রেক্ষিতে তিনি সত্যকেই মতাদর্শ বলে মনে করেছিলেন তাই তিনি প্রকৃত অর্থেই বাস্তব সত্য নির্ভর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলেন।

4) Paradigmatic Realism : বিশ্লেষণগত পার্থক্যের বাস্তববাদ তিনি ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসারী তার ব্যাখ্যাকে Paradign shift বলা যেতেই পারে।

থুকিডাইডিসের ভাবশিষ্য ছিলেন কার ও মরগ্যানথাউ।

২.৪ সমসাময়িক বাস্তববাদ

কার 1916-1936 এই সময়ে ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রকের অফিসে কর্মরত ছিলেন 1936 এ তিনি পদত্যাগ করে তিনি Aberystaugth University তে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। 1939 এ তিনি Twenty year's crisis লেখার পর তাঁর এই লেখাকে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন মার্টিন হলিগ এবং স্টিভ স্মিথ। কার-এর মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য আসলে শেষ অবধি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুদ্ধ ও অশান্তির সৃষ্টি করেছে। লিগ অব নেশন প্রতিষ্ঠার পর প্রত্যাশা করা করেছিল যে হয়ত লীগ শান্তি স্থাপনের সহায়ক হবে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছিল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র অশান্তি ঠেকাতে যে কূটনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্যের প্রয়োজন ছিল সেটা কর্তৃত্ব সহমতের ভিত্তিতে গঠিত লীগের ছিল না। উদারনীতিবাদ যে সকল দাবি করেছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল যে হয়তো মুক্ত বাণিজ্য একটি সহযোগীতামূলক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সফল হবে। কিন্তু 1930 এর বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ মন্দার এই প্রত্যাশাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে। একই সাথে ক্ষমতালিপ্ত শক্তি লীগ অব নেশন-এর মতো প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাহ্য করে এবং সহমতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক আইনকে অগ্রাহ্য করে। যদিও আদর্শবাদে রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক আচরণ প্রত্যাশা করা হয় কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্র নিজ স্বার্থে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে আগ্রাসী হতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে যখন রাষ্ট্র যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে উঠল তখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝা গেল যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে গেলে কেবলমাত্র বাস্তব উপাদান ও কারণের নিরিখেই যথোপযুক্ত হবে। কারের মতে সর্বকালে সর্বত্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার নিয়ন্ত্রক শক্তি হল ক্ষমতা অর্জন ও ক্ষমতা সম্প্রসারনের ইচ্ছা, এই হচ্ছে প্রকৃত বাস্তব। দুর্বল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সবল রাষ্ট্র শক্তির আস্ফালন আন্তর্জাতিক রাজনীতির খুবই এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় শক্তি অসম ও অনিয়ন্ত্রিত পরিমন্ডলে নিরাপত্তা সুরক্ষার ও পররাষ্ট্রনীতির সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় শক্তি ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ করতে হবে। তাহলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় শক্তি কি করে বজায় থাকে? এর উত্তরে কার বলেছেন যে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যেমন ক্ষমতাবান গোষ্ঠী নিজস্ব নিরাপত্তা ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে তেমনই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিবান রাষ্ট্রগুলি নিজস্ব ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য শান্তির কথা বলে থাকে। যেহেতু যৌথ নিরপত্তা ব্যবস্থার শেষ পর্যন্ত প্রভুত্বকারী রাষ্ট্রগুলি প্রভুত্ব অটুট থাকে তাই যেহেতু শক্তি সাম্যর নীতি যুদ্ধ ও শান্তির সময় বেশি কার্যকরী বলে কার মনে করেন। কারের মতে যৌথনিরাপত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপই আদতে পতনের কারণ।

কার সাম্প্রতিক বাস্তববাদের প্রারম্ভিক পর্বের প্রবক্তা হলেও বাস্তববাদের মূল প্রবক্তা হিসাবে Hans J. Morgenthan এর নাম করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মরগ্যানথাউ 1948এ Politics among nations. বই-এর মধ্য দিয়ে বাস্তববাদী তত্ত্বের নতুন আখ্যান উপস্থাপন করেন।

২.৫ হান্স জে মরগ্যানথাউ ও সমসাময়িক বাস্তববাদ

মরগ্যানথাউ-এর মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিজ্ঞান তৈরি হবে বাস্তবজীবনের ঘটনাবলীর পরম্পরার মাধ্যমে ও সদর্থক নিয়ম বিজ্ঞান (Positive Methodology) এর যথোপযুক্ত প্রায়োগিক প্রকৌশলের দ্বারা। বাস্তব অভিমুখী স্বতন্ত্র ও অভিজ্ঞতালব্ধ

সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত তত্ত্বকেই আদতে প্রকৃত তত্ত্ব বলে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুবিধা হল এই যে, এখানে ব্যাখ্যার উপযুক্ত এক বাস্তব আছে এবং বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ও এক যুক্তিপূর্ণ সারবত্তা আছে যা তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অপূর্ণতা আদলে মানবীয় চরিত্রর অপূর্ণতাই প্রতিফলিত করে। তাঁর মতে নৈরাজ্যমূলক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থের সহমতেই প্রকৃত চালিকা শক্তি স্থাপন হয়। এখানে নৈতিকতার কোনও জায়গা নেই। বাস্তববাদ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের আগে জাতীয় শক্তি সম্পর্কে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন, এবং তার মতে জাতীয় শক্তি বেশ কিছু আন্ত:নির্ভরশীল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। যেগুলি অলিভার ডেডো খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এগুলি হল—

প্রথমত : তাঁর মতে জাতীয় শক্তি নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর। যেখানে রাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থান ও আয়তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দ্বিতীয়ত : রাষ্ট্রীয় সামর্থ্য শুধুমাত্র সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয় বরং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য সম্ভার ও কাঁচামালের উপরও নির্ভর করে কারণ এগুলি থাকলেই রাষ্ট্র স্বনির্ভরতা অর্জন করে যা রাষ্ট্রের অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা হ্রাস করে।

তৃতীয়ত : শুধুমাত্র কাঁচামাল থাকলেই হবে না, বরং প্রয়োজনে তাকে বিক্রয় জাত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিল্প পরিকাঠামো প্রয়োজন।

চতুর্থত : রাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে উপযুক্ত মাত্রায় সামরিক শক্তি ও তার ক্ষিপ্রতা প্রয়োজন।

পঞ্চমত : জাতীয় শক্তি রাষ্ট্রের মানবীয় সম্পদের যোগ্য সংগত রাষ্ট্রকে প্রকৃত শক্তি হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠত : মানব সম্পদ থাকলে শুধু হবে না তাদের স্বজোগ্য বোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

সপ্তমত : জাতীয় নৈতিকতা স্থির হবে বৈদেশিকনীতি ও আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক যুদ্ধ বা শান্তির দ্বারা পরিগণিত হবে

অষ্টমত : শুধু রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেই হবে না বরং তার গুণগত মান সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নবমত : জাতীয় শক্তি নির্দ্ধারণে কোনও প্রকার সরকার ক্ষমতাশীল ও তা কিভাবে সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি নীতিগুলো স্থিরিকৃত করে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মরগ্যানথাই এর মতে জাতীয় শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই জাতীয় শক্তি তখনই অর্থপূর্ণ হবে যখন তাতে এই ছয়টি বাস্তববাদী নীতি প্রযুক্ত হবে তার পূর্বে নয়। এই নীতিগুলি হল নিম্নরূপ —

ক) **রাজনীতির উৎস হল মানবীয় প্রকৃতি :** জ্যাক ডনেলি বলেছেন Human nature is the starting point for realism অর্থাৎ মানবীয় প্রকৃতি ও চরিত্রের মধ্যে নিহিত আছে বহু নির্ভর বিধি (Objective low) এই বিধি অনুযায়ী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয় যার মধ্যে আছে স্বার্থপরতা, আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা ইত্যাদি মানুষ রাষ্ট্রে গঠনীয় উপাদন এবং রাষ্ট্র চরিত্র বস্তু নির্ভর -নিয়মগুলি প্রতিফলিত করে। মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের সর্বদাই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আচার আচরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

খ) **বৈদেশিকনীতি নির্দ্ধারিত হবে নির্দ্ধারিত শক্তির ভিত্তিতে :** রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ হল ক্ষমতার অনুশীলন ও অন্বেষণ জাতীয় স্বার্থর ধারণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির সাথে যুক্তির যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নীতি ও সাফল্যের বিচার করতে হলে দেখতে হবে নীতিটি স্বাভাবিকভাবে তার উদ্দেশ্য পূরনে কতখানি কার্যকর

হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাহ্য নৈতিকতা, বুদ্ধি ও বোধের গুরুত্ব অনেক বেশি। শুধুমাত্র মহত্ব ও নৈতিকতার ভিত্তিতে কোনও নীতির সাফল্য বিচার করা যায় না।

গ) রাষ্ট্র ব্যক্তির মতই আত্মকেন্দ্রিক, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যেকার স্বার্থ রাজনীতির আভ্যন্তরীণ ও আন্তদেশীয় ক্ষেত্রে সমাপতিত করে। মরগ্যানথাউ মনে করেছেন ক্ষমতা শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয় বরং সামাজিক সম্পর্কের সর্বক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ ক্ষমতার দ্বারাই মনস্তাত্বিকভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়। তেমনি কেউ ক্ষমতার অলিন্দে কাজ করলে তাকে উপযুক্ত পুরষ্কারও দেওয়া হয়। বর্তমানে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাজনীতিতে দুটি বিষয় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে স্বার্থ ও ক্ষমতা।

তৃতীয়ত : রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তনশীল। কিন্তু অপরিবর্তিত রাষ্ট্র ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি স্থান ও কালের উপর নির্ভর করে তার পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অপরিবর্তিত যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং কৌশলগত পরিমন্ডলের মধ্যে পররাষ্ট্র প্রাণিত হয়, তার স্বার্থের চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে করে।

চতুর্থত : মরগ্যানথাউ বলছেন রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সূত্র হল রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং আচার ও আচরণের সাথে নৈতিক ফলাফলের প্রশ্নটি সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সর্বদা সর্বকালীন নৈতিক নীতিগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিটি জাতি এবং রাষ্ট্র নিজের আচার আচারণ ও আশা আকাঙ্খাকে একটি নৈতিক মাত্রা (ethical vision) এ প্রদানের চেষ্টা করে। এর অর্থ হল কোন কোন সময় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আচার-আচারণ ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নৈতিকতা সংক্রান্ত ধ্যানধারণার অনুশীলন ও অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এভাবে রাষ্ট্র নিজেকে বিজ্ঞান ও দূরদর্শীরূপ বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করতে পারে।

পঞ্চমত : মরগ্যানথাউ এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, সার্বজনীন ধারণাগুলি কখনই রাষ্ট্রের আচার-আচরণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নির্ভর যোগ্য নির্দেশক হতে পারে না। রাষ্ট্রগুলি যখন কোনও সার্বজনীন নীতির কথা ব্যক্ত করে তখন তারা আসলে এদের বিশেষ বিশেষ জাতীয় নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলে। বাস্তবে রাষ্ট্রগুলি তাদের আচার আচরণের বৈধতা ও মর্যাদা প্রদানের জন্য নীতির ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে।

ষষ্ঠত : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও বিষয়ের সাথে অন্যান্য ক্ষেত্র ও বিষয়ের পার্থক্য অত্যন্ত পরিস্কার। অন্যান্য বিষয় বলতে অনেক বিষয়ই হতে পারে যেমন অর্থনীতি, আইন, দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদি। বুদ্ধিগত দিক থেকে অর্থাৎ বৌদ্ধিক চর্চার বিষয়রূপ রাজনৈতিক ক্ষেত্র যে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্র যে সম্পর্ক কোনও সংশয় নেই। সুতরাং এখানে রাষ্ট্রের আচার আচরণের বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট নিরিখ বা মানদন্ড এবং পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। এভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতার তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। মরগ্যানথাউ এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অন্য বিষয়ের তুলনায় স্বতন্ত্র তার মতে ক্ষমতা বিশ্লেষণে নিমজ্জিত বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল প্রশ্ন হল ক্ষমতা কিভাবে আন্ত রাষ্ট্র সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করে এবং কোন পদ্ধতিতে শেষ অব্দি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় স্বার্থ কতটুকু চরিতার্থ হয়?

২.৬ সমসাময়িক বাস্তববাদের তাত্ত্বিক অবসান

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বিশেষ মুহর্তের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাস্তববাদের আর্বিভাব ঘটেছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতার রাজনীতির আস্ফালন আদর্শবাদকে বিসর্জন দিয়ে এক নৈরাজ্য পূর্ণ ব্যবস্থায় নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছিল। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে তার সুদৃঢ় প্রসারী প্রভাব ঠান্ডাযুদ্ধের সময় অবধি ছিল।

তাছাড়া এই পর্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সামরিক নিরাপত্তা নির্ভর আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামো গঠন বাস্তববাদকে তাত্ত্বিক মহলে জনপ্রিয় করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বাস্তববাদ সেই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের বিশ্লেষণের স্তর নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরিস্থিতি উদ্ভবে জন্য এতদিন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দোষারোপ করা হত কিন্তু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে তা কিন্তু এতদিন আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কারণ ব্যক্তির মতো রাষ্ট্র ও সমাজকে হিংসার উপাদান হিসেবে এতদিন কেউ বিশ্লেষণ করেননি, বরং রাষ্ট্রকে নৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে বার বার কেন্দ্রীয় বিষয় হল ক্ষমতার ধারণা। বাস্তববাদীদের মতে ক্ষমতা হল একটি বহুমুখী বিষয় যা সাময়িক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক শক্তির যোগফলকে বোঝায়। ক্ষমতা সম্পর্কিত বিকল্প ধারনা রাষ্ট্রের আন্ত সম্পর্কের গতি প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে নির্দ্ধারিত হয়। রাষ্ট্রের প্রভাব সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল ক্ষমতাকে বোঝা সম্ভব রাষ্ট্রের আচরণগত প্রতিক্রিয়া মধ্যে দিয়ে। যদিও রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্দ্ধারণকারী একটি নিদ্ধারকের মধ্যে কোন উপাদানের গুরুত্ব কখন কত বেশি হবে সে বিষয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য উপাদান যেমন ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, প্রযুক্তি ও কূটনৈতিক উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়েও তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদ বিদ্যমান। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে সাময়িক উপাদান অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিমাপের অন্যতম উপাদান হল জাতীয় আয়।

বাস্তববাদের অন্যতম পূর্বানুমান হচ্ছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতির মূল পার্থক্য হল বহুমত বিন্যাসের চরিত্র। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেহেতু কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসক। কর্তৃপক্ষ নেই তাই এর চরিত্র নৈরাজ্যমূলক। তাই রাষ্ট্রগুলি মধ্যে কার আন্ত:সম্পর্ক অবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিবেশ সদা বিদ্যমান। এই নৈরাজ্যমূলক প্রকৃতির কারণেই আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকলেও দেশীয় নেতৃবর্গের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাবিত করার সুযোগ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায় নেই বললেই চলে। আসলে ক্ষমতার ভিন্নতার ফলে এক ধরনের নৈরাজ্যের উদ্ভব হয়। একই কারণে স্তরবিন্যস্ত কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি একটি বড়ো কারণ। এই নৈরাজ্যমূলক পরিবেশে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা নয় বরং আত্মনির্ভরশীলতার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসলে রাষ্ট্রের অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা এক প্রকার গুরুত্ব ও নির্ভরতা তৈরি করে সম্পর্ক তৈরি করে যা রাষ্ট্রে সাবলম্বী ও সামর্থ্যবান হবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কারণ অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতায় মধ্যে দিয়েই অসাম্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নৈরাজ্যের চিত্রটি আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই রাষ্ট্রীয় আন্তনির্ভরশীলতা এগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রায় অসম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণত ধারাবাহিকতার ধারণাকে গুরুত্ব দেয় যদিও পদ্ধতিগত বিষয় কি হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। আসলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার বৈষম্য আদতে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক পরিবর্তনে বিষয়টিকেও নির্দেশ করে।

সমসাময়িক বাস্তববাদী তত্ত্বের সমালোচনা : সমসাময়িক বাস্তববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে মূল সমালোচনা গুলি হল নিম্নরূপে যদিও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল প্রাধান্যকারী তত্ত্ব রূপে বাস্তববাদ প্রাধান্য পেলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে নানা প্রকার বহুমুখী সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

প্রথমত : ঠান্ডাযুদ্ধের ঠিক কিছু পূর্বে যেন দুই যুযুধান শক্তি নিরস্ত্রীকরণের সাথে অগ্রসর হল। কেন দ্বিমেরু প্রবণ পৃথিবীতে গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি আকর্ষিত হল, কোন পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিকনীতি সাময়িক কূটনীতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল সে বিষয়ে বাস্তববাদীরা কোনও সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক বাস্তববাদ তত্ত্বের নিরিখে ভবিষ্যৎ স্রষ্টার ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা হলেও আদতে কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যবস্থার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে বাস্তববাদ সক্ষম হল না। রাজনৈতিক বাস্তববাদ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কেও মূল কারণ বলে কল্পনা করলেও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালিত হল ক্ষমতার রাজনীতিকে কেন্দ্র করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয়ত : অনেকে বাস্তববাদকে যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট বলে প্রতিপন্ন করেছেন। কারণ রাজনীতি ও ক্ষমতা কিন্তু সমার্থক নয়। ক্ষমতার প্রকৃত অর্থে মানুষের মৌল প্রবৃত্তি আদতে বলা যা কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ক্ষমতা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য সাধনের উপায় এবং ক্ষমতার গুণগত মান ও পরিমাণ ও ভীষণভাবে উদ্দেশ্য নির্ভর। ক্ষমতা নয় উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ও উপাদানের মধ্যে পার্থক্য সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তববাদ করতে অসমর্থ। তাছাড়া ক্ষমতা আদতে একটি মনস্তাতিক উপাদন যা নিয়ে জাতীয় সমর্থ দেশীয় বাস্তববাদীদের মধ্যে বিস্তর তর্ক বিতর্ক আছে।

চতুর্থত : মরগ্যানথাউ অত্যন্ত বেশি মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) তত্ত্ব এবং আলোচনা পদ্ধতি (Methodology) এর উপর। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোনও সার্বজনীন সূত্র কি নির্ধারণ করা যায়।

পঞ্চমত: মরগ্যানথাউ এর তত্ত্বের প্রধান কারক হিসাবে রাষ্ট্রকে দেখা হয়েছে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে জাতিরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য শক্তি বা কারক আছে যা ক্রমশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মরগ্যানথাউ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, কিন্তু সচেতনতার কোনও প্রতিফলন তাঁর লেখার মধ্যে ধরা পড়েনি।

ষষ্ঠত : মরগ্যানথাউ তাঁর তত্ত্বে আর্থ সামরিক উপাদান গুলি এত বেশি অতিরঞ্জিত করেছেন যে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিষয় অবহেলিত থেকে গেছে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বর্হিদেশীয় নীতির মাধ্যমে খানিকটা যোগ আছে।

সপ্তমত : ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারণার অতিমাত্রিক প্রয়োগের ফলে বাস্তববাদী তত্ত্বে অনেক অপ্রশাসনের বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া অনেকে সরাসরি অভিযোগ করেছেন যে বাস্তববাদী তত্ত্ব পরিবর্তন অপেক্ষা বিদ্যমান পরিস্থিতি সংরক্ষণে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাস্তববাদে রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বার্থকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হওয়া বাধ্য যে পররাষ্ট্রনীতি যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, অথচ বাস্তবে সকল উপাদান যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। একথা মনে রাখতে হবে যে বৈদশিকনীতি আভ্যন্তরীণ রাজনীতির থেকে উপযুক্ত বিষয় নয়, সমকালীন গণতন্ত্রের পরিমণ্ডলে কেউই তার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা অনুসরণ করে ক্ষমতার রাজনীতি অনুসরণ করতে পারে না। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর দাবীর ফলে রাষ্ট্র যখন নির্দেশটি প্রণয়ন করে তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী তার দাবি দাওয়া ও আশা আকাঙ্খা সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী হয়। তাই রাষ্ট্রীয় আচরণ শুধু রাষ্ট্রীয় সামর্থ নয় আরও বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

২.৭ বিংশ শতাব্দীর নয়াবাস্তববাদ

দ্বিতীয়াদ্ধের শুরু থেকে পরিস্থিতি ও অথনৈতিক পরিমন্ডলে অর্থনেতিক উপাদানের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। তাছাড়া মরগ্যানথাউ-এ বাস্তববাদী তত্ত্বে জাতিরাষ্ট্রকে যে একমাত্র কারক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল তার ভূমিকায় কেন্দ্র করে অতিমাত্রায় বিতর্ক হতে শুরু করে। তাছাড়া 1970 এর দশকের উদ্ভুত পরিমন্ডলে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসঙ্কট ও কিউবান মিশাইল সঙ্কটের যথার্থ বিশ্লেষণে বাস্তববাদ ব্যর্থ হয়। আসলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনীতির গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অপরিনামদর্শীতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত আর্থ রাজনৈতিক পরিমন্ডলের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য অরাষ্ট্রীয় কারকের ভূমিকাকে বাস্তববাদী তত্ত্বে অন্তর্গত করতে না পারার কারণে যে সমালোচনা শুরু হয়েছিল তার থেকে উত্তরনের উদ্দেশ্যে নয়া বাস্তববাদের উদ্ভব হয়েছিল। 1973 এর মধ্যপ্রাচ্যে আরব উপসাগরে যুদ্ধের পরিমন্ডলে বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় এক সঙ্কট শুরু হয় এবং বোঝা যায় তেল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৃহৎ নির্দ্ধারকের ভূমিকা নেবে। এই পরিস্থিতির বাস্তব সম্মত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যেই নয়াবাস্তববাদ ব্রতী

হয়। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন কেনেথ ওয়ালজ ও থমাস শেলিং। ওয়ালজ 1979 সালে রচনা করেন Theory of International Politics বইটি। ওয়ালজ সমসাময়িক ও ধ্রুপদী বাস্তববাদের পরিদর্শন ও সংস্কারের মাধ্যমে নতুন অধ্যায় বাস্তববাদকে উপস্থাপিত করেন। এই ধারণাটিকে কাঠামোগত বাস্তববাদ বা (Structural Realism) বলা হয়। 1959 সালে লেখা The state and war বইটিতে তিনি সমসাময়িক ও প্রথাগত বাস্তববাদের সমালোচনা ও সংশোধনে উদ্যোগী হন। ওয়ালজ এর মতে নব্য বাস্তববাদ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার একটি অখন্ড ব্যবস্থা হিসাবে। তাঁর মতে বিশ্ব রাজনীতির গতি প্রকৃতি নানা নতুন কারককে অবলম্বন করে নতুন স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির জ্ঞাত যেসব পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার বেশিটাই কাঠামোগত তাই একে কাঠামোগত বাস্তববাদ ও বলা হয়ে থাকে। Theory of International Politics এ ওয়ালজ বাস্তববাদের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ওয়ালজ এর মতে প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগুলি ব্যবস্থা পর তত্ত্ব বা মার্কসীয় তত্ত্ব ও সেই সূত্রে সংকীর্ণবাদী। এই তত্ত্বগুলি মূলত কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছে। কিন্তু তারা কখনই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা কাঠামোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এই প্রেক্ষিতে নয়া বাস্তববাদের দুটি বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি হল রাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার যে সূত্রপাত সাবেকী বাস্তববাদীরা করেছিলেন তাকে একটি কাঠামোগত ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক বাস্তববাদ যেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে ব্যাখ্যাটি যে রাজনৈতিক ও সাময়িক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে করতে দেখা যায় সেখান থেকে সরে এসে অর্থনৈতিক বাস্তবতার যুক্তিতে বাস্তববাদকে ব্যাখ্যা করা। ওয়ালিজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তিনটি উপাদানের কথা বলেছিলেন :

ক) ব্যবস্থার শৃঙ্খলার নীতি (The ordinary Pinciple of the System) : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেহেতু নীতিগত ভাবে নৈরাজ্যমূলক এবং সেখানে কোনও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের উপস্থিতি নেই, তাই উদ্ভুত বিশৃঙ্খল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় নির্দেশক নীতিরূপে পরিগণিত হয়েছে। এই কারণেই সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক বা আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে, যা বিশৃঙ্খল অবস্থায় অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে একথা ও ঠিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কে যতই অপ্রীতিকর হত পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক না কেন শেষ পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে রাষ্ট্রগুলি ব্যাহত থেকেছে। কারণ প্রতিটি রাষ্ট্রে কিছু আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। তাই কূটনৈতিক রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থাকলেও এক প্রকার সংযম বিদ্যমান এই পরিবেশে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি রাষ্ট্রের ভূমিকার কেবল স্বার্থের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর অর্থ হল এটাই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সাথে যে একটি কাঠামো রয়েছে তার সদর্থক ভূমিকা আছে। ওয়ালজ বললেছে এই কাঠামোটি আদতে একটি শক্তি রচনা কাজ করে যা এর উপাদানগুলি ভূমিকার সুরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে উপাদান হল মূলত রাষ্ট্রীয় উপাদান।

২) ব্যাবস্থার এককের চরিত্র (The character of the unit in the system) : ওয়ালজ এর মতে আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবস্থার এককগুলির চরিত্র সাধারণত একই রকম। রাষ্ট্রগুলি তাদের মধ্যে যতই গগ ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবস্থা গগ গগ আন্তর্জাতিক মানও তাদের আচার আচরণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঠান্ডাযুদ্ধের পর্ব বিদ্যমান দুই শিবিরে দুই প্রধান রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অদ্ভুতভাবে আচরণ ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। একই সাথেই উভয়েই নিরাপত্তাহীনতার কারণে যারপরই উভয়পক্ষ সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধিতে গগ হতে দেখা গেছে।

৩) ব্যবস্থার এককগুলি মধ্যে সমতার তত্ত্বের সামর্থ্যের বণ্টন (the distridution as the capabilites of the units in the system) : কৌশলগত সুবিধা অর্জনের জন্য প্রতিটি রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়, আসলে ছোট বড়ো নির্বিশেষে প্রতিটি রাষ্ট্রই বিশদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই গগ হয়। তাই রাষ্ট্রের কাছে অন্যান্য সকল কাজের তুলনায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে প্রতিটি রাষ্ট্রকে তৎপর হতে হয়। গগ তার আলোচনায় নয়া বাস্তববাদের চারটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এগুলি হল যথাক্রমে

1) রাষ্ট্র কেন্দ্রিকতা, 2) উপযোগী গগ নীতি 3) দৃষ্টবাদের গগ এবং 4) কাঠামোবাদী গগ উপস্থিতি। ওয়ালজ এর মতে রাষ্ট্র যত বৈপ্লবিক বা সমাজতান্ত্রিক গগ কেন ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রতিটি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং এই ধারণাটি চলে আসছে গগ শতাব্দী জুড়ে গগ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিমণন্ডলে পরিবর্তন সত্বেও রাষ্ট্রের বর্হিদেশীয় নিয়মটি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। একথাও ঠিক যে, আন্তর্জাতিক পরিবেশে গগ রাষ্ট্রকে একই রকম কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য করলেও তাদের নিজেদের মধ্যে সামর্থের বৈষম্য এত প্রবল যে শেষ পর্যন্ত শক্তি সাম্যের গগ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে ওয়ালজ চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছিল Nato চুক্তির পর। এই চুক্তিই ওয়ালজ এরমতে দ্বিমেরুপ্রবণ বিশ্ব ব্যবস্থা ঠান্ডাযুদ্ধের সময় বিশ্ব শান্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ওয়ালজ মনে করেছিলেন যে শক্তিসাম্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রাধান্যকারী নীতি হিসবে থেকে গেল তা একবার প্রতিষ্ঠিত হলেই যে তা চিরস্থায়ী হবে তার কোনও অর্থ নেই বরং চূড়ান্ত নৈরাজ্য ও ক্ষেত্র বিশেষ গগ শক্তি সাম্যেরনীতি কোনও না কোনভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে এটা মনে করাই হল কারণ নেই এককাংশ মত মেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা গগ দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর অনাস্থাশীল ছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার গগ সাথে সাথ মার্কিন নেতৃত্বে যে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল তা কিন্তু ওয়ালজ এর বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। এখানে কাঠামোগত তত্ত্ব গগ সমসাময়িক বাস্তববাদী তত্ত্বের মতই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল এবং একই ধরনের বিশ্লেষণের গগ দোষে দুষ্ট হয়েছিল।

সাবেকি ও সমসাময়িক ও নয়াবাস্তববাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য মরগ্যানথাউ যে সমসাময়িক বাস্তববাদের গগ নয়া বাস্তববাদী ধারণার কিছু পার্থক্য আছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১) মানব প্রকৃতি সম্পর্কে সমসাময়িক বাস্তববাদী ও নয়াবাস্তববাদীকে ধারণাগত পূর্বানুমানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান সমসাময়িক বাস্তববাদীরা যেভাবে মানব প্রকৃতি আলোচনা করেছেন সেক্ষেত্রে নয়াবাস্তববাদীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছেন এত বেশি যে মানব প্রকৃতি নিয়ে তাদের আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত। সাবেকি বাস্তববাদের মানব প্রকৃতিতে নৈরাজ্যমূলক আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তার নেতিবাচক ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু নয়াবাস্তববাদী গগ স্বতন্ত্রভাবে মানুষের কোনও ভূমিকার কথা সেই অর্থে স্বীকার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক কাঠামো রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারণকারী গগ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ব্যবস্থা নিয়ে গগ বিদেশ ভূমিকা পালনকারীরা স্বতন্ত্র কোনও ভূমিকা নেই।

২) সমসাময়িক বাস্তববাদের ক্ষমতা বলতে মূলত সাময়িক সামর্থ্যকে বোঝায়। ওয়ালজ ক্ষমতাকে আলোচনা করেছেন রাষ্ট্রে সামগ্রিক যে ক্ষমতা তার যোগফলের নিরিখে। সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রের নির্ধারিত হয় তার সামর্থ্য অনুযায়ী।

৩) ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রমাণ বাস্তববাদী ও নয়াবাস্তববাদীদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষণীয়। ক্ষমতার ভারসাম্য ধার রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বিশেষ ভূমিকা থাকে বাস্তববাদীদের মতে। ক্ষমতা হল সচেতন প্রয়াসের উদ্যোগ এবং ভারসাম্য স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ওয়ালজের মতামত অনুযায়ী ক্ষমতার ভারসাম্য রাষ্ট্র পরিচালকদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যবাদী পরিমণ্ডলে ক্ষমতার কাঠামো ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ নির্দ্ধারকের ভূমিকা পালন করে।

৪) সমসাময়িক বাস্তববাদের প্রেক্ষিতে ক্ষমতা রাজনীতির নিরিখে আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু ওয়ালজ রাষ্ট্রের মধ্যকার আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাময়িক সামর্থ্যর উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এর ফলে আর্থ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে তাকে খানিকটা সচেতনভাবে অগ্রাহ্য করেছেন।

নয়াবাস্তববাদের সমলোচনা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যদি বাস্তববাদেরর উদ্ভবের প্রেক্ষিত হয় তাহলে নয়া বাস্তববাদ গড়ে উঠেছিল রুশো মার্কিন ঠান্ডাযুদ্ধের বাতাবরণে, নয়াবাস্তববাদে সমালোচনা অনেকেই করেছেন কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল। অ্যান্ড্রু লিনকার গগ, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এবং ক্রিজ ব্রাউনের মত তত্ত্বকারেরা এই সমালোচনাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত : ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের তাত্ত্বিকদের মতে নয়াবাস্তববাদীরা যেভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামোগবাদী ধারণার গঠন করেছেন যাতে কারক বা বিষয়ীর কোনও ভূমিকা নেই। কাঠামোতে ব্যক্তির কোনও ভূমিকা নেই। আসলে কাঠামোর নামে নয়াবাস্তববাদীরা প্রভুত্বকে স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত : ক্রিজ ব্রাউন মনে করেন যে ওয়ালজ যে এক শৃঙ্খলসম্পূর্ণ নৈরাজ্যমূলক ব্যবস্থা করা গগ বিদ্যমান নৈরাজ্যমূলক ব্যবস্থার শ্রেয় বলে মনে করেছেন। তিনি নতুন তত্ত্ব গঠন আগে সমসাময়িক বাস্তববাদের উদ্ভুত সমস্যার গগ সমাধান অনেক বেশি ব্রতী হয়েছিলেন।

তৃতীয়ত : আদতে নয়া বাস্তববাদ মার্কিন অধিপত্যবাদের কাঠামোকে বিশ্বজনীনভাবে উপস্থাপিত করতে এসে আদতে ধর্মতন্ত্রের মার্কিন কাঠামোর বিশ্বজনীন বৈধতাদানের মধ্যে দিয়ে তাকে সংরক্ষণ ব্রতী হয়েছে।

চতুর্থত : 1995 এ 'New Realism in Theory and Practice' প্রবন্ধে অ্যান্ড্রু মিনকার গগ তিনটি দিক থেকে নয়াবাস্তববাদের সমালোচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল এই যে ওয়ালজ কারক ও কাঠামোর মধ্যে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে রাষ্ট্রের কাঙ্খিত ভূমিকা কি সে নিয়ে এই তত্ত্ব নীরব, তাছাড়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থানীয় এর ও পরিবর্তন হয়। বর্তমান রাষ্ট্র সাময়িক বিস্তারে অপেক্ষা অর্থনৈতিক বিস্তারে বেশি আগ্রহী কারক যুদ্ধের গগ প্রযুক্তিগত কারণে অনেক হয়েছে।

পঞ্চমত : নয়াবাস্তববাদের গগ সুষ্ঠ ও নৈরাজ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চালিকা শক্তি, এক্ষেত্রে নীতিবোধ ও সাংস্কৃতির পরিমন্ডলে তা এক বিশেষ ভূমিকা আছে নয়াবাস্তববাদীরা তাকে অগ্রাহ্য করেছেন। এছাড়া নৈরাজ্যে ও যে সহযোগীতা তৈরি হতে পারে, জাতিপুঞ্জের জন্ম তার প্রমাণ। তাছাড়া কিউবার গগ সঙ্কটের ক্ষেত্রের মধ্যে মার্কিন-রাশিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ষষ্ঠত : অতিমাত্রায় ক্ষমতাও ক্ষমতার ভারসাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপের করবে এই তত্ত্ব আদতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বা সম্পর্কের মূল পরিবর্তনগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আদর্শের ভূমিকা জাতীর স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি গ প্রয়োজনীয় সে নিয়ে কোনও আলোচনা এই তত্ত্ব করেনি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে একটি আদর্শগত অঙ্গীকার আছে গগ কেন্দ্রিকতার বাইরে প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে নয়াবাস্তববাদ এই বিকল্পের কথা মানতে একেবারে রাজী নয়। এটা ঠিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ব্যাখ্যায় বাস্তববাদের যে চিরায়ত প্রসঙ্গ আছে তা অনস্বীকার্য, কিন্তু গগ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দিকে অস্বীকার না করেও তারা এই পরিবর্তন ব্যাখ্যায় কোনও পরিবর্তিত দৃষ্টভঙ্গি প্রদান করেননি। বরং এক্ষেত্রে তারা পূর্বানুমানগুলি অর্থাৎ ক্ষমতা সৃষ্টি, ক্ষমতার ভারসাম্য অনেকেই গগ আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন।

২.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১। নিম্নলিখিত বিষয়ে উত্তর দাও।

ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মুখ্য তত্ত্ব কি কি ? আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদের তত্ত্ব হিসাবে তাৎপর্য কি?

খ) নয়াবাস্তববাদ কিভাবে বাস্তববাদের সংশোধন ও পরিমার্জন করেছিল তা ব্যাখ্যা কর?

গ) মরগ্যানথাউ প্রদত্ত বাস্তববাদের মূল প্রস্তাবগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর?

ঘ) ধ্রুপদী বাস্তববাদের কোনও সীমাবদ্ধার ফলে সমসাময়িক বাস্তববাদের উৎপত্তি হয়েছিল এবং কোন প্রেক্ষিতে তা প্রাসঙ্গিক ছিল।

ঙ) কেনেথ ওয়ালজ প্রদত্ত নয়া বাস্তববাদের মূল বক্তব্য সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক টিকা লেখ?

চ) বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তববাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের ক্ষেত্র কি কি? নয়া বাস্তববাদ বাস্তববাদ কোন কোন মূখ্য সমালোচনাগুলিকে হাতিয়ার করে বিকশিত হয়েছিল।

২.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Baylis, John., & Smith, Steve. (2001). *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.

ii. Daddow, Oliver. (2013). *International Relations Theory: The Essentials*. Sage.

iii. Jackson, Robert., & Sorensen, George. (1999). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford University Press.

পাঠক্রম : 2.1

Unit-3

ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক তত্ত্ব
Systems Theory and Decision Making

বিষয়সূচী :

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গী

- **২.৩.১ শক্তিসাম্য ব্যবস্থা (Balance of Power System)**
- **২.৩.২ অসংলগ্ন দ্বিমেরু ব্যবস্থা (Loose Bipolar System)**
- **২.৩.৩ সুদৃঢ় দ্বিমেরু ব্যবস্থা (Tight Bipolar System)**
- **২.৩.৪ বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (Universal International System)**
- **২.৩.৫ সোপানতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Hierarchical System)**
- **২.৩.৬ ইউনিট ভেটো ব্যবস্থা (Unit Veto System)**

২.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী (Decision Making Theory)

২.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

২.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এক এককটি পড়লে জানা যাবে—

(ক) কাপলানের ব্যবস্থা বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি ও

(খ) সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

২.২ ভূমিকা

আন্তজার্তিক রাজনীতি চর্চার গতি, প্রবণতা ও সময়কাল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এমনি এক ধারণা প্রণালীতে বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা Morton Kaplan ব্যবস্থা বিশ্লেষণ তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেছেন। এই তত্ত্বের ছয়টি মডেলের কথা তিনি বলেছেন। আন্তর্জাতিক

সম্পর্ক মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্যে ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া দ্বারা গঠিত—এই প্রক্রিয়ার পিছনে যে চালিকাশক্তি কাজ করে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব। রিচার্ড স্নাইডার, হার্বার্টি সাইমন প্রমুখেরনাম এই তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নীতি নির্ধারণের মূল স্তম্ভরূপে দেখা হয়।

২.৩ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গী

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে কিছু কিছু ধারণা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বা প্রণালী (system) এরকমই একটি ধারণা, প্রণালীগত বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূখ্য প্রবক্তা হলেন মর্টন কাপলান (Morton Kaplan) তার 'System and Process in International Politics' গ্রন্থটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ তত্ত্বটি সবিস্তারে আলোচনা করেন। কেমন করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তনের মধ্যেও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বজায় থাকে, তাকেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কাপলাম।

বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র মিলে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং তারা সকলে নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত এই ধারণাকে অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে আলোচনা করতে হবে। নানা কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ, নির্ভরশীলতা, আদান-প্রদান এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র থেকে অথবা রাষ্ট্র সমূহের পরিমন্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। ক্ষুদ্র বামাঝারি রাষ্ট্র, অনুন্নত বা উন্নয়ণশীল রাষ্ট্র, শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির উপর বহু অংশে নির্ভরশীল। বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে গেলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতেই হয়। অপরদিকে উন্নতদেশগুলিও নানা কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলির মুখপেক্ষী। তাই বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা একটি বাস্তব সত্য।

এক শতক বা তারও অধিক কাল আগে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি যে অবস্থায় ছিল সেই চিত্র মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা সম্পর্ক আলোচনা করতে যাওয়া নিষ্ফল। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে বহু আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছে। যদি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বলতে কোনও ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা বোঝানো হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক সংগঠনগুলি তার বিরোধী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করছে। কোনও অতি বৃহৎ শক্তিও আজ ব্যবস্থার বাইরে থাকা কল্পনা করতে পারে না।

মর্টন কাপলান বলেছেন—রাষ্ট্রনীতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, রাষ্ট্রনীতি যে সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তাদের একটা ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা। তার কারণ হল এই যে, এই উপাদানগুলি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক যুক্ত। এই উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করে না, ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করে।

ব্যবস্থাটি যে সব উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত এবং যারা নিজেদের মধ্যে কার্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাদেরকে 'চল! (variable) বলে। এদের কাজকর্মকে আচরণ বলে অভিহিত করা হয়। ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ তত্ত্বের প্রবক্তারা দাবি করেন যে এই চলগুলির আচরণের মধ্যে নিয়মানুগতা আছে। রাজনীতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে যে সব 'চল' আছে তারা একটি নিয়মানুগ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। উপরন্তু এরা বাইরের 'চলে'র সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অংশের কাজ বা আচরণ অন্য অংশের উপর প্রভাব ফেলে এবং তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যয়। তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে সেগুলিকে আপতিক বা সমগ্র ব্যবস্থা থেকে সম্পর্কবিহীন

বলে মনে করা অযৌক্তিক। স্নায়ুযুদ্ধ, অস্ত্রোৎপাদনে, সামরিক মোর্চা গঠন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে ব্যবস্থামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

কাপলানের মতে ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে সেগুলি চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন 'চল' এর প্রতিক্রিয়া সর্বত্র সমান নয়। কাপলান ও তার মতের অনুগামীরা মনে করে যে একমাত্র ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব। অর্থনীতি, আইন, সমাজতত্ত্ব, নৃবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি নামে আলাদা হলেও এদের চলগুলির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ তত্ত্ব মনে করে যে কোনও একটি বিষয় বা শাখা (discipline) অন্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে এই ব্যবস্থা বিশ্লেষণ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যায়। যেমন বিদেশ নীতির প্রস্তুতিতে অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা একটা দেশকে বাধ্য করে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলিকে তোষণ করে চলতে এবং বিদেশনীতিও সেই মতোই তৈরি করে। আবার, একটি রাষ্ট্রের আচরণ বা গৃহীত নীতি অন্য একটি রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করে। এইভাবে শৃঙ্খলাকারে আন্তর্জাতিক স্তরে পর পর ঘটনা ঘটে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্তে সুদূর প্রসারী প্রভাব পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও চীনের বিশাল ভূখন্ডের রাজনৈতিক অবস্থার উপর পতিত হয়। পাকিস্তানের হাতে অধিক পরিমাণ অস্ত্র আসায় ভারত তার বিদেশনীতি সংশোধন করতে বাধ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য এখানে উপকরণ (input) এবং ভারতের বিদেশনীতির পূর্ণমূল্যায়ন হল উৎপাদন (output)।

যখন কোনও উপকরণ 'চল'গুলির মধ্যেকার সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনে তখন ব্যবস্থার আচরণ লক্ষণীয়ভাবে বদলে যায়। এই ধরনের উপকরণকে 'Step-level functiona' বলে। উদাহরণ একটি বিপ্লব কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন আনে না। আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনে। এই আমূল পরিবর্তনকে 'Step-level function' বলে। উপকরণ ব্যবস্থার ভিতর থেকেও আসতে পারে আবার বাইরে থেকেও। একটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতি অন্য এক রাষ্ট্রের কাছে উপকরণ হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন—মার্কিন বিদেশনীতির দিকে তাকিয়ে, ভারত বা পাকিস্তান তাদের নিজেদের বিদেশনীতি স্থিরকরে। আবার একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশ অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে। কাপলান এই উপকরণ উৎপাদন সম্পর্ককে 'Coupled' ব্যবস্থা বলেছেন।

ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনও এককের, অর্থাৎ কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে বলা হয় যে সে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে গেছে। এর পিছনে বাইরের কোনও শক্তি বা অভ্যন্তরীণ 'চল' কাজ করতে পারে। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের সংস্পর্শে এসে যাওয়ায় এদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো বদলতে শুরু করে। নতুন করে এক স্থিতিসাম্য আত্মপ্রকাশ করে। পূর্বতন ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে কিনা তা নির্ভর করে নতুন পরিবর্তনের জোয়ার প্রতিহত করার ক্ষমতা পূর্বতন ব্যবস্থার আছে কি না।উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময়ে বিশ্বের একটি দুর্ভেদ্য পরাশক্তি ছিল। কিন্তু আটের দশকের শোষশেষি নাগাদ সেই দুর্গে ভাঙন দেখা দেয় এবং নয়ের দশকের শুরুতে সেই পরাক্রমী পরাশক্তি খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। বিশ্লেষকদের মতে সাম্যবাদী কাঠামোতে এমন কতকগুলি দুর্বলতা ছিল সেগুলি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রভবে এসে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়ে কতগুলি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। নতুন করে সেইসব রাষ্ট্রে স্থিতিসাম্য গড়ে উঠেছে। ব্যবস্থার অভ্যন্তরের এই ভাঙাগড়া প্রতিনিয়ত চলছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির

এই পরিবর্তন কেবল ব্যবস্থা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে অনুধাবন করা যায়।

মর্টন কাপলান তার ব্যবস্থামূলক বিশ্লেষণে ছয়টি মডেলের উল্লেখ করেছেন। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এই মডেলগুলি প্রায়শই দেখা যায়। অনেকে এগুলিকে ব্যাখ্যা নিরপেক্ষ অনুসন্ধান মডেল (heuristic model) বলে অভিহিত করেন। কাপলানের বর্ণিত মডেলগুলি নিম্নরূপ—

২.৩.১ শক্তিসাম্য ব্যবস্থা (Balance of Power System)

শক্তিসাম্য ব্যবস্থা বহু পুরানো ও শান্তি স্থাপনের এক প্রভাবশালী হাতিয়াল। রাষ্ট্রগুলি শক্তিসাম্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জোট তৈরি করে। এর প্রয়োজনীয়তা তখনই অনুভূত হয় যখন রাষ্ট্রগুলি দেখে যে অল্প সময়ে জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিশেষ নেই। এর কারণ বা কর্মকর্তা হল জাতীয় রাষ্ট্র। শক্তি সাম্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি বিশেষ পরিচিত কৌশল।

২.৩.২ অসংলগ্ন দ্বিমেরু ব্যবস্থা (Loose Bipolar System)

অসংলগ্ন দ্বিমেরু ব্যবস্থার (loose bipolar system) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রাষ্ট্রগুলি মোটামুটি দুটি মেরু বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কিন্তু সদস্যরা গোষ্ঠী বদলাতে পারে। আবার দুই গোষ্ঠীর বাইরেও কেউ কেউ থেকে যায়। এই ভাসমান রাষ্ট্রগুলি যে গোষ্ঠীতে যোগ দেয়, সেই গোষ্ঠীর ক্ষমতা বাড়ে।

২.৩.৩ সুদৃঢ় দ্বিমেরু ব্যবস্থা (Tight Bipolar System)

সুদৃঢ় দ্বিমেরু ব্যবস্থা অসংলগ্ন দ্বিমেরু ব্যবস্থার বিপরীত। গোষ্ঠীর সদস্যদের এক্ষেত্রে সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং ইচ্ছা করলেই কেউ গোষ্ঠী ত্যাগ করে যেতে পারে না। অথবা গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার সুবিধা এতো বেশি যে কোনও সদস্য রাষ্ট্র সহজে গোষ্ঠী ত্যাগ করতে চাইবে না। আর যারা গোষ্ঠীর বাইরে আছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির কর্মকর্তা হিসেবে তারা তাৎপর্যহীন।

২.৩.৪ বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (Universal International System)

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবস্থার মধ্যে আঞ্চলিক উপব্যস্থা থাকলেও সেগুলি গুরুত্বহীন। রাষ্ট্রসংঘ গঠন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার শ্রেণিতে পড়ে। এইর অধীনে অনেকগুলি উপব্যবস্থা থাকলেও তারা রাষ্ট্রসংঘের অধীনে থেকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে।

২.৩.৫ সোপানতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Hierarchical System)

সোপানতান্ত্রি (Hierarchical) ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। এই ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে ব্যক্তি, রাষ্ট্র নয়, এর অনেকগুলি স্তর থাকে এবং প্রত্যেকটি স্তর কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক ও জাতীয়, উভয় স্তরেই সোপানতান্ত্রিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

২.৩.৬ ইউনিট ভেটো ব্যবস্থা (Unit Veto System)

ইউনিট ভেটো ব্যবস্থায় কোনও কর্মকর্তা অন্যের নির্দেশে কাজ করে না। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে ও নিজেদের মধ্যে স্থায়ী অশান্তি দেখা যায়। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতেও ইউনিট ভেটো ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তারা মনে করে যেআত্মরক্ষার উপায় তাদের নিজেদেরই তৈরি করতে হবে। সেই কারণে তারা মারণাস্ত্র প্রস্তুতকে আত্মরক্ষার বলিষ্ঠ উপায় বলে মনে করে। তাদের বক্তব্য হল যে আত্মরক্ষার তাগিদ স্বাভাবিক এবং প্রত্যেকেরই নিজ সুরক্ষার অধিকার আছে।

কাপলানের ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অন্য রাষ্ট্রে সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে

বিচ্ছিন্ন করে দেখা যুক্তিসঙ্গত নয়। একথা সত্য যে অন্যান্য বিষয় থেকে মডেল ধার করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা করলে কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে। হফম্যানের মতে অন্য বিষয়ের মডেলের সাহায্যে আলোচনা করলে মর্যাদা বাড়বে বা উন্নতিলাভ করবে এই ধরনর মানসিকতা ঠিক নয়। জীববিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বে যা প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া মডেলগুলির সর্বজনীনতাও মেনে নেওয়া যায় না, মডেলগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে কার্যকর বা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এদেরকে অন্যত্র প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। ব্যবস্থা-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটির সীমাবদ্ধ তা থাকলেও এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালনা এখনও শৈশবে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই সীমাবদ্ধতাগুলি দূরীভূত হবে।

২.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী (Decision Making Theory)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া দ্বারা গঠিত। ১৯৫০ সালে, রিচার্ড স্নাইডার, বার্টন সেপিন এবং অন্যান্যরা এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির পিছনে যে চালিকাশক্তি কাজ করছে তা অনুধাবন করার একটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, যার নাম সিদ্ধান্তগ্রহণ তত্ত্ব (Decision Making Theory) ষাটের দশকে উইলিয়াম রাইকার, হার্বার্ট সাইমন প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নীতি নির্ধারণের মূল স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মুখ্য কারণ হিসেবে রাষ্ট্রগুলি কিভাবে আচরণ করে এবং কেন, সেই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এই তত্ত্ব গোটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে তার অন্তর্ভুক্ত কারকগুলির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত বলে মনে করে।

যদিও এই তত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে আছে রাষ্ট্র, তবুও মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্র বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সেই গোষ্ঠীকে যারা রাষ্ট্রের কার্য সম্পাদন করে— অর্থাৎ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। এক কথায় বলা যেতে পরে যে রাষ্ট্রকে এখানে একটি সিদ্ধান্তগ্রহণকারী একক হিবেসে দেখা হয়েছে। যে কোনও রাষ্ট্রের আচরণবিধির মূল চাবিকাঠিটি আছে এই মুষ্টিমেয় সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের হাতে। এই গোষ্ঠীটি যেভাবে কোনও পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করেন এবং সে সকল নীতি, ব্যবহারিক বিবেচনা এবং অনুমানের ভিত্তিতে সেই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা স্থির করেন, সেই সব অনুধাবন করাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

সাধারণত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পর্যালোচনা নিম্নলিখিত ক্রমটি মেনে চলে। সেগুলি হল—

(ক) আক্রমণের সম্ভাব্য নিশানাগুলি সন্ধান করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করা;

(খ) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি স্থির করা;

(গ) এর সাথে জড়িত লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা বিচার করা;

(ঘ) অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপটি নেওয়া সমীচিন হবে তা স্থির করে সিদ্ধান্তে আসা।

যদিও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে, রাষ্ট্রপ্রধান এবং উচ্চ সারির রাজনৈতিক নেতারাই একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করেন তবুও কিছু কিছু অরাষ্ট্রিক উপাদকের প্রভাবও অনস্বীকার্য যেমন—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক প্রেক্ষিত। এই বিশ্লেষণ রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে একই সঙ্গে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর গন্ডী থেকে বিচার করতে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবেশ বা পরিমন্ডল (environment) এই ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদান বা প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরিবেশকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে— অভ্যন্তরীণ এবং রাজ্য। প্রথমটির মধ্যে আছে আলোচ্য রাষ্ট্রটির সংস্কৃতি, সমাজ, জনসংখ্যা ইত্যাদি। আর রাজ্য পরিবেশের অন্তর্গত

হল— অন্য রাষ্ট্রগুলির সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও সরকারি কার্যাবলি ইত্যাদি। যদিও এই দুই শ্রেণির মধ্যে অনেক উপাদকই স্থান পেতে পারে। তবুও স্নাইডার শুধু সেগুলিকেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাৎপর্য রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও রাজ্য পরিবেশে থেকে যে সকল উপকরণ (Inputs) আসে সেগুলির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর ফলে যে উৎপন্নটি তৈরি হয় (output) সেটি হল সিদ্ধান্ত (decision)।

Appendix

Snyder's framework

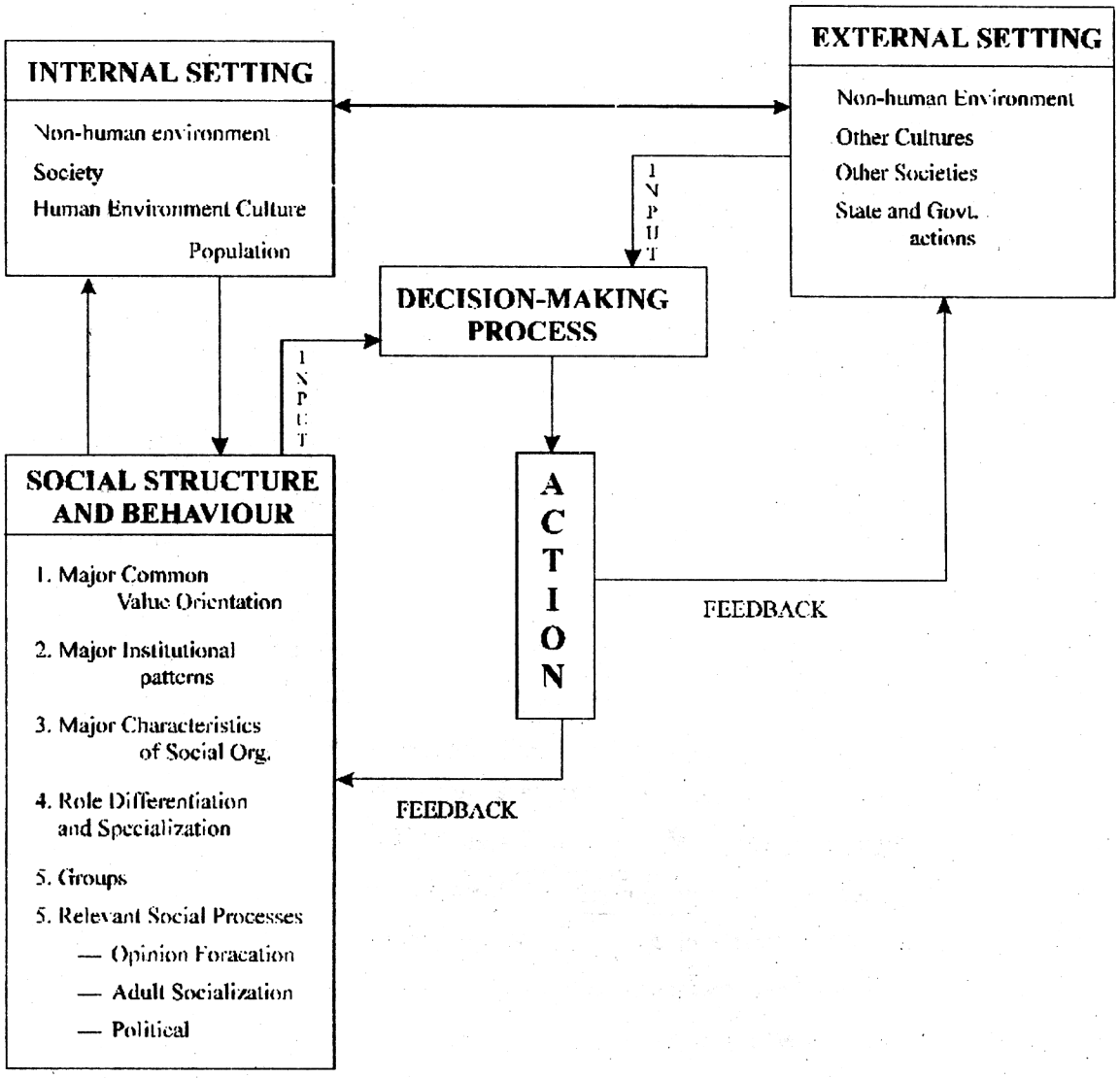

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান সীমিতকরণের কাজ করে সেগুলি সাধারণত সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থার বাইরে থাকে। যেমন—পরিস্থিতিবাচক একক (Situational element) মজুত সম্পদ (available resources), সময়, রাজনৈতিক কাঠামোর (political set-up) প্রকৃতি ইত্যাদি। তবে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কিছু কিছু উপাদান এই সীমিতকরণের কার্যটি সম্পাদন করে থাকে। যেমন—তথ্যের অভাব (lack of information) সরকারি কার্যনিবাহকদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যর্থতা (Communicaton failures among officials), বাস্তব পরিস্থিতিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি না করতে পারা ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াটি কি কোন কোন উপাদান এক্ষেত্রে কার্যকর এই উপাদানগুলির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য কি, এই উপাদানগুলির উৎস কি বা উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কি সেই সম্পর্কেই অনুসন্ধান করছে এই সিদ্ধান্তগ্রহণ তত্ত্ব। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলে যে উপকরণ বা দাবির সৃষ্টি হয়, সেইটিই কালক্রমে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলাফলটিই পুনরাবর্তন প্রক্রিয়া (feedbacks mechanism) রূপে উপস্থিত হয়।

এরই সাথে যুক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ তত্ত্ব আলোচনার আর একটি দিক হল সেই সমস্ত কারকগুলিকে পর্যালোচনা করা যারা বাস্তবে বিদেশ নীতি প্রস্তুতিকরণে অংশগ্রহণ করে। বানার্ড কোহেন এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রবক্তা। কোহেনের মতে বিদেশনতি প্রস্তুতিকরণের ক্ষেত্রে পাঁচটি উপাদান সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এগুলি হল—(ক) জনমত (Public Opinion) (খ) রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠী (Political interest groups) (গ) গণমাধ্যম (Media) (ঘ) শাসনবিভাগের নির্দিষ্ট কিছু কারক (Specfic agents in the executive branch) এবং (ঙ) আইনসভার কিছু নির্দিষ্ট কমিটি (Specific Committees of legislature).

সিদ্ধান্তগ্রহণ দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। শক্তিতত্ত্ব বা ক্রীড়াতত্ত্বের এককেন্দ্রিক আলোচনা থেকে সরে এসে এই তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টিপাত করতে সাহায্য করছে সেই সকল ঘটনাবলির প্রতি, যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ণায়কের কাজ করছে। তবে এই আলোচনাপদ্ধতির অভিনবত্ব যত না প্রশংসিত হয়েছে, তার থেকে বেশি সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত বলা হয়ে থাকে যে এই তত্ত্বে কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে কোনও উপাদানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি প্রাসঙ্গিক। তাই অভিযোগ করা হয় যে এই তত্ত্বটি (Indeterminism) বা অনিশ্চয়তার শিকার। দ্বিতীয়ত এই দৃষ্টিভঙ্গিটিতে মূল্যবোধের কোনও স্থান নেই, কারণ যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হচ্ছে সেটি নৈতিক দিক থেকে ঠিক না ভুল, সে ব্যাপারে কোনও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি। তৃতীয়ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কারকগুলি যে সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নেয় সেগুলি সবসময় সুস্পষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করা সম্ভব হয় না। সবশেষে বলা যেতে পারে যে এই সিদ্ধান্তগ্রহণ দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তব চরিত্র থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে কারণ শক্তি রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক আচরণের নীতি বা কারকগুলি বিশ্লেষণ এ সমর্থ নয়। তাই এই পদ্ধতির উপকারিতা শুধুমাত্র যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং কার্যকর করার ফলে যার ফলাফল সম্পর্কের সচেতন হওয়া গেছে, সেইসব ক্ষেত্রেই সীমিত।

২.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) ব্যবস্থামূলক বিশ্লেষণে মর্টন কাপলান যে ছয়টি প্রতিরূপের (Model) উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

(i) Boulding, Kenneth A. (1958). Theoretical Systems and political realities: a review of Morton A. Kaplan, System and process in international politics. *Journal of Conflict Resolution , 2* (4).

(ii) Kaplan, Morton. A. (1957). *System and Process in International Politics.* New York: John Wiley & Sons.

পাঠক্রম : **2.1**

Unit-4

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি

Approaches to the Political Economyof International Relations

বিষয়সূচী :

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ রাজনীতি ও অর্থনীতি : প্রাথমিক কাজ

৪.৪ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৫ **Mercantilism** থেকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

৪.৬ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

- ৪.৬.১ সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী বৃত্তি
- ৪.৬.২ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও উন্নয়ন

৪.৭ ক্লাসিক্যাল লিবারেলিজম থেকে নিওলিবারাল ইনস্টিটিউশনালিজম এবং নিউক্লাসিক্যাল লিবারেলিজম থেকে

- ৪.৭.১ প্রথম উদার লেখক
- ৪.৭.২ লিবারেলিজমের দুটি স্ট্র্যান্ড : কেনিসিয়ানিজম এবং নিউক্লাসিক্যাল লিবারেলিজম
  - ক) **Keynesianism,** ইন্টিগ্রেশন থিওরি
  - খ) **Neoliberal** ইনস্টিটিউশনবাদ

৪.৮ মার্কসিজম এবং তার বৈকল্পিক

৪.৯ নারীবাদী বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতি

৪.১০ উপসংহার

৪.১১ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৪.১২ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্বের বিভিন্ন স্কুলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এই এককটি প্রায়শই ঐতিহাসিক পরিকল্পনায় পৌঁছেছে, কিন্তু খুব প্রাথমিক কাজগুলি থেকে বাণিজ্যবাদ এবং তার উত্তরাধিকারী, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আলোচনায় চলে এসেছে। পরের অধ্যায়টি শাস্ত্রীয় উদারবাদের বিকাশের পর নব্য-উদার প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং নব্য ধর্মীয় উদারবাদের দিকে চিহ্নিত করে। মার্কসিয়ান রাজনৈতিক অর্থনীতি, নারীবাদী এবং অন্যান্য সমালোচনামূলক পন্থা, এবং অবশেষে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই এককটি তে।

৪.২ ভূমিকা

রাজনৈতিক অর্থনীতি হল সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা যা অর্থনীতি, রাজনৈতিক বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান থেকে মূলত টানা বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে এবং বাজার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কগুলি অধ্যয়ন করে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির ধারণাটি (আইপিই) রাজনীতি, অর্থনীতির অন্তর্চ্ছেদকে পণ্য, সেবা, অর্থ, জনগণ, ইত্যাদির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করে। অ্যানটোনে ডি মন্টচারিস্টিয়ান 1613 খ্রিস্টাব্দে তাঁর *অর্থনীতিতে রাজনৈতিক অর্থনীতিটি* চালু করার জন্য বিখ্যাত, যার মাধ্যমে তিনি কীভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করবেন বা নীতি প্রণয়ন করবেন সেটি তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন। ''আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি'' শব্দটি বিশ্ব অর্থনীতির সমস্যা এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকে হ্রাস করার মধ্য দিয়ে 1960-এর দশকের মাঝামাঝি পণ্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করে। আইপিই পরবর্তীতে ''বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতি'' (জিপিই) শব্দটিকে প্রতিস্থাপিত করে। বিশ্বের ঘটনাগুলি কেবল রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা নয় এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের অভিনেতা অন্তর্ভুক্ত। যদিও ''গ্লোবাল রাজনৈতিক অর্থনীতি'' শব্দটি (জিপিই) প্রায় একই সময়ে স্পোরাডিক ব্যবহারে এসেছিল, তবে পরবর্তীতে জিপিইএটি সাধারণ শব্দ হয়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে, জিপিই ভালোভাবে বিশ্বব্যাপী বিশ্বের বাস্তবতাকে সুসজ্জিত করে। অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সম্পর্কের অনুসন্ধানের প্রথম দিকটি হল ''রাজনৈতিক অর্থনীতি'' এবং এই শব্দটি দীর্ঘায়িত হওয়ার আগে থেকেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল। (উদাহরণ—অ্যারিস্টটেলের দ্বারা, কৌটিলিয়া, ইবনে খালদুন, এবং নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি)।

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা রাজনৈতিক বর্ণালীকে বিস্তৃত করে। উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম নায়ক অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো ছিলেন। স্মিথ সরকারকে হস্তক্ষেপের পক্ষে এবং মূল্য মন্ত্রকের 'অদৃশ্য হাত' দ্বারা পরিচালিত বাজার বিনিময়গুলির শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে যুক্তি দেয়।

৪.৩ রাজনীতি ও অর্থনীতি : প্রাথমিক কাজ

অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সম্পর্কের সম্পর্ক ''রাজনীতির অর্থনীতি'' শব্দটি দীর্ঘায়িত হওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। খুব প্রাথমিক কাজের দুটি উদাহরণের মধ্যে রয়েছে অ্যারিস্টটেলের লেখা, যিনি প্লেটোর সাম্প্রদায়িক মালিকানার ধারণার সমালোচনা করেছিলেন এবং *রাজনীতিতে* ব্যক্তিগত সম্পত্তির গ্যারান্টরের ভূমিকা পালন করেছিলেন ; এবং কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্রের লেখক, *রাষ্ট্রযন্ত্রের* একটি বই, যিনি শাসককে বাজারে স্পাইস পাঠানোর প্রয়োজনীয়তার অন্যান্য জিনিসের মধ্যে লিখেছিলেন, ন্যায্য ওজন নিশ্চিত করার জন্য। মধ্যযুগে ইসলামী সামাজিক তত্ত্ববিদ ইবনে খালদুন

জনগণের শাসনব্যবস্থা ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে লিখেছিলেন। এই যুগের আরেকটি মুসলিম পণ্ডিত, আল-মকরিজি, আর্থিক নীতি বিশ্লেষণ করেন। নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি, সাধারণত রাজনৈতিক তাত্ত্বিক হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু তিনি রাষ্ট্র ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়েও সচেতন ছিলেন, অন্তত এই অর্থে যে রাজকুমার বা রিপাবলিকান সরকারের একটি প্রধান ভূমিকা ব্যক্তিগত রক্ষা করা সম্পত্তি রক্ষা করা। তিনি ''জনসাধারণের নিরাপত্তা ও আইনের সুরক্ষার কৃষি ও বাণিজ্যগুলির সাইনআপ'' বলে উল্লেখ করেন এবং পরামর্শ দেন যে সম্পত্তি অধিকারের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে একজন তার নিজের ভয় পাওয়ার জন্য তার সম্পদকে আলিঙ্গন করতে না পারে।

সরকারগুলি ঐতিহ্যগতভাবে তাদের নিজস্ব নাগরিকদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য দায়ী ছিল, কিন্তু তাদের জনগণের প্রতি এই ধরনের দায়বদ্ধতা ছিল না। ইউরোপীয় যুগে সম্পদগুলির উৎকৃষ্টতার জন্য অযৌক্তিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, কারণ সেই বিজয়গুলির উদ্দেশ্য ছিল সোনার, রূপা এবং অন্যান্য মূল্যবান উপকরণের আকারে গৃহের সম্পদ আনা। অ্যারিস্টটলে **অঙ্গনকারী** জুয়ান গিনেস দে সেপুলভেদা, 1550 সালে যুক্তি দেন, যে স্বদেশীয় জনগণের উৎসাহ এবং তাদের সম্পদ থেকে যা লাভ হয়েছিল তা প্রাকৃতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

সেপুলভেদের মতামতটি সর্বজনীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আদিবাসী জনগণের স্পেনের অমানবিক আচরণের বিখ্যাত বিরোধটি 1552 সালে বার্টোলোম দে লাস কাসাস দ্বারা প্রকাশিত হয়। তিনি অভিযোগ করেন যে ''অহংকার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা'', যা স্পেনীয়দের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাদেরকে বর্বরতার কাজগুলি চালানোর জন্য পরিচালিত করেছিল, একটি আধুনিক শব্দ, অবৈধভাবে ব্যবহার করার জন্য। সেপ্টুভেদা-কাসাস বিতর্ক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত নিয়মগুলির উপর ভবিষ্যতের বিতর্ককে পূর্বনির্ধারিত করে।

৪.৪ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

কার্ল পোলন্যি (1957) প্রথম উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পরে উদারনৈতিক ধারণাগুলির বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রকাশগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল কিছু বাস্তব দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম নায়ক অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো ছিলেন। স্মিথ সরকারকে হস্তক্ষেপের পক্ষে এবং মূল্য মন্ত্রকের 'অদৃশ্য হাত' দ্বারা পরিচালিত বাজার বিনিময়গুলির শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে যুক্তি দেন। অ্যাডাম স্মিথ শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাজারে হস্তক্ষেপ করা কিভাবে উচিত সেটা বলতে গিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব এবং নীতি বর্ণনা করেন এবং ''mercantilism'' শব্দটি ব্যবহার করেন। বিংশ শতাব্দীতে ''অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ'' দ্বারা ''Mercantilism'' সরবরাহ করা হয়। তাকে অনুসরণ করে শাস্ত্রীয় উদারতা, নববধূ প্রতিষ্ঠানিকতা, এবং neoclassical উদারতা। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় পন্থা থেকে যুক্তি দেয় যে পুঁজিবাদ এর অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলির কারণে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ রাষ্ট্রকে শেষ দিকে পরিচালিত করবে। এভাবে, বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতিতে উদার দৃষ্টিভঙ্গির এই অধ্যায়টির ভিত্তি তৈরি করে।

৪.৫ Mercantilism থেকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

অ্যাডাম স্মিথ ''বাণিজ্যবাদ''-এর সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাজারে হস্তক্ষেপ করা উচিত তার উপর বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিমালা বর্জন করেন। আরও নিরপেক্ষ শব্দ ''অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ'' সাম্প্রতিক সময়ে উত্তরাধিকারী শব্দ হয়ে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা একটি সাধারণ বাস্তববাদী মডেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। Mercantilism সম্পদ প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট ধারণা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। Mercantilism এছাড়াও পারস্পরিক চাহিদার অভাব, প্রাথমিক

কৃষি সমাজগুলিতে সংশ্লেষে সহায়তা করার অসুবিধা, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ডিফারেনশিয়াল ক্ষমতা এই উপাদনটির কেন্দ্রস্থল। একটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির গুরুত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্যবাদকে একটি বিশ্বাস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যাতে এটি বাড়ির বাইরে এবং বিদেশে উভয় সংস্থাকে সরাসরি পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। সর্বাধিক পরিচিত Mercantilist তত্ত্ব আমদানি সীমিত বা রপ্তানী উৎসাহিত করে বাণিজ্য এবং পেমেন্ট-এর একটি ইতিবাচক ভারসাম্য বজায় রাখার উপর ফোকাস করে। একটি দেশের সরবরাহ করা সোনা ও রূপা বাড়ানোর বাসনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

ইউরোপীয় অনুসন্ধান এবং নতুন ভূমি জয় লাভের ফলে ষোলশ শতকে ফ্রান্সে শুরু হওয়া বুদ্ধিজীবী বিতর্কের সূচনা ঘটে, যার উপর ভিত্তি করে এই নীতিগুলি সুনাম অর্জন করে। মান, বাণিজ্য পদ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দিকগুলি যা আমরা এখন রাজনৈতিক অর্থনীতি বলব তার অন্যান্য দিক নির্ধারণে মন্তব্যকারীরা সরকারের ভূমিকা বিবেচনা করতে শুরু করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, জিন বোডিন 1568 সালে লিখেছেন যে মুদ্রার মূল্য সরবরাহ ও চাহিদার সাথে উর্ধ্বমুখী হবে এবং সতর্ক করে দেবে যে সরকার হস্তক্ষেপ কেবল পরিস্থিতি খারাপ করবে। ''একজন শাসক'', তিনি লিখেছিলেন, ''সোনা ও রূপার মূল্য পরিবর্তন করে তার মানুষ, দেশ এবং নিজেদেরকেই ধ্বংস করে''। পরিবর্তে, লুগি কোসা উল্লেখ করেছেন যে, বোডিন যুক্তি দিয়েছিলেন যে মূল্যবৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত **অর্থোপার্জনে** ''বিদেশি পণ্যগুলির অতিরিক্ত ব্যবহারের বিরোধিতায় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি আর্থিক ব্যবস্থা **উন্নততর হবে**''।

দেশগুলি তাদের অর্থনীতিতে শিল্পায়ন ও বিকাশের চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সচিব আলেকজান্ডার হ্যামিলটন কংগ্রেসকে *উৎপাদন সম্পর্কিত* একটি *প্রতিবেদন* সরবরাহ করেছিলেন, যেখানে তিনি তার দেশের অর্থনীতির সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা পদক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। হ্যামিল্টন যুক্তি দিয়েছেন, ''সামরিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের জন্য'' অন্যান্য দেশগুলি নির্ভরশীল হওয়াতে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করবে।

ফ্রেডরিচ লিস্ট ছিলেন জার্মান পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদ। তিনি রাষ্ট্রগুলির উপর জোর দিয়ে হ্যামিল্টনের যুক্তিটিকে বাড়িয়ে বলেন যে, মানুষের উদ্ভাবন, কঠোর পরিশ্রম এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে মানুষকে কৃষি ও উৎপাদিত পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

৪.৬ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

বিংশ শতাব্দীর তাত্ত্বিকগণ ''মার্কেন্টিলিজম'' ''অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ'' এই শব্দগুলির দ্বারা আরোপিত হয়েছিল, এবং এই শব্দগুলি বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আরো সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা সত্যিকারের ঐতিহ্যর দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিযোগিতা আশা করে। তবে, তারা প্রায়শই কিছুটা সিজোফ্রেনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে; অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে লেখক তত্ত্ববিদরা প্রায়শই এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক, অর্থনৈতিকভাবে অদক্ষ, কিন্তু আন্তর্জাতিক জীবনের অপরিহার্য সত্য হিসাবে দেখেন। উদাহরণস্বরূপ, 1931 সালে টি গ্রেগরি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে যে এই নীতিগুলি বাস্তবায়িত করা অব্যাহত রয়েছে কারণ নাগরিক ও সরকার ছয়টি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখেছে। তারা (1) ''আপনার পণ্য বিক্রির জন্য বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরতা''; (2) ''বিদেশী পুঁজিবাদী দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজারে হস্তক্ষেপের বিপদ''; (3) ''বুদ্ধিমান শিল্প ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক কাঠামোর অস্তিত্বের দ্বারা দেশের স্বার্থের জন্য নিজের সম্মান ও সম্মানের এমন অবস্থানের সংরক্ষণ''; (4) ''অনুপস্থিতি ... কাঁচা মাল বিদেশীদের মালিকানাধীন হতে অনুমতিক্রমে উপলব্ধি''; (5) ঝুঁকি—''যে যুদ্ধের সময়, যদি আপনি বিদেশী খাদ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করেন,

তাহলে আপনি নিজেকে খুব কঠিন অবস্থায় খুঁজে পেতে পারেন এবং তাই আপনাকে নিজের খাবার বাড়ানো উচিত"; এবং (6) বিশ্বাস যে ''কৃষি উৎপাদন একটি প্রকারের মতো চলছে" যা ''জোরালো পুরুষত্ব" সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়—যুদ্ধের সময় যারা শক্তিশালী সৈনিক হবেন।

৪.৬.১ সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী বৃত্তি

পণ্ডিতের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তার বিশ্লেষণাত্মক মনোভাবের মধ্যে এই বৈষম্য সাম্প্রতিকতম বৃত্তিতে চলছে। জুডিথ গোল্ডস্টাইন (1986) মার্কিন বাণিজ্য নীতির আদর্শ হিসাবে ''মুক্ত ও নিরপেক্ষ" বাণিজ্য নীতির আলোকে আলোচনা করেছেন। মার্কিন বাণিজ্য নীতি অবশেষে এমন প্রক্রিয়াগুলিকে অনুসরণ করে যা সেই গোষ্ঠীর স্বার্থকে সমর্থন করে যা রাষ্ট্রকে ধরে নেয় এবং তাদের দাবিগুলির নীতিনির্ধারকদের প্ররোচিত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের সাবধানে পড়ার মাধ্যমে, এরিক হেল্লিনার 2002তে, পরিশীলিত যুক্তি দেন যে দেশগুলি জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক নীতি নির্বাচন করে। কখনও কখনও এই নীতিগুলি উদার হয়, যখন এটি উদার নীতি প্রয়োগের জন্য দেশকে উপযুক্ত করে; কখনও কখনও সুরক্ষাবাদী হয়, যখন সুরক্ষা প্রত্যাশিত শেষ হতে আশা করা হয়। এই বিশ্লেষণে, উদার নীতিগুলি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। অনুরূপ রবার্ট গিলপিন, ''রাষ্ট্র কেন্দ্রিক বাস্তবতাবাদ"-এর ক্ষেত্রে আচরণকে ব্যাখ্যা করার সময় উদারভাবেই উদারবাদের আদর্শ লক্ষ্যগুলি গ্রহণ করেন, যা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ। তিনি লিখেছেন, ''যদিও বাস্তববাদীরা রাষ্ট্রীয় বিষয়, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্ষমতার কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকার করে, তবে তারা এই পরিস্থিতিটিকে যথাযথভাবে অনুমোদন করে না। ... একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং একই সাথে কিছু আদর্শের আদর্শগত প্রতিশ্রুতি থাকা দরকার"।

৪.৬.২ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও উন্নয়ন

বহু তত্ত্ববিদদের জন্য, যদিও অর্থনৈতিক দেশগুলি শিশু উদ্যোক্তাদের অবস্থান এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির থেকে বিতর্কিত হলে আরও বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগে অভ্যন্তরীণভাবে বিকাশের প্রয়োজন হবে। এভাবে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নীতি আন্তর্জাতিক দক্ষিণের অনেক লেখকদের কাছে আপিল করেছে। তানজানিয়া প্রথম রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস ন্যেরেরেকে (কিছুটা বিদ্রুপী) উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে, আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন সমর্থনকারী তত্ত্ব উন্নয়নশীল দেশ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের বিভাগে পড়ে। ল্যাটিন আমেরিকার, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিশনের পক্ষে কাজ করে, অর্থনীতিবিদ রাউল প্রিবিশ, নির্ভরশীল বিকাশের তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন, এবং ব্যাখ্যা করেছিল যে উন্নয়নশীল বিশ্বের শিল্পায়ন কীভাবে ''মূল" অঞ্চলে উন্নত অর্থনীতিগুলিতে দেশগুলিকে নির্ভরশীল রাখতে পারে। এই পেরিফেরাল দেশের অর্থনীতি খুব ঘনিষ্ঠভাবে রপ্তানি জন্য উৎপাদন বাঁধা ছিল। পরিবর্তে, তিনি যুক্তি দেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলির আমদানি-প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন (আইএসআই) নীতিগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে। মূল দেশগুলির সাথে তাদের নির্ভরশীল অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের নিজস্ব অর্থনীতি তৈরি করতে পারে। তিনি কৃষি, শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যান্ত্রিকীকরণ সমর্থন করেন।

৪.৭ ক্লাসিক্যাল লিবারেলিজম থেকে নিওলিবারাল ইনস্টিটিউশনালিজম এবং নিউক্লাসিক্যাল লিবারেলিজম থেকে :

রাষ্ট্রীয় শক্তি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর জোর দেওয়ার বিপরীতে যা মার্কেন্টিলিজম এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিত করে, উদারতা অধিকারধর্মী ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত অধিকারী হিসাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে জোর দেয়।

৪.৭.১ প্রথম উদার লেখক

রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদার অধিকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলির মধ্যে রয়েছে সম্পত্তি। জন লক এর জন্য সম্পত্তি অধিকার প্রাকৃতিক ছিল; ডেভিড হিউম এর জন্য, সম্পত্তির অধিকার ছিল মানুষের মাঝে সময়ের সাথে মিথস্ক্রিয়াগুলির ফলাফল। লিবারেলরা ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করে যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পদ সংগ্রহ করা। পরিবর্তে, রাষ্ট্র নিরাপত্তা প্রদান এবং সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য বিদ্যমান। উদার ঐতিহ্য, সরকার, বাজার, কল্যাণ এবং সম্পদ মধ্যে সম্পর্ক সঙ্গে ''রাজনৈতিক অর্থনীতি'' শব্দটি ব্যাপকভাবে যুক্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির জিনজ্যাকস রুসাউস ডিসকোর্স, এটির একটি উদাহরণ। রুসাউওর জন্য, ''রাজনৈতিক অর্থনীতি'' সাধারণত সাধারণভাবে সেই নীতি ও আইনকে নির্দেশ করে যা সমাজকে শাসিত ও উন্নীত করার লক্ষ্য করে। রাষ্ট্রগুলি আইনের শাসন দ্বারা আবদ্ধ ছিল এবং সাধারণ ইচ্ছার অনুসরণে সম্পত্তি অধিকার সহ নাগরিক অধিকারগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে লেখকরা ''লাইসসেজ-ফায়ার'' নীতিমালা, একটি মুক্ত বাজারে নীরব হয়েছিলেন। জনপ্রিয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (অত্যাচার বিরোধী) রাজনৈতিক অর্থনীতি। এর পরিবর্তে, রুসুও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারের হস্তক্ষেপের বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করেন : ''সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি হল সম্পদের চরম পার্থক্যগুলি রোধ করা, কারণ প্রচুর পরিমাণে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের কারণে'' সাধারণ কারণ ''নাগরিকদের মধ্যে''। এ ধরনের বৈষম্য রোধে এবং সরকারের অন্যান্য কাজগুলি প্রদানের জন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই কর প্রদান করতে হবে, তবে, নিজের সম্পত্তিটির অধিকার মৌলিক ছিল, করের পরিমাণ সীমিত হওয়া উচিত এবং মোটামুটি এবং প্রগতিশীল (যারা জীবিকা নির্বাহের পর্যায়ে বসবাস করছেন তাদের কিছুই না, সমৃদ্ধ তাদের সম্পদ আপেক্ষিক পরিশোধ), সাধারণ ইচ্ছা অনুযায়ী। রউসেউর জনপ্রিয় রাজনৈতিক অর্থনীতি এইভাবে অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে উদার ছিল, তবে কর এবং করের ব্যবহার সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।

ফিজিওক্যাটগুলি রাজ্যের লক্ষ্য হিসাবে লাইসেস-ফায়ার, লাইসসেজ-পাসারের ধারণাটি চালু করে (''চলুন এবং চলি'', অন্যথায়, সরকার বাজারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না)। তারা যুক্তি দিয়েছিল যে, রাষ্ট্র যেখানেই সম্ভব হস্তক্ষেপ এড়ানো উচিত, এবং বিশেষ করে কৃষি করের এড়াতে এড়ানো উচিত। ফ্রাঙ্কোস কুইন্সের *ইকোনোমিক্যাল টেবিলটি অর্থনীতির* একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিল যা শিল্পকে উৎসাহিত করার উপর বাণিজ্যমূলক গুরুত্বের বিপরীতে কৃষির মূল্য এবং উৎপাদন ''স্থূলতা'' উপর জোরালো গুরুত্ব দেয়। Physiocrats একটি প্রধান নীতি লক্ষ্য ছিল ''তাদের মৌলিক মূল্য থেকে শিল্প পণ্যের বাজার মূল্য বিচ্যুতি প্রতিরোধ, এবং কৃষি খাতে সঠিক মূল্য রক্ষণাবেক্ষণ গ্যারান্টি—ইউনিট খরচ এবং বাড়া আবরণ যথেষ্ট উচ্চ মূল্য''। সরকার তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই লক্ষ্য পূরণে কৃষি পণ্যগুলিতে কর সীমাবদ্ধ করে তুলবে। বিদেশী আমদানিকারকদের থেকে সরকারকে নির্মাতাদের রক্ষা করার পরিবর্তে ফরাসি নীতিগুলি এবং ধনী নাগরিকদের করের ব্যবসায় বিক্রি করার অধিকার সরকার এইভাবে অর্থনীতির উপর বিশেষভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল।

অ্যাডাম স্মিথ, *প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সম্পদগুলির প্রকৃতির কারণগুলি* প্রায়ই রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক কাজ হিসাবে দেখা যায়। স্মিথের মতে, রাজনৈতিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য ছিল ''প্রথমত, জনগণের জন্য প্রচুর পরিমাণে

রাজস্ব বা জীবিকা নির্বাহ করা, বা তাদের জন্য এই ধরনের রাজস্ব বা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আরও উপযুক্তভাবে প্রদান করা; এবং দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের পরিষেবাগুলির জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের সঙ্গে রাজ্য বা কমনওয়েলথ সরবরাহ করা। এটা জনগণ এবং সার্বভৌম উভয় সমৃদ্ধ করার প্রস্তাব"।

প্রথম উদ্দেশ্য মুক্ত বাজারগুলির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে অর্জন করা হয়, স্মিথের ''অদৃশ্য হাত" নির্ভর করার পক্ষে সমর্থন করে। দ্বিতীয়ত বিদেশে আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে রক্ষার জন্য মিলিশিয়াদের জন্য তহবিলের তহবিল, অর্থনীতিতে কিছু সরকারি জড়িতির মাধ্যমে অর্জন করা হয়। ন্যায়বিচারের জন্য অর্থ প্রদান, রাস্তা, সেতু এবং ডাক পরিষেবাগুলি (যা, সংযুক্ত ফি সহ, সরকারের জন্য রাজস্ব তৈরি করতে পারে) প্রদান করে জনসাধারণের কাজগুলি প্রদান করে এবং শিক্ষা।

কলবার্ট ও মুনের মত বাণিজ্যবিদদের বিপরীতে, স্মিথ ব্যবসায়ের ইতিবাচক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল। ''আমরা বিশ্বাস করি", স্মিথ লিখেছিলেন, ''নিখুঁত নিরাপত্তার সাথে, বাণিজ্য স্বাধীনতা, সরকারের কোনও মনোযোগ ছাড়াই, আমাদের যে ওয়াইনের জন্য আমরা উপলভ্য ছিলাম সেটি সবসময় আমাদের সরবরাহ করবে; এবং আমরা সমান নিরাপত্তার সাথে বিশ্বাস করতে পারি যে এটি আমাদের সব সোনা ও রৌপ্য দিয়ে সরবরাহ করবে যা আমরা কেনার জন্য বা কাজে নিয়োজিত করতে পারি, আমাদের পণ্যগুলি বা অন্য কোন কাজে প্রেরণ করতে পারি।"

ইমানুয়েল কান্ট, বাণিজ্য উপকারী প্রভাব সম্পর্কে উদার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একটি আন্তর্জাতিক ফেডারেশন স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের সাথে বাণিজ্য করবে, এবং বাণিজ্যগুলির ইতিবাচক প্রভাবগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি হিসাবে দাঁড়াবে।" বাণিজ্য আত্মা যুদ্ধের সাথে সহানুভূতিশীল হতে পারে না, এবং যত তাড়াতাড়ি বা পরে এই আত্মা প্রত্যেককে প্রভাবিত করে। একটি জাতির অন্তর্গত সকল ক্ষমতা (বা অর্থ) মধ্যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা শান্তির মহৎ কারণ (যদিও নৈতিক উদ্দেশ্যগুলি নয়) অনুসরণ করার জন্য দেশগুলিকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হতে পারে"।

৪.৭.২ লিবারেলিজমের দুটি স্ট্র্যান্ড : কেনিসিয়ানিজম এবং নিউক্লাসিক্যাল লিবারেলিজম

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, উদারতা দুটি প্রধান স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে; কেনিনিয়ানবাদ এবং নিউক্লাসিক্যাল উদারতা। জন মেনার্ড কিনস এর নামে কেনিসিয়ান অর্থনীতি, বাজারে সরাসরি সরকারের হস্তক্ষেপ দেখে কল্যাণে উন্নতি করার এবং অর্থনীতিটিকে আরও ভালভাবে কার্যকর করার উপায় হিসাবে দেখায়, বিশেষ করে অযোগ্য বাজার ব্যর্থতা এবং অক্ষমতার কারণে। নিওলাসসিকাল অর্থনীতি, কখনও কখনও স্বাধীনতাবাদ হিসাবে বোঝা যায়, লুডভিগ ভন মাইসেস, ফ্রেডরিচ হেইক এবং অন্যান্যদের লেখাগুলি তুলে ধরেছেন যারা বিশ্বাস করেন যে সরকার অর্থনীতিতে খুব বেশি জড়িত হয়ে পড়েছে এবং ফলস্বরূপ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। কেনিসিয়ানিজম আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, একীকরণ তত্ত্ব, নব্য-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগততা এবং শাসনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈকল্পিক (যা নিওলবারেল প্রাতিষ্ঠানিকতা হিসাবে দেখা যেতে পারে)। ''ওয়াশিংটন সমঝোতা" যা বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকে হ্রাস করে, বৈদেশিক সাহায্যে হ্রাস পায় এবং বাজারীকরণের উপর আরও নির্ভরশীলতার দিকে নজর দেয়।

ক) Keynesianism, ইন্টিগ্রেশন থিওরি

জন মেনার্ড কিনস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ব্রিটেনের উড্ডয়নের মধ্যস্থতাকারী ব্রিটেনের উড্ডয়নে আলোচনায় ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের দায়িত্ব পালন করেন। কেনিসিয়ান অর্থনীতির কেন্দ্রীয় কেন্দ্রটি ধারণা করে যে মুক্ত বাজারগুলি (ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের বিপরীতে) সর্বদা পূর্ণ কর্মসংস্থানে একটি ভারসাম্য খুঁজে পাবে না।

যদিও এটি শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কিভাবে ইন্টিগ্রেশন এবং শান্তিপূর্ণ সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে তার আশাবাদী প্রত্যাশা সফল হবে না, ইন্টিগ্রেশন তত্ত্বের মূল উদার নীতিগুলি আইপিই তত্ত্বের ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে প্রাথমিক লিঙ্ক ''ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনালিজমের প্যাটার্নস''। জেমস মার্চ এবং জোহান ওলসেন 70 এবং 80 এর দশকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানে প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাভাবনার পুনরুজ্জীবনের পর্যালোচনা করেছিলেন এবং প্রস্তাব করেছিলেন যে নতুন প্রাতিষ্ঠানিকতা কেবল ''রাজনৈতিক জীবনের সংগঠনটি একটি পার্থক্য সৃষ্টি করে।''

তুলনামূলকভাবে উদার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির অবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠানগুলিতে মনোযোগ ও ভূমিকা পালন করে পণ্ডিতগণ বিশ্বব্যাপী বিশ্বের একীকরণ ও শাসনকে ''নবীনতর প্রতিষ্ঠানিকতাবাদ'' হিসাবে এই সমস্ত পন্থার কথা উল্লেখ করতে শুরু করে। কাঠামোগত বাস্তবসম্মততার সাথে প্রায়শই বৈষম্যমূলক, নিওলবার্নাল প্রাতিষ্ঠানিকতা অনুমান করে যে যুক্তিসঙ্গত অভিনেতা অরাজক অবস্থার অধীনে সহযোগিতা করতে পারে কারণ প্রতিষ্ঠানগুলি এমন আইন সরবরাহ করে যা অভিনেতারা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং কারণ অভিনেতারা আপেক্ষিক লাভের জন্য সংগ্রাম করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ লাভের সাথে সুখী হয় (একটি কেন্দ্র-কেন্দ্রীয় বাস্তববাদী বা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী অনুমান করা হবে) প্রস্তাবিত ব্যবস্থার যে কোনও সেট থাকে। রবার্ট পাওয়েল, স্ট্রাকচারাল বাস্তববাদ এবং নব্য উদার প্রতিষ্ঠান উভয়ই রাজ্যের একক মডেলের বিশেষখ ক্ষেত্রে হ'ল সিস্টেমের অভিনেতাগুলির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার দ্বারা অনাক্রম্যতা এবং বিধিনিষেধমুক্ত অবস্থার অধীনে তাদের স্বার্থগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন।

খ) Neoliberal ইনস্টিটিউশনবাদ

উদারতাবাদের প্রধান প্রবাহটি নব্য-উদীয়মান প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমন্বয়ের উপর কেনিসীয় জোর দেয়। অস্ট্রিয়ান স্কুলের অর্থনীতিবিদ এবং মিলন ফ্রিডম্যানের মতো নেতৃস্থানীয় মার্কিন অর্থনীতিবিদগণের সাথে নিউক্লাসিক্যাল উদারপন্থীরা সরকারের হস্তক্ষেপকে বাজারের ক্ষতিকারক হিসাবে এবং ফলস্বরূপ সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হিসাবে বুঝেছিল। অস্ট্রিয়ান স্কুলের-লুডভিগ ভন মাইসেস এবং ফ্রেডরিচ হেইক বিরোধী সমাজতান্ত্রিক সরকার বিরোধী হস্তক্ষেপ নীতি সমর্থন করেছিলেন।

মিল্টন ফ্রিডম্যানের জন্য, সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সীমিত। রোজ ফ্রিডম্যানের সাথে তিনি লিখেছিলেন : ''খেলার নিয়মগুলি'' নির্ধারণ করার জন্য এবং আম্পায়ার হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়মগুলি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করার জন্য সরকার উভয়ই একটি ফোরাম হিসাবে অপরিহার্য। ''অন্য দিকে, বাজারগুলি'' রাজনৈতিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এর ফলে ... এই খেলাটি কতটুকু সরকারের সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হবে তা হ্রাস করেন''।

লাইসসেজ-ফায়ার অর্থনীতির আধিপত্যের ফলে ''ওয়াশিংটন সমঝোতা'' এর আধিপত্য ঘটে যা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি (বিশেষত বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) পথ পরিবর্তন করে এবং সরকারগুলি 1990 এর দশকে বৈদেশিক সাহায্যের নীতি প্রণয়ন করে। ওয়াশিংটন সমঝোতার প্রস্তাবকারীরা তাদের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হিসাবে অর্থনীতির দক্ষতা রাখে।

অবশেষে, ওয়াশিংটন সমঝোতার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল কারণ এটি উন্নয়নশীল দেশে ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। 2005 সাল নাগাদ, বিশ্বব্যাংক ওয়াশিংটনের সমঝোতা এর নিউক্লাসিকাল অর্থনীতি বাস্তবায়নের নীতিগুলি ব্যর্থতার বিষয়ে সতর্কতার সাথে জারি করে।

ওয়াশিংটন সমঝোতা এবং 2008 সালে শুরু হওয়া আর্থিক সংকটের পতনের পর সুসান স্ট্রেঞ্জের বৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ

উল্লেখ করা উচিত। অদ্ভুত, যারা শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, বিস্তৃতভাবে বাজার ও দক্ষতা সম্পর্কে তার বোঝার উদার হিসাবে, দৃঢ়ভাবে নব্য অবস্থানের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতির দ্রুত গতিশীল আর্থিক প্রবাহের বিপদকে স্পষ্টভাবে দেখেন, যার মধ্যে কোনও সরকার ন্যায্য আচরণ বিনিময় এবং নেতিবাচক বহিরাগতদের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য যথাযথ বিধিনিষেধ সরবরাহ করে না, যার ফলে যুক্তিসঙ্গত স্বার্থপর এজেন্ট অনুপস্থিতিতে স্বার্থপরতা অর্জন করে।

৪.৮ মার্কসিজম এবং তার বৈকল্পিক :

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির তৃতীয় প্রধান চিন্তাধারা মার্কসবাদ, বেশ কয়েকটি ''নিও''-রুপের সাথে। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এবং (পরে) ভ্লাদিমির লেনিনের বরাত দিয়ে কার্ল মার্ক্সকে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রজন্ম বলে মনে করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্ছিন্নতা এবং চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে সাংগঠনিক পরিবর্তনগুলি মার্কসিয়ান-প্রভাবিত নীতিগুলির ব্যর্থতা প্রদর্শন করেছে, মার্কসিয়ান চিন্তাধারা পুঁজিবাদ এবং আলোচনার উপর আলোকপাত করে বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোর একটি দরকারী সমালোচনার প্রস্তাব দেয়। স্বরূপ।

মার্ক্স, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, রাজনৈতিক অর্থনীতির সক্রিয়তার সঙ্গে দার্শনিক তদন্ত যৌথভাবে জড়িত। তিনি এমন একটি বিশ্বকে দেখেছিলেন যা শিল্প উন্নয়ন দ্বারা পরিবর্তিত হচ্ছে, যার মধ্যে শ্রমিকরা কেবল রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেই নয় বরং পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণেও আগত। মার্কস পুঁজিবাদের ড্রাইভিং পরিবর্তনের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলি দেখে, যা তিনি সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের দিকে পরিচালিত করার আশা করেছিলেন, হেজেলের দ্বান্দ্বিক বস্তুকে বিশ্বজুড়ে রূপান্তরিত করেছিলেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে মার্কস সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার কেন্দ্রীয় বিন্দু হিসাবে বিনিময় ক্ষেত্রের বিরোধিতায় উৎপাদনের গোলকের শনাক্তকরণে উদারপন্থীদের সাথে ভেঙে পড়ে। বাজার পদ্ধতিগুলি তুলনামূলকভাবে নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু উৎপাদন রাজনীতি—খাদ্য বা দোকানের ফসল বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত ভূমি কিনা—সামাজিক ক্রমের প্রকৃতি এবং গতিশীলতা নির্ধারণ করেছিল। মার্কস বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতির গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপায়ে বিচ্ছিন্ন শ্রমের এই ধারণাকে বর্ধিত করেছেন। প্রথমত, তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নির্দিষ্ট উপাদান হিসাবে শ্রম বিচ্ছেদকে জোর দেন। একটি শিল্পায়ন সমাজে শ্রম বিভাগের অর্থ ছিল শ্রমিকদের বেঁচে থাকা পণ্য হিসাবে তাদের শ্রম শক্তি বিক্রি ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না। এভাবে, শ্রমিক তার উৎপাদন ক্ষমতা পুঁজিবাদীকে বিক্রি করে। শ্রমিকের নিজস্ব শ্রম থেকে বিচ্ছিন্নকরণ শ্রেণীগত সম্পর্কগুলির বিশেষ দূষিততা দেয় যা উৎপাদনের পুঁজিবাদী বিন্যাসকে চিহ্নিত করে। দ্বিতীয়ত, মার্কস পরীক্ষা করে দেখেন যে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা কীভাবে ''উদ্বৃত্ত মূল্য'' সংশ্লেষণের দিকে পরিচালিত করেছিল, পুঁজিবাদীকে অর্জিত মুনাফাটি যখন পুঁজিবাদী শ্রমিকের উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের বেতন মজুরি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মজুরি শুধুমাত্র তার জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করবে, কিন্তু পুঁজিবাদী উদ্বৃত্তিকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, যা পুঁজিপতির নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি হবে।

ভ্লাদিমির লেলিনের ট্র্যাক, *সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর—একটি জনপ্রিয় রূপরেখা,* মার্কসীয় চিন্তাকে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতিতে নিয়ে এসেছে। লেনিন মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বর্ধিত করেছেন, যা দেখায় কিভাবে পুঁজিবাদ বিশ্ব জুড়ে মূল্যের সংমিশ্রণ একচেটিয়া উত্থানের মাধ্যমে মালিকানার ঘনত্বের দিকে পরিচালিত করে। ব্যাংক মালিকানা একচেটিয়া এবং একচেটিয়া রাজধানীর স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে ওঠে। লেনিনের মতে, ফলাফলগুলি একচেটিয়া ''অর্থোপার্জন'' ছিল। এছাড়াও, রাজধানী ও ব্যাংকগুলির মধ্যে সংযোগগুলি এই এবং রাজ্যগুলির মধ্যে টাইট সংযোগ

দ্বারা ''সম্পন্ন'' হয়। ফলস্বরূপ, লেনিন লিখেছিলেন, পুঁজিবাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি স্থানান্তর ছিল। ''পুরানো পুঁজিবাদের অধীনে, যখন বিনামূল্যে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ হয়, তখন *পণ্যের* রপ্তানি সবচেয়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। আধুনিক পুঁজিবাদের অধীনে যখন একচেটিয়া কর্তৃত্ব আসে, তখন *মূলধন* রপ্তানি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ''তিনি যুক্তি দেন যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে'' পুঁজির মহাপরিচালক ''রপ্তানি চালায় এবং পুঁজিবাদ বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু, সাম্রাজ্যবাদ প্রাকৃতিক ফলাফল ছিল, কারণ আর্থিক মূলধন উপনিবেশগুলির কাঁচামালকে উৎখাত করে চলেছিল। ফলাফলটি ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং বিদেশে উভয়ই জনসাধারণের নির্বাসন, ''অসম বিকাশ এবং জনগণের খারাপ অবস্থার জন্য মৌলিক ও অনিবার্য শর্ত এবং উৎপাদনের এই পদ্ধতির প্রাঙ্গণ''। পুঁজিবাদ ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যের ধাক্কায় ধাক্কা দেওয়ার চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব অবশ্যই অবশেষে নেতৃত্ব দিতে হবে, লেনিন আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অবশেষে একচেটিয়া পুঁজিবাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা বলেছিলেন।

ইতালীয় কমিউনিস্ট আন্টনিও গ্র্যামসি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাব ফেলেছে। মার্কস, লেনিন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত গ্র্যামস্কি, আইপিই-এর গবেষণায় গ্র্যাশিয়িয়ান স্বৈরাচারের ধারণাকে অবদান রাখেন। উদার ও বাস্তববাদী আইপিই-র ক্ষেত্রে, স্বৈরশাসন কেবল একটি একক রাষ্ট্রকে বোঝায় যা ক্ষমতার প্রারম্ভিকতা ধারণ করে, গ্রামসি সামাজিক ক্রমের উপাদান এবং উৎপাদনশীল ভিত্তি (কাঠামো) এবং দর্শন, ধারনা, সংস্কৃতি এবং সম্পর্কগুলির মধ্যে জটিল ইন্টারকানেকশনটি দেখেছেন। গ্র্যামস্কির জন্য, এটি একটি শ্রেণীবিভক্ত, যখন এটি নিয়ন্ত্রণকারীদের সম্মতির মাধ্যমে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়, প্রভাবশালী ''নৈতিক-রাজনৈতিক'' ধারনাগুলির জটিল সংকলনের কারণে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মালিকানা ও সংস্থার শর্তে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্র্যামসিশিয়ান শব্দটি ''ঐতিহাসিক ব্লক'' যা উপাদান এবং উৎপাদনশীল ভিত্তি এবং ধারণাগুলির উপনির্মাণের মধ্যে গতিশীল দ্বান্দ্বিক সম্পর্কেকে বোঝায়। রবার্ট ডব্লিউ কক্স ব্যাখ্যা করেছেন, ''ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং রূপান্তরের সাথে এবং ইতিহাসে মানব সংস্থাটির স্বাধীনতার সম্ভাব্যতার সাথে গ্র্যামস্কি স্থিতিশীল সত্তা হিসাবে ঐতিহাসিক ব্লক নিয়ে কম উদ্বিগ্ন ছিল না''। গ্র্যামস্কির মতো, কার্ল পোলন্যি (2001) সমাজকে পুঁজিবাদী বাজারগুলির নেতিবাচক পরিণতির প্রতিবাদ করতে দেখেছিলেন। *দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন ইন*, তিনি যুক্তি দেন যে একটি ''দ্বি-আন্দোলন'' সামাজিক শক্তিগুলির দ্বারা বাজারের চালিত সমাজের দিকগুলির বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াতে পারে। পলানিও সমাজ, বাজার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সম্পর্কযুক্ত, প্রযুক্তিগত ও নীতিগত উদ্ভাবনের সাথে সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনগুলির দিকে পরিচালিত করে। পোলন্যি ভূমি, শ্রম এবং বিশেষকরণ, সামাজিক পরিবর্তনের ফলে শিল্প বিপ্লব এবং ''হিউট ফাইন্যান্স'' এর উত্থান সম্ভব হয়ে উঠার মাধ্যমে স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির সৃষ্টি করে।

গ্র্যামিয়ানিয়ান বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী গবেষণা এবং বিশ্বজুড়ে উদার বাজারগুলির বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতির এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি নির্দেশ করে যে বিশ্বব্যাপী বিরোধী-বিশ্বায়নের এবং বিশ্ব-বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাটি হেমোমনিক ও কাউন্টার হেগোমনিক গ্রুপগুলির মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রতিযোগিতার মূল কারণ। এই লেখক গোষ্ঠী এবং অন্যান্য ননস্টেট অভিনেতা, পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বের উপর নজর রাখে, যেহেতু বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতিতে নাগরিক সমাজ বিভিন্ন ধরনের অভিনেতাদের অন্তর্ভুক্ত।

৪.৯ নারীবাদী বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতি :

বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতিকে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সাধারণত দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে। প্রথমত, মানুষকে

জাগ্রত করা হয়, এবং লিঙ্গগুলি সাধারণত আংশিকভাবে বোঝা যায়, পুরুষ এবং ক্রিয়াকলাপগুলি পুরুষজাতীয় (প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অর্থ উপার্জন করা) নারীর ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনশীল (অর্থাৎ বাজার ভিত্তিক) ক্রিয়াকলাপ সমাজের মধ্যেই একমাত্র জিনিস নয় ; বরং, সমাজকে প্রয়োজন, কিন্তু, আবারও, মূল্যবৃদ্ধিমূলক অর্থনীতির কার্যক্রমগুলির মূল্যের প্রয়োজন নেই—গৃহহীন জীবন যাপন করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কাজ, অবসর কার্যক্রম এবং পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়া। এই প্রজনন কার্যক্রম প্রায় সর্বজনীনভাবে নারীর বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে যুক্ত হয় এবং মূলধারার বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণগুলি বিবেচনা করে না।

উঠতি বাজার অর্থনীতিগুলির একীকরণ সহ বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতির বাজারীকরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গ প্রভাব রয়েছে। কিছু পণ্ডিতদের মনে রাখবেন, এই পরিবর্তনগুলি কেবল ভাল বা খারাপ নয়। নেতিবাচক দিক থেকে, শ্রমের অনানুষ্ঠানিকীকরণ—নিয়মিত, পূর্ণ-সময়ের চাকরির জন্য পার্ট টাইম, অস্থায়ী, বা স্বতন্ত্র চুক্তি ব্যবস্থা থেকে উপলব্ধ চাকরিগুলির পরিবর্তনশীল প্রকৃতি—পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়তা যোগায়। প্রভাব নারী কাজ এবং পুরুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নারীবাদী কাজ উপর আরো উচ্চারিত হয়। ইতিবাচক দিক থেকে, বৈশ্বিকীকরণ শিক্ষার সুযোগে বাড়তি ইক্যুইটি তৈরি করেছে এবং কিছু চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করেছে (বেনারিয়া। একইভাবে, জ্যাকুই ট্রু, চেক প্রজাতন্ত্রের একটি ক্ষেত্রে গবেষণায় দেখা যায় যে, ''লিঙ্গের যৌক্তিকতা বাজারের বর্ধিতকরণকে সহজতর করে তুলছে'', ''নারীদের ক্ষমতায়ন করার দ্বৈত প্রভাবের সাথে'' শৃঙ্খলা ও বাজার সভ্যতা''।

৪.১০ উপসংহার

এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত উদাহরণগুলি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমন্বয় প্রক্রিয়াগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে যা মূলত অপরিবর্তিত বিশ্বব্যাপী বাজার ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে জড়িত। যদিও আমরা অবশ্যই বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে বাস করি, তবুও এই সময়ে আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলি আসে তা সাধারণ প্রতিক্রিয়ার অভাব। এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হিসাবে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক থেকে বিশ্বব্যাপী বিশ্লেষণাত্মক পরিবর্তন, পরিবর্তন ঘটেছে তা আমাদের সতর্ক করে দেয়—যদিও তার গতিবিধি পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন এবং অভিনেতা এবং বিশ্বব্যাপী এজেন্দাবাদের বিভক্ত অ্যারের কারণে পরিমাপ করা কঠিন।

৪.১১ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশদে আলোচনা করুন।

৪.১২ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Deutsch, Karl. (1957). *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in te Light of Historical Experience.* Princeton: Princeton University Press.

ii. Etzioni, Amitai. (1991). The Socioeconomic View of Redevelopment. *Review of Political Economy, 3* (4).

iii. Keynes, John Maynard. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money.* London: Macmillan.

iv. Lenin, V. I. (1963). Imperialism, the Highest Stage of Capitalism - A Popular Outline. In *Lenin's Selected Works* (Vol. 1). Moscow: Progress.

v. Baylis, John., & Smith, Steve. (2001). *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations.* New York: Oxford University Press.

পাঠক্রম : 2.1

Unit-5

যোগাযোগ তত্ত্ব ও ক্রীড়াতত্ত্ব
Conflict and Cooperation in International Relations : Communications and Game Theory

বিষয়সূচী :

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৫.২ যোগাযোগ তত্ত্ব

৫.৩ ক্রীড়াতত্ত্ব

৫.৪ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৪.৫ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় যোগাযোগ তত্ত্ব ও ক্রীড়াতত্ত্ব বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৫.২ যোগাযোগ তত্ত্ব

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নত কলাকৌশল ও ধ্যানধারণাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করার একটা প্রবণতা বেশ কিছুকাল ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কার্ল ডয়েটসের (karl Deutsch) The Nerves of Governemt, Model of Political Communication and Control (1966) এই ধরনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক অভিনব প্রয়াস। (Cybernaties) ধারণাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই যোগাযোগ তত্ত্ব তিনি প্রণয়ন করেন। ডয়েটসের মতে Cybrneties সংবাদ আদান প্রদানের এক তত্ত্ব, একটি স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র যার মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রের মতো কাঠামো পরিচালিত হয়। ডয়েটস তার বইতে রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণের এক মডেলকে উপস্থাপন করেছেন।

ডয়েটস সরকারকে পরিচালনার সমস্যা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। পরিচালনাই যোগাযোগের মূল কথা। ডয়েটস যোগাযোগ তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বা সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর পরিচালনা বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত মনোভাব বা ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে। Cyberneties একটি আবদ্ধ ব্যবস্থা হলেও তাকে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতো একটি খোলা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

যোগাযোগ এই কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক মনোভাব ইচ্ছা বা প্রতিক্রিয়ার বার্তার আদান প্রদান। এই প্রসঙ্গেই আধুনিক গণজ্ঞাপনমাধ্যমগুলির গুরুত্ব

কি সেকথা উল্লেখ করেছেন ডয়েটস।

এই যোগাযোগের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি ধারণা হল—গমনাগমন (channel) ভার (load) ভার বহনের ক্ষমতা (load capacity), প্রবাহ (flow) মন্দগতি (lag) ইত্যাদি। প্রতিটিই যোগাযোগের গতি বা ধারাকে প্রবাহিত করে। যোগাযোগের সূত্র বা প্রবাহগুলির কার্যকারিতার উপর সংযোগ বা সংহতির মাত্রা নির্ভরশীল।

ডয়েটসের মূল বক্তব্য হল এই যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঐক্য বা স্থায়িত্ব যোগাযোগের সূত্র বা প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। যদি দেখা যায় যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার যোগাযোগের ভার গ্রহণের প্রতিষ্ঠানগত সামর্থ্য, যোগাযোগের প্রবাহ বা গতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাহলে বুঝতে হবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাটি নিজের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ। কিন্তু যদি দেখা যায় যে যোগাযোগের ভার বহনের সামর্থ্য কোনও ব্যবস্থার নেই, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাটির স্থায়িত্ব নষ্ট হতে পারে। ডয়েটস মানুষের স্নায়ুমন্ডলী ও রাষ্ট্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাদৃশ্যকে উপস্থিত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, যোগাযোগ শুধু সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্যাকে বর্ণনা করে তা নয়, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকারী রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ, জনসংযোগ রক্ষাকারী ব্যবস্থা এবং তাদের ভূমিকা প্রভৃতিও জানা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থাটি রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সীমা এবং এর উপরই সংগঠনগুলির পরিবর্তন পরিবর্ধন এমনকি তার অস্তিত্বও নির্ভরশীল।

ডয়েটসের মতো যোগাযোগ সূত্রের সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের উপর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভরশীল। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বা ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করলে, বলা চলে যে, এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যোগসূত্র হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামো তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী সম্পূর্ণভাবেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই যোগাযোগের বিভিন্ন Opinion reservoirs বা অভিমত সংগ্রহস্থলগুলি হল—নির্দিষ্ট কোনও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা উৎকর্ষে উচ্চতর গোষ্ঠী (status group) যেমন এলিট বা বাছাই করা ব্যক্তিবর্গের শ্রেণি, সরকারি রাজনৈতিক ব্যবস্থা (government political system), গণজ্ঞাপন মাধ্য (mass media), নেতাবৃন্দ এবং জনগণ। এই প্রতিটি গোষ্ঠী বাকি গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে যে য়োগাযোগ পায়, সেগুলিকে স্মরণে রেখে তারা প্রত্যুত্তরে নতুন কোনও যোগাযোগ বার্তা প্রেরণ করে ওই বাকি গোষ্ঠীগুলির কাছে। প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে প্রাপ্ত যোগাযোগবার্তার মূল্যায়ণ করার এবং তার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার। সেই অর্থে দেখলে গোটা মানবসমাজই যোগাযোগ ব্যবস্থার চিরাচরিত প্রবাহের উপর দাঁড়িয়ে আছে—এই প্রবাহের তিনটি মূল অঙ্গ হল—উপকরণ (Input), উৎপন্ন (Output) এবং ফলাফল ও অভিজ্ঞতা প্রেরক পুনরাবর্তন পথ (feedback process) তাই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরই বহুলাংশে পরস্পর নির্ভরশীল এবং মাত্র কিছু অংশে স্বতন্ত্রে। তাছাড়া এরা প্রত্যেকেই বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আন্তর্জাতিক সমাজ ও তার আর্থিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাহ্য পরিবশে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে রাষ্ট্রগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতার আড়ালে সবসময়ই একটা ক্ষমতার লড়াই চলেছে। প্রত্যেকেই নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। যখন সেই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না, তখন সংঘর্ষ অনিবার্য। এই অর্থে বলা হয়ে থাকে যে, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সূচারু প্রয়োগের ক্ষেত্রে অক্ষমতা। সাধারণ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুটা এই মর্মে চালিত হয়—যোগাযোগ (Communication) → লেনদেন (negotiation) → সহযোগিতা (cooperation) → সংহতি (integration)। যদি যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঠিকমতো কাজ না করে সেক্ষেত্রে শেষ লক্ষ্য সংহতিতে পৌঁছানো যাবে না। তার জায়গায় দেখা যাবে সংঘর্ষ। এর থেকে এই পরিসংহারে আসা যায় যে, কোনও সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে নিয়ে যেতে সহায়ক হতে পারে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ কার্যকর, সেখানে এই যোগাযোগের গন্ডীই তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গন্ডী স্থির করে। দুটি এককের (unit) সরল ব্যবস্থায়, সাধারণত তিনটি প্রধান যোগাযোগ প্রক্রিয়ার যে কোনও একটি বর্তমান থাকে। প্রথমটি হল যেখানে A-র যোগযোগ ক্ষমতা (b_1) B-এর তুলনায় অনেক বেশি। ফলে B-র প্রত্যুত্তর b_2 খুব একটা সোচ্চার নয়। এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া মূলত Compulsive বা dominating অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণমুখী (fig-I) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমতুল্য পুনরাবর্তন বা feedback দেখা যায়, সেখানে A ও B (উভয়েই পরস্পরকে) সমানভাবে প্রভাবিত (influence) করে যা, চক্রাকারে আবর্তিত হয়। (fig-II) তৃতীয় ক্ষেত্রে pattern of reduction যা পরিলক্ষিত হয়, সেখানে কিনা কোনও যোগাযোগই নেই। এটা অবশ্য সাময়িক, কারণ কোনও রাষ্ট্র বেশি সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ পাঁচের দশকে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কথা বলা যেতে পারে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণমুখী যোগাযোগের দ্বারাই বহুলাংশে পরিচালিত। শিল্প, প্রযুক্তি ও সামরিকগত দিক থেকে উন্নত দেশগুলিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল সাধছে। এই দ্বিবিভক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তারে সফল হয় তাদের উন্নতমানের যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দরুণ। অবশ্য তার মানে এই নয় যে এক্ষেত্রে কোনও পুনরাবর্তন প্রক্রিয়া বা feedback নেই। তবে সেই পুনরাবর্তন এতই দুর্বল যে তার কোনও প্রভাব নেই। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বহুকেন্দ্রিকতা দেখা দেওয়ার ফলে এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া আর অত সরল নেই বরং খুবই জটিল আকার ধারণ করেছে।

৫.৩ ক্রীড়া তত্ত্ব

আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল ক্রীড়াতত্ত্ব। ক্রীড়াতত্ত্ব (Games theory) রাজনৈতিক বিরোধকে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের পটভূমিতে বর্ণনা করে। কোনও কৌশল অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীরর সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা সম্ভব, রাজনৈতিক খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের কাম্য ব্যবহার কি, কোন পরিবেশে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সর্বোত্তম ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব ক্রীড়াতত্ত্বে এইসব বিষয়গুলিকেই আলোচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিযোগীদের পছন্দ, সুযোগ, লাভালাভ প্রভৃতির আলোকে রাজনৈতক ক্রীড়ার কাম্য নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করেছে এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছে।

বিরোধের অবস্থা বা প্রতিযোগিদের লাভ লোকসানের তারতম্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক খেলাকে Two person zero sum game এবং 'Two person non zero sum game' এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিযোগিরা নিজেদের পছন্দ বা লাভ-লোকসান সম্পর্কে অবহিত না হয়েই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন থেকেই তারা অগ্রসর হয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি হলে নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে খেলার চরিত্রও বদলে যাবে। এবং খেলা বারবার আবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কোনও পক্ষেরই সম্পূর্ণ লাভ বা সম্পূর্ণ লোকসান সম্ভব নয়। এই zero sum game কে নিম্নোক্ত ভাবে দেখানো যায়—

এখানে A ও B দুজন প্রতিযোগী। A র দুটি স্ট্র্যাটেজি আছে a_1 ও b_2 একইভাবে B-র ও দুটি স্ট্র্যাটেজি আছে a_1 ও b_2 যদি A তার a_1 স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে এবং B তার b_1 তাহলে A, 8 বেশি পায় B-এর থেকে। যদি A, a_1 স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে এবং B, b_2 তাহলেও A, এর 2 লাভ হয়। কিন্তু যদি A, a_2 স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে এবং B, b_1 তাহলে A সর্বাধিক লাভ করবে 5। কিন্তু যদি A, a_2 স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে আর B, b_2 তাহলে A 3 হারবে। স্বভাবতই B, A কে সর্বাধিক লাভবান হতে দেবে না এবং b_2 ব্যবহার করবে। ফলে দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রেই B-র পক্ষে সব

থেকে ভালো স্ট্র্যাটেজি হবে b_2 আর A-র পক্ষে a_1 কিন্তু সবক্ষেত্রে এরকম ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

—এই ক্ষেত্রে A যদি a_1 স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে তাহলে B, b_2 স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করবে। আর যদি A a_2 ব্যবহার করে তাহলে B b_1 ব্যবহার করবে। যদি B, b_1 থেকে না সরে তাহলে Aকে a_1 ব্যবহার করতে হবে। ফলে কারুর পক্ষেই কারুকে হারানো সম্ভব নয়। এই ধরনের খেলায় স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না।

স্নায়ুযুদ্ধে সময়কালীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এই zero-sum game এর সবথেকে সুস্পষ্ট উদাহরণ। বিশ্বের দুই পরাশক্তি এবং তাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা দুই শক্তি গোষ্ঠীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে নিরাপত্তার প্রশ্নটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। সাধারণভাবে Zero sum game দ্বারা পরিচালিত ব্যবহার আত্মরক্ষামূলক নীতির সৃজন করে। এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল এই য়ে, একটি no-win (দুই পক্ষের কেউই জিতবে না) নীতি আপাততদৃষ্টিতে যতই কম চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এটির ব্যবহারের উপকারিতা আছে।

মনে রাখতে হবে যে zero sum game দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অন্ত (end of the world) নয়। যদিও এই নীতি অন্তহীন বিরোধিতার কথা বলে, তবুও এটি একটি যুক্তগ্রাহ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়, বাস্তব দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আন্তরাষ্ট্র যে রাজনৈতিক ক্রীড়া হয়, সেগুলি মূলত মিশ্র উদ্দেশ্য সমন্বিত ক্রীড়া। তাই অনেক সময় একে non-zero sum game বলে অবহিত করা হয় কারণ কোনও পক্ষেরই সম্পূর্ণ লভ বা সম্পূর্ণ লোকসান সম্ভব নয়। এই ধরনের ক্রীড়ার দুটি প্রতিরূপ হল Chicken Model এবং Prisoners Dilemma। প্রথমটি হল এমন একটি পরিস্থিতি। যেখানে একটি সরু গলিতে দুটি গাড়ি তীব্র গতিতে পরস্পরের মুখোমুখি ধেয়ে আসছে। এই দুই গাড়িচালকের মধ্যে যে প্রথম প্রাণরক্ষার্থে পাশ কাটাবে তাকে দুর্বলচিত্ত বা Chicken বলা হবে। যদি দুপক্ষই এগোতে থাকে তাহলে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটবে, আর যদি দু পক্ষ একই সাথে পাশ কাটায়, তাহলে কেউ না জিতলেও, ক্ষতি বা অসম্মান কারুরই হচ্ছে না। এই ধরনর ক্রীড়া প্রণালী মূলত প্রতিনিবারণ বা Deterrence এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। (উদাহরণ ১৯৬২ সালের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট)

Prisoners Dilemman প্রতিরূপটির বাস্তব প্রতিফলন আরও বেশি বলা হয়ে থাকে। এই প্রতিরূপে, দুই বন্দী আছে যারা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত। কিন্তু দুজনের মধ্যে যে কোনও একজনের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি না পেলে এদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া সম্ভব নয়। ঘোষণা করা হয় যে দুই বন্দীর মধ্যে যে অপরজনের একদিন আগে জবানবন্দী দেবে, তাকে নগদ টাকা ছাড়া মুক্তিও দেওয়া হবে এবং অপর ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। যদি দুজনে একসাথে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে দুজনকেই দশ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে।—যেহেতু বন্দী দুজনের কাছে দুটি মাত্র স্ট্র্যাটেজি আছে, এর চারটি বহিপ্রকাশ আছে—

(ক) দুজনেই চুপ থাকবে এবং মুক্তি পাবে কিন্তু নগদ কিছু পুরস্কার পাবে না।

(খ) প্রথমজন চুপ থাকবে, কিন্তু দ্বিতীয়জন স্বীকারোক্তি দেবে। ফলে দ্বিতীয়জন মুক্তি পারে আর সাতে নগদ পুরস্কারও পারে।

(গ) দ্বিতীয়জন চুপ থাকবে এবং প্রথমজন স্বীকারোক্তি দেবে, ফলে প্রথমজন মুক্তি পাবে আর সাথে নগদ পুরস্কারও পাবে।

(ঘ) দুইজনই একসথে স্বীকারোক্তি দেবে এবং দশবছর কারাদন্ডে দন্ডিত হবে।

এই প্রতিরূপে দুই বন্দীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে স্বীকারোক্তি দেওয়া যদিও চুপ থাকলে দুজনেরই সব থেকে বেশি লাভবান হবে। কিন্তু যেহেতু উভয়ের কেউই কাউকে বিশ্বাস করে না। তাই চতুর্থ ক্ষেত্রের ফলাফলটিই বাস্তবায়িত হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যা যে Prisoner's Dilemma এমন একটি পরিস্থিতির প্রতিরূপ।

যেমন দুটি রাষ্ট্র লাভবান হয় যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে, কিন্তু যেহেতু একজন নিঃসন্দেহে অপরের চোখে ধুলো দিয়ে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করবে, সেহেতু কেউই কাউকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। এর উদাহরণ হল ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা নীতি।

ক্রীড়াতত্ত্বের মূল দুর্বলতা হল পূর্ব নির্ধারিত অনুমানকে (assumptions) সম্বল করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা চালানো। বাস্তব জীবনে এই ধরনের অনুমানগুলিকে বাস্তবায়িত করা দুরূহ ব্যাপার। যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া হয় যে এর কারকগুলি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকে, তবুও এটা বিবেচনা করা খুবই শক্ত যে প্রতিটি ক্রীড়ামন্ত্রকে প্রত্যেক পদক্ষেপের ফল শুধু মাত্র নিজের নয়, অপরের ক্ষেত্রেও কি হবে এবং অপরপক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেবে।

৫.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

a) What are some of the significant components of game theory?

b) What are the two major typologies of game theory?

c) Explain zero-sum game and non-zero-sum game with the help of examples.

৫.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Bandopadhyay, Jayantanuja. (1993). *A General Theory of International Relations.* New Delhi: Allied Publishers.

ii. Baylis, John., & Smith, Steve. (2001). *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations.* New York: Oxford University Press.

পাঠক্রম : **2.1**

Unit-6

উত্তর-পজিটিভিজম : আই আর সমালোচনামূলক তত্ত্ব, আই আর মধ্যে স্বাভাবিকতাবাদ

Post-Positivist Interventions in the Study of International Relations : Normative Theory and Critical Theory

বিষয়সূচী :

৬.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৬.২ ভূমিকা

৬.৩ উত্তর-পজিটিভিজম

৬.৪ র‍্যাডিকাল

৬.৫ অর‍্যাডিকাল

৬.৬ আইআর এর সমালোচনা তত্ত্ব

৬.৭ আইআর মধ্যে স্বাভাবিকতাবাদ

৬.৮ আইআর-পোস্ট-পজিটিভিস্ট তত্ত্বগুলির স্থিতি

৬.৯ আইআর এর তত্ত্ব এবং দৃষ্টান্তের বিদ্যমান ব্যাপ্তিটি বহুমুখী ওয়ার্ল্ডের একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব ধারণ করে না

৬.১০ মূল্যায়ননিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৬.১১ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ পাঠ-উদ্দেশ্য :

এই এককটিতে উত্তর দৃষ্টবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নরমেটিভ তত্ত্ব এবং সমালোচনা তত্ত্বের বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

৬.২ ভূমিকা :

ইন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব, পোস্ট দৃষ্টবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যা epistermologically প্রত্যাখ্যান তত্ত্ব বোঝায় দৃষ্টবাদ, যা এই ধারণার যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রয়োগবাদী পর্যবেক্ষণ সামাজিক বিজ্ঞান প্রয়োগ করা যেতে পারে। পোস্টপোসিটিবাদী তত্ত্বগুলি বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান হওয়ার চেষ্টা করে না। পরিবর্তে, তারা পরিস্থিতি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতার সমর্কের কী

কী উপায়ে প্রচার করে তা নির্ধারণ করতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাটিকে ''বোঝার'' জন মামলার গভীরতর বিশ্লেষণের চেষ্টা করে।

৬.৩ উত্তর-পজিটিভিজম :

বিজ্ঞানের দর্শন পোস্ট-পজিটিভিস্টবাদ শব্দটি দুটি উপায়ে ব্যবহৃত হয়েছে : (১) বৈজ্ঞানিক দর্শনগুলির পরে বোঝা যা পরে উদ্ভূত হয়েছিল এবং ইতিবাচকবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এই শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে (অন্যদের মধ্যে) ঘটনাবলি, মার্কসবাদ, সমালোচনা তত্ত্ব, পোস্টস্ট্রাক্টোলিজম এবং উত্তর আধুনিকতাবাদ (পোস্টপোসিটিভিজম দেখুন) এবং (২) পজিটিভিজমের একটি সংস্কারিত সংস্করণকে উল্লেখ করা হবে যা অধীনে তালিকাভুক্ত চিন্তাগুলি দ্বারা করা সমালোচনাগুলিকে সম্বোধন করে প্রথম সংজ্ঞা, তবে পজিটিভিজমের মূল্য অনুমানগুলি সংরক্ষণ করে, অর্থাতাত্ত্বিক বাস্তববাদ, বস্তুনিষ্ঠ সত্যের সম্ভাবনা এব পরীক্ষামূলক পদধতির ব্যবহার। ব্যবহারিক এবং ধারণাগত উভয় কারণে সামাজিক বিজ্ঞানে এই ধরনের পোস্ট পজিটিভিজম সাধারণ বাস্তবে সামাজিক ঘটনার জন্য পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের বৈশিষ্ট্যগতভাবে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাগার অধ্যয়নের ধরনের বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করা প্রায়শন অসম্ভব বা অনৈতিক un ধারণাগতভাবে, প্রায়শই এটি লক্ষ করা যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলির বিপরীতে, মানুষগুলি প্রতিবিম্বিত হয়, অথআাৎ তারা গবেষকের উপস্থিতি বা আবিষ্কারের ভিত্তিতে তাদের আচরণকে পরিবর্তন করতে পারে। এই ধরনের উত্তর পজিটিভিজমের সমালোচকরা অভিযোগ করেন যে এটি পজিটিভিজমের প্রাথমিক অনুমানগুলি থেকে খুব বেশি যায়নি। ১৯৮০ এর দশকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের উত্তর-আধুনিকতাবাদী পড়াশুনা থেকে আই আর-র পোস্টস্ট্রাকটারালিস্ট তত্ত্বগুলি বিকশিত হয়েছিল। এই ধরনের উত্তর -পটিজিভিজমের সমালোচকরা অভিযোগ করেন যে এটি পজিটিভিজমের প্রাথমিক অনুমানগুলি থেকে খুব বেশি যায়নি। ১৯৮০-এর দশকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের উত্তর আধুনিকতাবাদী পড়াশুনা থেকে আই আর-র পোস্টস্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্বগুলি বিকশিত হয়েছিল।

উত্তর পজিটিভিজমবাদের মূল শক্তি পজিটিভিস্টবাদী চিন্তার সমালোচনা বিশ্লেষণ। এটি সামাজিক বিজ্ঞানকে স্থিতিশীলতার দিকে আরও সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে, এবং ইতিবাচকবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এর পদ্ধতিটে এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি গঠনের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যা এই প্রবন্ধটিকে উত্তর পজিটিভিটিজম হিসাবে দেখায়। এটা তোলে জোর হিসাবে যেমন জিনিস নেই যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পোস্ট প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতির শুধুমাত্র পোস্ট প্রত্যক্ষবাদী পন্থা। প্রকৃতপক্ষে, এটিও এর অন্যতম শক্তি এটি সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিতর্ককে উন্মুক্ত করেছে এবং চিন্তার স্থান তৈরি করেছে। যেখানে পজিটিভিজম পদ্ধতিগতভাবে গোড়ামীবাদী উত্তর পজিটিভিজম একটি সক্রেটিক পদ্ধতিকে উৎসাহ দেয়। ল্যাপিড উল্লেখ করেছেন যে পোস্ট পজিটিভিজমবাদ একটি একক দার্শনিক প্ল্যাটফর্ম নয়, তবে এর অনুগামীদের মধ্যে কিছু সাধারণ এবং প্রায়শই আন্তঃসম্পর্কিত থিমগুলি খুঁজে পেতে পারেন। এগুলি তিনি মেটা-বৈজ্ঞানিক ইউনিট (প্যারাডিজমিজম)-এর ব্যস্ততা, অন্তর্নিহিত প্রাঙ্গণ এবং অনুমান (পার্সেকটিভিজম) নিয়ে উদ্বেগ এবং পদ্ধতিগত বহুত্ববাদ (আপেক্ষিকতাবাদ)-এর দিকে প্রবাহ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

উল্লেখ করা যায় যে পোস্ট পজিটিভিজম, জ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোভাবকে জ্ঞানবাদীভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে ''উদ্দেশ্য'' এবং অভিজ্ঞতার সাথে বৈধ সিদ্ধান্তের রায়গুলির দাবির সমালোচনা করে; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেকোন একটিকে পদ্ধতিগতভাবে সর্বাধিক ''সত্য'' হিসাবে অস্বীকার করে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির সমতুল্যতা জোর দেয়, ব্যাখ্যামূলক কৌশলকে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করে।

অ্যান্টোলজিকালি প্রকৃতি এবং মানবিক ক্রিয়াকলপাগুলির তাত্ত্বিক ধারণাগুলি বাতিল করে দেয়, অভিনেতাদের পরিচয়ের

সামাজিক গঠনমূলকতা এবং স্বার্থ ও কর্মের সংবিধানে এই নির্মিত পরিচয়ের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে আদর্শিকভাবে তার সম্ভাব্যতা অবধি অক্ষরগতভাবে 'নিরপেক্ষ" তাত্ত্বিকতা অস্বীকার করে, 'বিজ্ঞানকে একটি পক্ষপাতিত্বমূলক শৃঙ্খলা হিসাবে" দাবি প্রকাশ করে এবং যে কোনও বক্তৃতায় শক্তি কাঠামো এবং সম্পর্ককে উন্মোচনের ও উত্থিত করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন লেখক দ্বারা আই আর পোস্ট পজিটিভবাদী তত্ত্বগুলি পৃথকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে, পদ্ধতির সাধারণকরণের দৃষ্টান্তগুলিতে গোষ্ঠী করা হয়, অন্যদিকে সেগুলি পৃথক করা হয়।

৬.৪ র‍্যাডিকাল :

1. আই আর সমালোচনামূলক তত্ত্ব
2. আই আরতে আধুনিক আধুনিকতাবাদ,

৬.৫ অর‍্যাডিকাল :

3. আই আর তে নারীবাদ,
4. ইতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান,
5. আই আর-র মধ্যে আদর্শবাদ।

৬.৬ আই আর এর সমালোচনা তত্ত্ব :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে সমালচোনামূলক তত্ত্ব উত্তর-পরবর্তকালের পরবর্তী বা 'চতুর্থ বিতর্ক' এর একটি অংশ যা 1970 এর দশকের আন্তঃবিচিত্র বিতর্ক অনুসরণ করেছিল। পোস্টপোসিটিজম তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতত্ত্বের বহুবচন নিয়ে গঠিত যা নব-বাস্তববাদী 'গোঁড়ামি" এর বিস্তৃত সমালোচনা খুলতে শুরু করে যা 1980 এর দশকের শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক সমপর্কের তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছিল। তবে সমালোচনামূলক তত্ত্বের বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটি পার্থক্য করাদরকার। লোয়ার কেস চিঠিগুলিতে সমালোচনামূলক তত্ত্ব শব্দটি নারীবাদ, ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান, পোস্টস্ট্রাকচারালিজম, গঠনবাদ এবং পোস্টকলোনিয়ালিজমের মতো পোস্টস্টিভিস্টবাদী তত্ত্বকে বোঝায় যা মূলধারার এবং তাদের বিশেষত নিও-রিয়েলিজমের সমালোনায় ঐক্যবদ্ধ। ক্রিটিক্যাল থিওরি (সিটি) মূলধনী অক্ষরের সাথে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল থেকে উদ্ভূত সমালোচনামূলক তত্ত্বকে আরও উল্লেখ করে এবং বিশেষত জার্গেন হাবেরমাসের কাজ থেকে, যা এই নিবন্ধের তৃতীয় অংশে ব্যাখ্য করা হয়েছ। যদিও বেশিরভাগ সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলি মার্কসবাদ থেকে তাদের অন্তর্দৃষ্টি আঁকেন, শাস্ত্রীয় মার্কসবাদীর ব্যর্থতা স্পষ্টতই মুক্তি পেয়েছে রাজনীতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাব মোকাবেলায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরক্ষেত্রে মার্কসবাদী সমালোচনামূলক তত্ত্বকে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল থেকে উদ্ভূত সমালোচনামূলক তত্ত্বের আরও আদর্শিক রূপের তুলনায় আরও বিচ্ছিন্ন অবস্থানে ফেলেছে। অন্যদিকে সমস্ত পোস্ট পজিটিভিস্টবাদী তত্ত্বগুলি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল থেকে উদ্ভূত সমালোচনামূলক তত্ত্বের তাত্ত্বিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। উদাহরণস্বরূপ পোস্ট স্ট্রাকচারাল সমালোচক চিন্তাবিদ্‌রা ডেরিদা বা ফুকল্টের মতো ফরাসি দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হন, যারা তাদের কাজ কাঠামোগত সমালোচনার ভিত্তিতে রেখেছিলেন, যা ১৯-এর দশকে জনপ্রিয় ছিল। এছাড়াও, হাবর্মাসিয়ানদের আদর্শিক সমালোচনামূলক তত্ত্বের বিপরীতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভিত্তিক সমালোচনা তত্ত্বের আরও কাঠামোগত রূপগুলি সম্প্রতি বিকশিত হয়েছে, প্রথমে নিও-গ্র্যামসিয়ানিজমে এবং পরে আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানে

বিশেষত রাজনৈতিক মার্কসবাদের মাধ্যমে। সুতরাং এখানে সমালোচনামূলক প্রচুর বৃত্তি এবং তাত্ত্বিকতা রয়েছে যা মূলধারার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামো এবং পদার্থকে পরিবর্তিত করে।

তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে জটিল জটিলতা থাকা সত্ত্বেও, সমস্ত সমালোচনা তত্ত্বগুলি তাদের মূল গবেষণা এজেন্ডা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নোত্তরে পজিটিভবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে ঐক্যবদ্ধ হয়, সর্বোপরি, মূল্য মুক্ত তাত্ত্বিক এবং সামাজিক তদন্তের ধারণাটি। ১৯৮০এর দশকে সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রথম তরঙ্গ চলাকালীন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকদের মূল উদ্বেগ ছিল প্রভাবশালী বাস্তববাদী। নিউরোলিস্টবাদী গোঁড়ামির সমালোচনা গড়ে তোলা, যা শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ অ্যান্ডরুলিংকলেটর (১৯৯২) সমালোচনা তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত আলোচনাকে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের পরবর্তী স্তর' হিসাবে চিহ্নিত করে। বিশেষত, নিউওরিয়ালিস্টরা গৃহীত কাঠামোগতভাবে নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয় নৈরাজ্যমূলক পদ্ধতির ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমালোনামূলক তত্ত্বের প্রথম কাজটি মূলধারার তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতাবাদী তদন্তের ভিত্তি তৈরি করা অনুমানগুলি প্রকাশ করা ছিল। নিউওরিয়ালিজম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিদ্যমান কাঠামোটিকে প্রদত্ত ও অস্থাবর হিসাবে গ্রহণ করে পুনরায় সংশোধন ও প্রাকৃতিককরণ করে। এই অনিবার্যভাবে নিউরোইলিজমকে একটি সমস্যা সমাধানের গুণ দিয়েছে যা শক্তি এবং সাম্যের বিদ্যমান অসম্পূর্ণতাকে টিকিয়ে রেখেছে। কক্সের মতে, 'সমালোচনামূলক তত্ত্বটি স্নায়ুযুদ্ধের আদর্শ হিসাবে অনুধাবন করার জন্য নিউরোয়ালিজমকে পুনরায় সংযুক্ত করেছে।'

বৈজ্ঞানিকতা অনুসরণ এবং বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপরজোর দেওয়া, দীর্ঘকাল ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিক ও আদর্শিক দিকটির প্রতিফলনকে বাধা দেয়। পোস্ট পজিটিভবাদী পণ্ডিতরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমালোচনা ও আদর্শকে 'ফিরিয়ে আনে'। সুতরাং সমালোচনামূলক তত্ত্বের বিকাশের ফলে যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে 'নির্বাসিত' বা 'বঞ্চিত' হয়েছিল তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল (অ্যাশলে ও ওয়াকার, ট্রানজিস্টোরিকাল নিয়মের দিক দিয়ে সামাজিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করার পরিবর্তে এবং এই ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করার পরিবর্তে, এই পণ্ডিতগণ সামাজিক ঐতিহাসিক এবং জ্ঞানের দাবির স্বতঃস্ফূর্ত স্বরূপকে তাত্ত্বিক রূপের প্রতিচ্ছবিবদ্ধতার উপর জোর দিয়েছিলেন, পজিটিভিস্টবাদীর কাছে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং অ্যান্টোলজিকাল চ্যালেঞ্জ উভয়ই তুলে ধরেছেন সমাজবিজ্ঞান এবং সমালোচক তাত্ত্বিকরা সত্যের আপত্তিবাদী ধারণাটিকে বাস্তব বিশ্বের সাথে যোগাযোগ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে। ধনাত্মকবাদীরা ধরে নিলে জ্ঞানের বস্তুগুলি দেওয়া হয় না তবে বিভিন্ন শক্তি ও স্বার্থ দ্বারা গঠিত হয়। এটি কক্সের বিখ্যাত মন্তব্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যে 'তত্ত্বগুলি কারও জন্য এবং কোনও উদ্দেশ্যে'। কক্স পরে যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'নিজের মধ্যে তত্ত্বের মতো কোনও বিষয় নেই, সময় ও স্থানের দিক থেকে বিবেচনা করে তালাকপ্রাপ্ত। যখন কোনও তত্ত্বই নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করে তখন আদর্শ হিসাবে এটি পরীক্ষা করা এবং এর গোপন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ।' সমালোচক তাত্ত্বিকরা এও নির্দেশ করে যে কীভাবে জ্ঞানের বস্তুগুলি তাত্ত্বিক অনুশীলনের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ কেবল একটি পদ্ধতিগত অনুসারীই নয়, রাজনৈতিক বাস্তবতা গঠনের সাথেও নিবিড়ভাবে জড়িত। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সত্য তা বলতে আর্চিমিডিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন জ্ঞানের দাবিগুলি মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়; সুতরাং পলিটিকো-আদর্শিক বিষয়বস্তু তাত্ত্বিক মূল্যায়নের ততটা মূল্যায়ণ যা বোধগম্য পর্যাপ্ততা। সমালোচনাবাদী তাত্ত্বিকদের পক্ষে সত্য, সুতরাং ধনাত্মকবাদীদের ধারণা অনুসারে উদ্দেশ্য ও বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি আদর্শিক' এবং আদর্শিক প্রগতিশীল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি সমালোচনা তত্ত্বের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

সমালোচনামূলক তত্ত্বটি পজিটিভিজমের তিনটি প্রাথমিক পোস্টুলেটসকে প্রত্যাখ্যান করে একটি উদ্দেশ বহিরাগত বাস্তবতা বিষয়বস্তুর পার্থক্য এবং মূল্যবোধ মুক্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় বস্তুর পার্থক্যকে অস্বীকার করে, সমালোচনা তত্ত্বটি

পজিটিভিজমের জ্ঞানতাত্ত্বিক হৃদয়ে আঘাত করে। কক্স বলেছেন যে তত্ত্ব সর্বদা কারও কারও পক্ষে এবং কোনও উদ্দেশ্যে হয় এবং তাই হিউম যুক্তি দিয়েছিলেন যে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তার উপর আমরা জ্ঞান পাই, সমালোচনা তত্ত্বটি যুক্তি দেয় যে মানুষের প্রয়োজন এবং 'উদ্দেশগুলি' এই পর্যবেক্ষণগুলিকে আবদ্ধ করে তোলে। আমরা যে তত্ত্বগুলি পোস্ট করি সেগুলি তাই 'মান-নিরপেক্ষ' নয় যেমনটি তারা পূর্বশর্ত করে। ওয়াল্টজের জ্ঞানত্যাত্ত্বিকভাবে ইতিবাচকবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হচ্ছে যে কেবল কিছু সিস্টেমের কাঠামোর মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি বোঝা যায়। আই আর (রাজ্যসমূহ) এর পর্যবেক্ষণগুলি কাঠামোগতভাবে অরাজক সমাজে 'ইউনিট'। সমস্ত রাজ্য একই পদ্ধতি সম্পাদন করে এবং এই ব্যবস্থায় সমমানের ইউনিট, তবে রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ এবং সক্ষমতাগুলির অসম বণ্টন রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির আধিপত্যের ভয় হল আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার মূল প্রেরণা। তবে, অগ্নি এর যুক্তি অনুসারে, এটি আসলে একটি আদর্শিক পদ্ধতির এটি সেখানে একটি বিপজ্জনক বিশ্ব এবং যদি কোনও রাষ্ট্র (পড়ুন আমাদের রাষ্ট্র) প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের জন্য প্রস্তুত না হয় তবে এটি বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত হয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমেরিকানদের জন্য এটি ছিল এক আশ্বাসজনক শক্তিশালী বার্তা! সুতরাং সমালোচনা তত্ত্বের পদ্ধতির একটি সুবিধা এবং প্রকৃতপক্ষে উত্তর পজিটিভিস্টবাদী পদ্ধতিরে সাধারণভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে যে তত্ত্বটি কার পক্ষে কাজ করছে।

আই আর-এর সমালোচনা তত্ত্বের কাজ হল জ্ঞানোলজিকাল প্রযুক্তিগুলি যে এর পিছনে রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয় তা প্রকাশ করা। এটি আমাদের কক্সের মূল ধারণা নিয়ে আসে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি কীভাবে আই আর তত্ত্বগুলি ব্যবহার করে তাদের বর্ণনা করা হয় তা দ্বারা বোঝা যায় এবং তত্ত্বগুলি নিজেরাই তাত্ত্বিকদের দ্বারা তৈরি হয়। তারা অভিজ্ঞতাবাদী বাস্তবতা অধ্যয়ন করে দাবি করে, এই তাত্ত্বিকরা বাস্তবে শ্রেণি শাসনের অক্ষের সাথে সক্রিয়ভাবে বাস্তবতা তৈরি করেছে। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান অভিনেতা পৃথক ইউনিট এবং ব্লকগুলি হল এগুলি বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিবেশনকারী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নকশাকৃত। সুতরাং, এই প্রভাবশালী বক্তৃতাটির কাঠামোগুলির ডিকনস্ট্রাকশন এবং সমালোচনামূলক এক্সপোজার এবং অন্তর্নিহিত ক্ষেত্র থেকে আধিপত্যের প্রকাশকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা এর সম্মোহনী শক্তিকে ক্ষুন্ন করে এবং পরামর্শ প্রতারণার প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করে, এই ধরনের তত্ত্বের অ্যান্টোলজি (এমনকি ধ্রুপদী পজিটিভিস্টবাদী মার্কসবাদের অর্থে, যেখানে এটি উৎপাদনশীল শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থানীয়করণ করা হয়) খুব সামান্য স্থান দেওয়া হয়, এবং ডিফল্টরূপে ধরে নেওয়া হয় যে 'বাস্তবতা' যেমন একটি প্রভাবশালী হেজমনিক বক্তৃতা দ্বারা বর্ণিত।

আই আর এর সমালোচনা তত্ত্বের প্রতিনিধিরা (আর কক্স, প্রারম্ভিক আর অ্যাশলি, ই. লিংক্লেটার, এম. হফম্যান ইত্যাদি) 'আদিপত্যের' গ্র্যামিস্ট সংজ্ঞাটিকে 'আদিপত্যের উপর ভিত্তি করে আদেশ'। হিসাবে দেখেন যা অনুভূত হয় না। অন্য কথায়, আধিপত্য হল শক্তি সম্পর্কের একটি কাঠামো অগত্যা মাস্টার-স্লেভের হেগেলিয়ান দ্বান্দ্বিক যুগের অস্তিত্বকে অনুমান করে তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এ জাতীয় শ্রেণিবিন্যাস অস্বীকার করে। একটি সম্মিলিত দাস (অধীনস্ত উপাদান) এর পরিস্থিতিটিকে 'আনুগত্য' এবং 'দাসত্ব' বলে মনে করে না। আধিপত্য হল 'আধিপত্যের অনুপস্থিতি' হওয়ার ভান করে আধিপত্য। সুতরাং সংজ্ঞা অনুসারে এর কোনও আইনি অবস্থান থাকতে পারে না। আইনত, ন্যায়বিচার এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি অস্বীকার করা এবং উপেক্ষা করা হলেও এটি কেবল একটি আর্থ-সামাজিক অনুসন্ধান হিসাবে সত্য হিসাবে বিদ্যমান।

রবার্ট কক্স বিশ্লেষণ করেছেন যে কীভাবে শক্তি কাঠামো (বিশ্ব বা জাতীয় পুঁজিবাদী অভিজাত) তাদের 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণ 'উদ্দেশ্যমূলকতা' এবং 'নিরপেক্ষতা' এর দৃশ্যমানতা তৈরি করতে আই আর তে বক্তৃতা তৈরি করে, কিন্তু বাস্তবে এর একমাত্র উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতিতে কাজ করে তাদের নিজস্ব শ্রেণি এবং ক্ষমতার স্বার্থ সুরক্ষিত করা। এই পদ্ধতিতে তিনি শাস্ত্রীয় মার্কসবাদকে অনুসরণ করেন। একই সাথে, আর কক্স উল্লেখ করেছেন যে আই আর-র সমস্ত প্রভাবশালী

তত্ত্বগুলি কেবল 'উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক সত্য' এর লক্ষ্য নিয়ে তাত্ত্বিক বিকাশ নয়, তবে 'তত্ত্বগুলি নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য অ্যাডহক তৈরি করেছে' (সমস্যা সমাধান তত্ত্বগুলি) তদনুসারে, এই তত্ত্বগুলি একটি উদ্দেশ্য পরিবেশন করে পুঁজিবাদী শ্রেণির আধিপত্য তৈরি এবং চিরস্থায়ী করে তোলা।

বিকল্পভাবে, কক্স আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিদ্যমান আদেশের প্রকাশের ভিত্তিতে 'পাল্টা আধিপত্য' প্রকল্পের প্রস্তাব দেয় এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেয়। প্রথমত, এই বিদ্রোহটি অবশ্যই জ্ঞানীয় হতে হবে। মূলধনটি কেবল বক্তৃতা ব্যতীতত আর কিছুই নয়, এবং এর বিরোধী, সর্বহারা শ্রেণীরও রয়েছে একটি অস্ত্র। এই কথা বলতে গেলে, সর্বহারা শ্রেণিও প্রবচন, তবে মূলধনর বিপরীত। কক্স বিশ্ব রাজনীতির অভিনেতাদের উপর ভিত্তি করে একটি পাল্টা হিজমোনিক ঐতিহাসিক ব্লক তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন যে এক কারণ বা অন্য কারণে বিদ্যমান আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তার অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছে এবং বিকল্প জ্ঞানতাত্ত্বিক জ্ঞানবিদ্যার সাথে এটির বিরোধিতা করতে প্রস্তুত, আদর্শিক এবং অবশেষে অনটোলজিকাল প্রকল্পগুলি।

আই আর-এর সমালোচনামূলক তত্ত্বের আরেক প্রতিনিধি অ্যান্ডরু লিংকলেটর আই আর এর সমস্ত তত্ত্বকেডেকনস্ট্রাকশন করার জন্য প্রস্তাবিত করেছেন এবং প্রভাবশালী কর্তৃত্বমূলক আলোচনার বিভিন্ন সংস্করণের পরিবর্তে ডায়লিক সম্প্রদায়ের বিকল্প মডেলকে আই আর-এর কাছে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। বাস্তববাদী ও উদারপন্থীদের অলক্ষেত্রগুলি যে সমস্ত পয়েন্টের উপরে নির্মিত হয়েছে তা সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রতিনিধিদের দ্বারা ডিকনস্ট্রাকশনের শিকার হয়। এই ডিকনস্ট্রাকশনগুলির প্রক্রিয়াগুলি তাদের পোলিক্যাল তাত্ত্বিক কাজের মূল বিষয়বস্তু গঠন করে। ধ্রুপদী মার্কসবাদের সাথে সম্পর্কিত, তারা প্রাণঘাতীতা, ইতিহাসিক বস্তুবাদ এবং বিশ্ব ইতিহাসের নির্বিচারবাদী বিকাশের প্রতি আস্থা প্রত্যাখ্যান করে।

সংক্ষেপে সমালোচনামূলক তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতির এবং গবেষণার নতুন ক্ষেত্রগুলি বিকাশে খুব ফলদায়ক হয়েছে। এই পুরো বিকাশের জন্য অন্যতম তাত্ত্বিক সূচনা পয়েন্ট এবং উৎসাহের উৎস আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতদের দ্বারা গৃহীত ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

৬.৭ আই আর মধ্যে স্বাভাবিকতাবাদ :

সমালোচনামূলক তত্ত্ব, উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং নারীবাদকে সাধারণত র‍্যাডিকাল পোস্ট-পজিটিভিজম হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় তবে একই দিকটির নরম সংস্করণও রয়েছে। আদর্শিক পদ্ধতির (এম ওলজার, সি ব্রাউন, এম ফ্রস্ট) এবং ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (এফ হলিডেড, এস হবডেন এবং জে হবসন, বি। বুজান এবং আরলিটল, এস স্মিথ ইত্যাদি) প্রায় সমস্ত যাদের ইংরাজি স্কুলের বংশধররা ঐতিহ্যগতভাবে আই আর তত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক দিকগুলিতে জোর দিয়ে থাকে। সাধারণত আই আর-এর নন-র‍্যাডিকাল পজিটিভবাদী দিক হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নৈতিক প্রশ্নটির সমাধান করার জন্য রাজনৈতিক তত্ত্ব, নৈতিক দর্শন এবং আই আরের সংমিশ্রণে অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র।

আই আর-এর আদর্শিক তত্ত্বটি কেবল মূল্যবোধকে বিশ্লেষণ করে না, তথ্যগুলিকে নয়। এটি বিভিন্ন লেখক এবং স্কুল কীভাবে তাদের বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সিস্টেমগুলি প্রতিষ্ঠানগুলি, সম্পর্কগুলি বা কাঠামোগুলি হওয়া উচিত সেগুলি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে বর্ণনা করে এবং তা অধ্যয়নের উপর জোর দেয়। নর্মটিভিস্টরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তবের মতো না আগ্রহী হয়ে, তবে এর তাত্ত্বিকতা অনুসারে কী হওয়া উচিত তা অধ্যয়ন করে। নরমাটিভবাদীরা তত্ত্বকে বাস্তবের অভিক্ষেপ হিসাবে তদন্ত করেন, অনুগত অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং গৌণ তাৎপর্যটি প্রসারণ করেন বা এগুলিকে মোটেও বিবেচনায় না নেন।

নরমাটিভিস্টরা, বিশেষত এম ওলজার, নৃবিজ্ঞানী সি গের্তজ প্রবর্তিত আই আর-তে 'ঘন বিবরণ' নীতিটি প্রয়োগ করেন। সমাজ বা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা (আমাদের ক্ষেত্রে, আই আর সিস্টেম) হয় 'পাতলা' হতে পারে ('পৃষ্ঠপোষক' পাতলা) বা 'ঘন'।

প্রথম ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র ঘটনার সর্বাদিক অসামান্য দিকগুলি, যারা প্রথম নজরে নজর করেন তাদের বেশির ভাগই এই বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারা অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কারণে অন্য সব কিছুর পূর্বনির্ধারক হিসাবে দেখা যা, এইভাবে আই আর পজিটিভিজম (এবং জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে তত্ত্বের বেশিরভাগ) এর শাস্ত্রীয় তত্ত্বগুলি তৈরি করে। 'ঘন' বর্ণনার জন্য ঘটনার বিভিন্ন দিকগুলির আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে, সেই দিকগুলির বিবেচনাসহ যা প্রথম নজরে ছোট এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। এটি সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবন, মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব এবং অভ্যাস, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং অন্যান্য ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্তসারগুলিকে বোঝায় যেগুলির প্রতিটি নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্নিহিত অর্থের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। শাস্ত্রীয় তত্ত্বগুলি এই কারণগুলিকে উপেক্ষা করে, 'পাতলা' বর্ণনার বিষয়বস্তু (উচ্চমাত্রার হ্রাসসহ) এবং মনে করে যে তারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তগুলি (উদারপন্থীদের জন্য বাস্তববাদী রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র, মার্কসবাদীদের জন্য শ্রেণি ইত্যাদি) আলাদা করে, তারা এগুলিহিসাবে কাজ করে সম্পূর্ণ এবং অবসন্নভাবে অন্যান্য সমস্ত কারণকে ছাড় দিয়ে একটি সংশ্লেষণের ফলে ভেক্টর। মোটামুটি হিসাবে, এই জাতীয় 'পাতলা' বিবরণ সাধারণত পর্যাপ্ত তবে কঠোর বৈজ্ঞানিক স্তরে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। নর্মটিভাস্টস জোর দিয়ে বলেছেন যে গভীরতর গবেষণা এবং 'ঘন' বিবরণগুলি প্রায়শই সমস্ত পর্যবেক্ষিত চিত্রকে মূলত পরিবর্তিত করে এমন কারণগুলি, অনুপাত এবং সম্পর্কগুলিকে প্রকাশ করে এবং বিশেষত, একজনকে তার অন্তর্নিহিত দোষ, সংকট এবং সিনক্রোপশনগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার এবং পদ্ধতিগতভাবে বর্ণনা করার অনুমতি দেয় ও ইতিবাচকবাদী পদ্ধতি দ্বারা পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়।

৬.৮ আই আর-পোস্ট পজিটিভিস্ট তত্ত্বগুলির স্থিতি :

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে পোস্ট-পজিটিভিবাদী দৃষ্টান্তগুলি, তাদের সমস্ত বৈচিত্র্যে আইআর এর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অনুশাসনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের গুরুত্ব ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

এই পদধতির সথে সম্পর্কিত এটি লক্ষ করা উচিত যে একটি বিশেষ বিদেশী নীতি ধারণা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন যেখানে তারা পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পেস্ট-পজিটিভবাদীরা তাদের ধারণাগুলি দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ভিত্তি করে এবং আই আর এর তত্ত্বগুলিকে 'গৌণ প্রক্রিয়াজাতকরণ' হিসাবে উৎপাদন করে। এটি তাদের সমালোচনামূলক সম্ভাবনা নিয়েআসে তারা একটি 'দ্বিতীয় স্তরে বিজ্ঞান' উপস্থাপন করে যেখানে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতার মূল বিষয়গুলি মূলত (সমালোচনামূলক) প্রতিফলিত হয়। এটি একটি অতিরিক্ত 'পর্যায়' তৈরি করে যা বৈজ্ঞানিক প্রতিবিম্বের একটি বিশেষ মাত্রা।

বিপরীতে, আইআরের একাডেমিক সম্প্রদায়তে, পজিটিভিস্টবাদী পরবর্তী পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান মনোযোগ পেয়েছে। এই একাডেমিক দৃষ্টান্তগুলির কিছু আংশিক স্বতন্ত্র দিকগুলি এটি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রোগ্রামগুলিতে সাফল্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমরা নিম্নরূপে এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবস্থাটির সংক্ষিপ্তসার জানাতে পারি, আজ আইআর-এর ধ্রুপদী ধনাত্মকবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদেশ নীতি ও অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে. এটি কারও পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে তবে একাডেমিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে এবং বড় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন, বিতর্ক এবং সিম্পোজিয়ায়

অংশ নেওয়া, এটি পর্যাপ্ত নয় এবং আইআরের পোস্ট পজিটিভস্টবাদী ধারার সাথে পরিচিতি ছাড়াই আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে কোনও বিশেষজ্ঞের পক্ষে ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দক্ষতা বিকাশ করুন।

৬.৯ আইআর এর তত্ত্ব এবং দৃষ্টান্তের বিদ্যমান ব্যাপ্তিটি বহুমুখী ওয়ার্ল্ডের একটি সম্পূর্ণ তত্ত্বধারণ করে না :

শেষ পর্যায়ে, বিশেষত পোস্ট-পজিটিভিস্টবাদী পদ্ধতির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিকতা (সাধারণভাবে পশ্চিম-কেন্দ্রীভূত) এর পুনরায় সংযোগের প্রবণতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি এর তত্ত্বগুলি এবং পদ্ধতিগুলি গণতান্ত্রিক করার এবং এর মানদণ্ডকে আইআর অভিনেতাদের আরও বেশি বিতরণ এবং তাদের শব্দার্থ কাঠামো এবং পরিচয়গুলির আরও ঘনিষ্ঠ ('ঘন) বিশ্লেষণে প্ররোচিত করে। এটি পশ্চিম জ্ঞানতাত্ত্বিক আদিপত্যের পুনরায় সংযোগের দিকে এক ধাপ, যদিও এখন অবধি পশ্চিম আধিপত্যের সমালোচকরাও আধিপত্যের আইনগুলির উপর ভিত্তি করে ছিলেন। সুতরাং, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রায়ন স্বাধীনতা এবং সাম্যবাদের সাধারণ পাশ্চাত্য ধারণাগুলি অ-পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে স্থানান্তরিত হয়, কখনও কখনও এমনকি পশ্চিমে বিরোধীদেরও যেমন এই ধারণাগুলি 'সর্বজনীন'।

সুতরাং, পশ্চিম কেন্দ্রিক সভ্যতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পশ্চিম সমালোচনামূলক সমেত সমস্ত তাত্ত্বিক ধারণা এবং পদ্ধতিগত কৌশলগুলিতে ফিরে আসতে হবে। আইআর এর বৈধ বিকল্পী মডেল এবং তদনুসারে ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কাঠামো কেবলমাত্র আইআর-তে মূলত পশ্চিমা তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ বর্ণালী (মূলত পজিটিভিস্টবাদী, তবে আংশিকভাবে উত্তর-পজিটিভিস্টবাদী) এর বিরোধিতায় উত্থিত হতে পারে।

আইআর-র সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে থিওরি অফ মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ডের (টি এম ডাব্লু) অনুপস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা বা অসাবধানতা নয়, তবে এটি একটি প্রাকৃতিক সত্য কোডড পশ্চিমা জ্ঞানীয় (জ্ঞাতত্ত্বিক) আধিপত্যের প্রসঙ্গে, এটি হতে পরেনা অন্য কোনো উপায় তবুও, এটি এখনও তাত্ত্বিকভাবে বিকশিত হতে পারে এবং বিদ্যমান আইআর তত্ত্বগুলির বিস্তৃত প্যানোরামাটির অস্তিত্ব কেবলমাত্র এটি সঠিকভাবে গঠনে সহায়তা করবে।

যদি আমরা এই জাতীয় তত্ত্বটি গুরুত্বের সাথে নির্মাণ করা শুরু করি তবে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে পশ্চিমের জ্ঞানীয় আইআর আধিপত্যের সাথে আমাদের দূরত্বের সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত। এর অর্থ হল আইআর তত্ত্বগুলির বিদ্যমান বর্ণালীকে তাদের অজানা ভিত্তিতে প্রশ্ন করার পরে, দ্বিতীয় স্তরে, আমরা এই ক্ষেত্র থেকে কিছু পৃথক উপাদান ধার নিতে পারি, প্রতিটি সময় এই অবস্থার এবং প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট করে যেখানে এটি প্রয়োগ করা হবে। কড়া কথায় বলতে গেলে আই আরের বিদ্যমান তত্ত্বগুলির কোনওটিই থিওরি অফ মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড নির্মাণের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, তবে তাদের অনেকের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে থিওরি অফ মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড (টি এম ডব্লু) এ একীভূত হতে পারে।

৬.১০ মূল্যায়ননিমিত্ত প্রশ্নাবলী :

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

(খ) নরমেটিভ তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৬.১১ তথ্যসূত্র :

i. George, Jim. (1989). International Relations and the Search for Thinking Space: Another View of the Third Debate. *International Studies Quarterly , 33* (3), 269-279.

ii. Smith, Steve., & Booth, Ken. (Ed.). (1995). *International Relations Theory Today.* Cambridge: Blackwell.

iii. Jackson, Robert., & Sorensen, George. (1999). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches.* Oxford University Press.

C.C : 2.1

Unit-7

Constructivism, Postmodernism and Feminism in International Relations

Contents :

7.1 Objectives

7.2 Introduction

7.3 Constructivism

- **7.3.1 Evolution of Constructivism in International Relations**
- **7.3.2 Constructivism and international relations**
- **7.3.3 Disagreements among Constructivists**
- **7.3.4 Summing up**

7.4 Postmodernism in International Relations

- **7.4.1 Evolution of Postmodernist Theory in International Relations**
- **7.4.2 Basic tenets of Postmodernism in International Relations**
- **7.4.3 Crisis of Modernity and 'Anarchy Problematique'**
- **7.4.4 Summing up**

7.5 Feminism and International Relations

- **7.5.1 Evolution of Feminism in International Relations**
- **7.5.2 Basic Principles of Feminism in International Relations**
- **7.5.3 Summing up**

7.6 Self Assessment Questions

7.7 Suggested Readings

7.1 Objectives

The objective of this unit is to familiarise the students with a few Critical theoretical approaches to International Relations that started to become significant since the 1980s and 1990s, in particular, at the turn of the 1990s, when the Berlin Wall fell,and when the Soviet Union collapsed, the US-Soviet Cold War suddenly came to an end and the bipolar world that had become the reality of world politics in the post-war era went into history. No classical theory of International Relations could predict the end of the Cold War, and therefore, legitimacy of the earlier classical theories was questioned, and new academic debates unfolded.

In short, the reigning orthodoxy of Realism/Neorealism and the alternative perspectives of Liberalism/ Neoliberalism in International Relations were challenged like never before in the context of the sweeping changes in the contemporary world politics. The familiarisation of the Critical International Relations Theories would help the students of this course on International Relations to be equipped with new debates of the discipline and with the latest tools and approaches of analysis of world politics that might be helpful to comprehend the contemporary realities in a better way. In sum, after studying this unit you will be able:

a) To understand how Constructivism, Postmodernism and Feminism differ from the traditional theories of International Relations
b) To understand the fundamental principles of Constructivist social theory, Postmodernist Theory and Feminist Theory in International Relations
c) To critically engage with Constructivism, Postmodernism and Feminism in International Relations
d) To critically assess the advantages and disadvantages of Constructivism, Postmodernism and Feminism in International Relations

7.2 Introduction

International Relations has mostly been closely related to the trajectories of global politics since its emergence as an academic discipline in 1919, immediately after the First World War. The attempts of peacemaking after the devastating war in Europe through the Treaty of Versailles were, therefore, accompanied by the Idealist/Liberal theories of International Relations, mainly propounded by President Woodrow Wilson of USA through his famous Fourteen Points. The subsequent horrors of the Second World War changed the dominant perspectives of this new discipline, and the focus shifted to the political sites of State, government, decision-makers and wars, with a renewed emphasis on the questions of power, security and anarchy. As E. H. Carr (1939) started questioning the Liberal premises of International Relations during the inter-war period, subsequently Hans J. Morgenthau (1948) offered his six principles of Realism in the discipline immediately after the Second World War. In no time, the Realism turned into the reigning orthodoxy in understanding world politics.

As Idealism was assumed to be one of the major reasons behind the Second World War, the orthodox approach to International Relations, known as Realism developed in the Anglo-American academic and policy circles following the War. The Realists were devoted to the dispassionate study of international reality, focusing on "what is" in contrast to the utopian visions of "what ought to be", which they saw typified in the discarded plans of peacemaking through the League of Nations. As the Realists viewed violence as endemic to the international system, they preferred privileging the State and the military over all other institutions, and the Realist prescriptions gained ascendancy in the US academic and government discourses of strategy and security during the Cold War. As they considered conflict as inevitable in an anarchic international environment unsanctioned by any higher authority, security entailed the pursuit of power conducted by statesmen, guided mainly by the considerations of national interest and unrestricted by moral considerations. Later on, as the two superpowers along with a few others came to be armed with nuclear weapons, in the 1970s, the Neorealists,

led by Kenneth Waltz (1979), started a systemic level of analysis, based on systems approach ignoring domestic politics, applying their analysis and science of deterrence in order to understand the bipolar structure of an international system divided between two superpowers applied.

As the Cold War suddenly came to an end with the collapse of Soviet Union, and as many post-Soviet nations and other countries in the world became plagued by ethnic conflicts, Critical Theories in International Relations appeared to be relevant in questioning the limits of Neorealism in explaining the dissolution of the Soviet bloc, the subsequent uniting of Europe, and the importance of economic and environmental insecurities, thereby encouraging to revisit what, or who is to be secured, from which threats, and by which means. The inadequacies of International Relations in providing insight or in explaining the rapidity of changes in global politics led many critics to challenge the predominant academic understandings of International Relations. Moreover, with the increased global interdependence resulting from the globalization process in the post-Cold War era, the discipline of International Relations began facing major challenges to its core theoretical framework. The theoretical weakness of International Relations, a discipline that has been closely connected to the process of policy-making and policy analysis in the United States was severely felt.

As a consequence, International Relations no longer revolves exclusively around the major Realist concerns of war and security, but rather, it has broadened its scope to include liberal concerns, like the non-state actors, international political economy, human rights, and ecological issues. In this context, Critical International Relations Theories, such as, Constructivism, Feminism and Postmodernism have put forward fresh perspectives to the study of global politics apart from the two main strands of Liberalism/Neoliberalism and Realism/Neorealism.

We shall now discuss these three theories of Constructivism, Feminism and Postmodernism in International Relations below.

7.3 Constructivism

7.3.1 Evolution of Constructivism in International Relations

Nicholas Greenwood Onuf (1989) used the term Constructivism in International Relations. The original insight behind constructivism is that meaning is "socially constructed." In other words, Constructivism argues that, the social world is of our making. According to Onuf, "people and societies construct or constitute each other". Constructivism in International Relations emphasizes the *social* and *relational* construction of what states are and what they want. The irreducible core of constructivism for international relations is the recognition that international reality is socially constructed. Alexander Wendt (1992) says that, "a fundamental principle of constructivist social theory is that people act toward objects, including other actors, on the basis of the meanings that the objects have for them." The emergence of Constructivism in the theories of International Relations took place during the end of the Cold War, a completely unexpected incident that the traditional theories of the discipline, namely, Idealism and Realism failed to explain satisfactorily. With a dominant focus on the State, the traditional theories failed to observe the agency of individuals. Many argue that, it was the actions of ordinary people that facilitated the end of the Cold War, and not those of the States or international organisations.

In a socially constructed world, the existence of patterns, cause-and-effect relationships, and even states themselves depends on webs of meaning and practices that constitute them. These meanings and practices may sometimes be relatively stable, but they are never fixed, and should not be mistaken for permanent objects. As the ideas and practices vary over time or space, patterns that once looked solid, and predictable may change as well. For instance, sovereignty is a social institution, in the sense that a state can be sovereign only when it is considered by the people and by the other states as a corporate actor with rights and obligations over territory and citizens. The practice of sovereignty has changed over time, and accordingly, the powers and identities of actually existing states have also changed.

7.3.2 Constructivism and international relations

According to the Constructivist view, the actors in International Relations, mainly the powerful ones, like leaders and influential persons, continually shape and reshape the very nature of international relations through their actions and interactions. The Constructivists assume that, the fundamental structures of international politics are social, and these structures shape actors' identities and interests. As the world is structured by both knowledge and material factors, the relations between the agents and structures are significant in global politics. Therefore, the Constructivists adopt a common concern when understanding and explaining how international structures are defined by ideas and how identities and interests of the states and non-state players are influenced by the structures.

According to this view, the ideas that shape international politics are more than just the beliefs of individuals. They include ideas that are inter-subjective, that is, shared among people, and institutionalized, that is, expressed as practices and identities. Inter-subjective and institutionalized forms of ideas are not reducible to individual minds. Constructivists argue that, the ideas are not so much mental as symbolic and organizational. They are rather embedded not only in human brains but also in their collective memories, government procedures, educational systems, and the rhetoric of statecraft.

For Constructivists, beliefs, expectations, and interpretations are inescapable when thinking about international politics. It is sometimes said that the difference between constructivism and other approaches is that the former is concerned with the construction of interests while the latter take interests as fixed and given.What distinguishes a specifically *constructivist* story on interests is that the influences on interest formation are *social*. The pre-existing dominant ideas and their relationship to experienced events shapes the new foreign policy ideas.This follows directly from the insight on social construction. Alexander Wendt argues that,the actors acquire identities, relatively stable, role-specific understandings and expectations about self, by participating in collective meanings.Therefore, interests are partially the products of those identities. The processes of socialization and internalization are important in this context. The constructivist attention to the social construction of interests and identities introduces the more general problem of the relationship between structures, the institutions and shared meanings that make up the context of international action, and agents, any entity operating in that context.

A Constructivist approach to co-constitution suggests that, the actions of States contribute to making the institutions and norms of international life. These institutions and norms contribute to defining, socializing, and

influencing states. Both the institutions and the actors can be redefined in the process. This recognition of mutual constitution is an important contribution to the theory of international relations, as many interesting empirical phenomena in international relations are understandable only by a methodology that avoids assuming a neat separation between agents and structures.

Alexander Wendt proposed a spectrum of international anarchies, based on variation in the ideas that States have about themselves and others. With enmity at one end, and friendship at the other, and with indifference in the middle, the formal condition of anarchy is by itself not very informative about the behavior of the units. After all, anarchy of friends differs from one of that of enemies. This allows for the possibility of community, hierarchy, rivalry, and other social relations within a formally anarchic structure. Inter-state conflict is also conditioned by the social qualities of international anarchy, as illustrated by the efforts of States to appear to operate within the confines of the norms on war. Such diverse behaviors, and others, are compatible with the anarchical structure of the international system, and can be addressed through the constructivist approach.

7.3.3 Disagreements among Constructivists

The Constructivists disagree among themselves on the nature of the international system. This is reflected in the debate over whether the system can be characterized as anarchy. Most constructivists have operated within what Richard Ashley called the "anarchy problematique," a position that they share with Neoliberals and Neorealists. This view acknowledges the existence of a formal condition of anarchy among states, and makes anarchy a crucial element of the international structure. It views hierarchy as an alternative to anarchy, where hierarchy refers to a system in which the units stand vis-à-vis each other in relations of super- and subordination. Constructivism also opens the possibility that changes in the social relations among states could transform the anarchical system into something that is not anarchic. The key concept here is authority. Authority refers to a relation of legitimated power. It creates a social hierarchy within which subordinates feel an obligation to follow the directives of the authoritative rule or actor. Therefore, authority and anarchy are mutually exclusive.

When the Constructivists attempted to explain the collapse of the Soviet Union and end of the Cold War, they did it on the basis of ideas and norms. They argued that, as the traditional values and norms are being challenged more and more in the contemporary times, the limits and boundaries are fading, and identity and culture are becoming more prominent. Constructivism presented itself as an effective theory in understanding and explaining world politics, especially after Alexander Wendt published his article, "*Anarchy is What States Make of It*", which developed the basis of Constructivist approach. It focused on the non-material world, and pointed out that, the social world changes the material world. Therefore, according to them, the distribution of power and State's military power do not necessarily construct an international social structure. To them, the international system does certainly become a "competitive security system", even without any central governance system that has authority over all the States in the world.

The Constructivist approaches are highly varied and do not provide a unified group of expectations on any of these matters.Constructivism varies itself from Neoliberalism and Neorealism by emphasizing and

highlighting the ontological reality of inter-subjective knowledge. It does not mean that constructivism neglected the material world because intersubjective knowledge and material world interact affect and influence each other. Furthermore, both the material world and intersubjective knowledge are not independent and not separated. They have relative autonomy.

7.3.4 Summing up

- Constructivism in International Relations originated through the writings of Nicholas Greenwood Onuf and was popularized by the writings of Alexander Wendt
- Human thoughts and actions literally *construct* international relations
- This idea, when applied theoretically, has significant implications for how the world can be understood
- The discipline of International Relations benefits from constructivism as it addresses issues and concepts that are neglected by traditional theories, especially Realism
- The Constructivists offer alternative explanations and insights for events occurring in the social world
- The belief that reality is socially constructed leads constructivists to place a greater role on norm development, identity, and ideational power than the other major theoretical paradigms
- They show that, it is not only the distribution of material power, wealth and geographical conditions that can explain the State behaviour, but also ideas, identities and norms
- The focus of Constructivism is on ideational factors and shows that reality is not fixed, but rather subject to change
- Alexander Wendt's famous statement: "Anarchy is what states make of it"
- Critics argue that, Constructivism is not a fully developed theory, but rather an ontological approach to international relations
- It is a group of assumptions and hypotheses about three main spheres: humans, the world, and agency
- However, it succeeds in challenging and defying the rationalists' theories and approaches like Liberalism/Neoliberalism and Realism/Neorealism
- Constructivism alternatives that can explain world politics through the material and nonmaterial factors

7.4 Postmodernism in International Relations

7.4.1 Evolution of Postmodernist Theory in International Relations

Postmodernism is an approach that has been applied in a variety of disciplines, not only in social sciences, but also in art, architecture, aesthetics, films, literature and music. Postmodernist Theory in International Relations is closely linked to the other post-positivist theories of the discipline that denounce traditional theories of International Relations for deceptive claims of neutrality and objectivity. However, It is not a coherent theory, like Constructivism, which offers a theory of change borrowing from different Constructivist accounts in International Relations. This approach has attempted to concentrate on specialized issues, particularly in complex, but thoroughly valid, critiques of traditional theories of International Relations.

7.4.2 Basic tenets of Postmodernism in International Relations

Postmodernist ideas began to influence the study of International Relations following James Der Derian and Michael Shapiro's ground-breaking volume entitled *International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics*. This book was primarily concerned with a thorough reexamination of world politics through entirely new conceptual lenses. The Postmodernist thinking has gained substantially from the philosophical ideas of Michel Foucault, Jacques Derrida and Jacques Lyotard, who were concerned with the deceptive essentialist discourses of modernity, and their consequences for the advancement of knowledge.

When applied to International Relations, Postmodernism is usually identified with the post-positivist theories that criticize traditional theories of International Relations for their uncritical nature of assumptions. Postmodernism also has a significant ethical commitment that was lost in the traditional theories of International Relations probably as a consequence of its selective borrowing from Political Theory. However, Postmodernism refuses to offer any overarching theory, like Constructivism does, but tends to celebrate the diversity of voices in the study of International Relations. By stressing the notion that the creation and the understanding of knowledge are consequences of processes of dominance and exclusionary practices, Postmodernism offers a sophisticated theory of change in world politics, and a theory of change is one of the central elements in Critical International Relations Theory.

A major Postmodernist critique of traditional theories of International Relations is that,the Neorealists and Neoliberals alike feel the need to create essentialist foundations for their theories, in fear of collapsing into an 'anarchy problematique',and therefore, ascribe to positivist social science. For instance, Steve Smith identifies four main assumptions of positivism that are essential to traditional theories of International Relations.

a) There can be a Popperian 'unity of science' with the same basic ontological and epistemological assumptions
b) Ethics and morality are distinct from facts, which can, unlike the former two, be objectively analyzed
c) There are naturalistic laws in the social world which can also be objectively observed
d) These laws and facts can be falsified by an empirical study, which is the "hallmark of the 'real', positivist inquiry.

Jim George recognizes the importance of John A. Vasquez's early critique of Realism in International Relations. Vasquez showed how research conducted by the Realists is undertaken with certain *a priori* presumptions, 'paradigms' or particular notions of power politics and national interests, states as main actors in international politics, that mostly influence their conclusions with very similar biases. Moreover, it was also pointed out that, the mainstream theorists of International Relations often worked in institutions with close links with their governments, mainly in the USA and the UK, making traditional theories of International Relations highly political in nature. Although Vasquez is not a Postmodernist, his observations have been utilized by the Postmodernists quite extensively, who adhere to Vasquez's critique in uncovering the misleading objectivism in traditional theories of International Relations and one of its basic tenets, that of power politics, which ultimately caused the promotion of certain kinds of behaviour and often led to self-fulfilling prophecies.Therefore, it has been claimed by the Postmodernists that the traditional theories of International Relations can be better defined as *political consequences* of world politics, rather than being explanations of international relations.

In contrast to the traditional theories of International Relations that try to present themselves as coherent and unified theories, Postmodernist approach navigates a confusing array of only remotely related philosophical articulations that may be loosely connected to each other through the understanding of post-Enlightenment ideas. Therefore, a clear definition of Postmodernism in International Relations is not possible. In fact, the attempts to formulate an overarching analysis of what constitutes the Postmodern are rendered impossible by Postmodernity's rejection of the very metanarratives that would be integral to such an analysis.

R.B.J. Walker claims that, Postmodern International Theory has to be decoupled from its corresponding literary, philosophical, and visual manifestations. He argues that, unlike other disciplines, International Relations is mainly concerned with the politics of boundaries, seeking to explain and offer advice about the security and transgression of borders between established forms of order, and community inside and the realm of either danger in the forms of insecurity, or war, or a more universally conceived humanity in the forms of peace, or world politics outside.

7.4.3 Crisis of Modernity and 'Anarchy Problematique'

The Postmodernists also seek to deconstruct the traditional framework of International Relations by uncovering the assumptions and artificial construction of political identities, thereby resisting the tacit deference to those who accredit the sovereign presences of these identities. James Der Derian argues that, in this context, through deconstruction one can successfully analyse the 'international' in the face of a 'crisis of modernity'. In his opinion, this is a situation in which objective reality is displaced by textuality, modes of production are replaced by modes of information, and representation gives way to simulation. Moreover, in such a situation, the legitimacy of tradition suffers for several reasons, and conventional wisdom becomes one of many competing rituals of power used to discipline the international society. From this perspective, the world has changed transforming the nature of international relations. According to Der Derian, the areas of liminality, frontiers, and marginal zones are nothing particularly new, but the acceleration and agitation of social activity has caused a proliferation of transgressions of institutional boundaries. All these tend to undermine the fundamental attributes of the traditional, state-centric theories of International Relations, leaving thereby a theoretical vacuum in the discipline.

The postmodern analysis of international relations is dominated by studies of traditionally marginalised sites, which focus on ideas of intangibility, disorder, ungovernability, and terror. Such attentions provide a helpful vantage point to examine the paradoxes involved in any attempt to assert a sovereign voice in a world where marginal zones are expanding relative to the supposedly homogeneous territories that institutional boundaries would demarcate and contain. For instance, Der Derian approaches an analysis of the post-Communist Central and Eastern Europe in a manner more usually associated with travelogue, ethnography, or journalism. He claims that, this approach to produce an academic text served his purpose of devaluing the high structural analyses built upon uncontested concepts and frugal models by flooding the field of theories of International Relations with derived, post-structural narrations.

Similarly, Richard Detevek comments on the extent to which the State-centric theories of International Relations are based on a premise that tend to normalize the oppositions of domestic/international, and sovereignty/anarchy. He points out that, such binaries are primarily synthetic, concealing the fact that each of

these terms always depends on the other. In this perspective, anarchy is represented as undesirable, and sovereignty is associated with the domestic state apparatus. It was argued that, in order to avoid the ill-defined horrors of an anarchical international system, one must surrender power to the now normalized nation-state. In his article entitled 'Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique', Richard Ashley provides his readers a concrete example of the postmodern method of double reading. He approaches the discourse of 'the anarchy problematique' with the purpose of understanding how the discourse works, how it gains significance, and how it comes to be recognised as a powerful representation of a predicament so compelling and so self-evident that it seems to command attention.

The majority of postmodern approaches to International Relations question or reject the validity of the practice that problematizes the anarchy of the international system, while normalising the State monopoly on violence as part of the prevailing discourse on domestic sovereignty. On a purely analytical level, Postmodernism is less concerned with what sovereignty is, than how it is spatially and temporarily produced and how it is circulated. For example, Richard Devetak raises the question whether, in view of multiculturalism, ethnic diversity and interpenetration, minority and indigenous rights, diaspora, environmental degradation, migration and the general movement of peoples, globalization, interdependence and so on, the sovereign State is truly an effective form of political organisation.

R.B.J. Walker argues that, the Postmodernists question the assumptions that have traditionally reinforced conceptions of the international. He also points out that, the Postmodernist scholars of International Relations understand that, the traditional theories of International relations were based on the historically specific and increasingly contentious claims about what it means to establish, defend or transgress borders, whether territorial or intellectual.

In sum, on the one hand, the world itself started changing at the turn of 1990s, and on the other, Postmodern Theory illuminated the international state of affairs, uncovering things that previously went unseen. Both the idea of postmodernity and that of an enduring power/knowledge nexus risks assuming the role of a totalizing metanarrative, which would undermine the whole theoretical approach. As indicated earlier, there are various means and methodologies through which Postmodern analyses of International Rebtons are conducted. The majority of these approaches tend to represent themselves as either a manifestation of, or in some ways linked to, the basic attributes and objectives of the deconstructive method. This implies the questioning those embedded theoretical elements that have been around for a very long time, being taken for granted. The interrogation of marginalised or liminal texts and sites were neglected in the traditional theories of International Relations. In contrast, Postmodernism questions those who claim to possess any kind of totalizing international 'truth'.

As a result of somewhat scattered nature of studies in International Relations associated with Postmodernism, they have sometimes been criticized for their lack of congruity and sometimes credibility. However, Richard Devetak argues that, the Postmodern contribution to International Relations has, thus far, been threefold

(a) The problematization of state sovereignty

(b) The problematization of the sovereignty/anarchy binary

(c) Theorizing the historical constitution of sovereign states

7.4.4 Summing up

- Postmodernism has borrowed ideas from different discipline
- This approach is against building up any metanarrative on international relations
- This approach brings to the fore the traditionally marginalised, neglected or liminal sites
- It has challenged the traditional State-centric approach of International Relations
- Postmodernism has questioned the territorial and intellectual boundaries traditionally considered to be normal in International Relations
- It has problematized the concept of state sovereignty
- It has also problematized the sovereignty/anarchy binary in International Relations
- Postmodernism has attempted to theorise the genealogy of sovereign states

7.5 Feminism and International Relations

7.5.1 Evolution of Feminism in International Relations

Critical theory's emancipatory interest in International Relations is concerned with securing freedom from unacknowledged constraints, relations of domination, and conditions of distorted communication and understanding that deny humans the capacity to make their future through full will and consciousness. One can assess the contributions of Feminism to International Relations from this perspective.Traditionally, International Relations used to highlight the origins of war and conflict, the development of diplomacy and international law and worldwide expansion of trade and commerce. There was hardly any concern for people. Feminism, together with Critical Theory, Constructivism and Postmodernism, aimed at making International Relations to focus on the human beings. Feminist approaches to International Relations proliferated in the Post-Cold War era. Feminism introduced gender as an appropriate category and theoretical tool for analyzing global power relations and construct alternative world orders. Feminism also challenged the ontological and epistemological foundations of International Relations and attempted to expose the gender biases in the key themes, such as, power, autonomy, rationality, security and State.

7.5.2 Basic Principles of Feminism in International Relations

There is no single Feminist Theory of International Relations. One of the major objectives of Feminism in International Relations is to indicate how the women's roles and perspectives are excluded from the traditional theories of International Relations and to shed light on the extent and effects of masculine bias in the discipline. Feminists indicate that, men have generated most knowledge and this knowledge is about men only. Classical Realism in International Relations built its assumption on human nature. But, the discussion on human nature in Thucydides, Machiavelli and Hobbes is primarily on the nature of man. J. AnnTickner, a leading Feminist thinker illustrates the Realist focus on men and exclusion of women.

Feminists identify various roles that women perform in international relations, many of which had been seldom recognized by the traditional theories of International Relations. In *Bananas, Beaches and Bases*,

Cynthia Enloe drew attention to various ways in which women are present in international relations. She argues that, the traditional theories undermine the tasks performed by women, as wives of diplomats, as sex workers outside military bases, or as poster girls for Chiquita bananas. In other words, the Feminists argue that the scholars continued to theorize global politics in a way that made women invisible. According to the Feminist thinkers in International Relations, this discipline so far has been focusing on conflict, anarchy, competition and fear. For the feminists, in this way, reproduction of state-system is made possible, and the analysis of structural violence, in the forms of poverty, unfair gender relations, socio-political inequality and environmental injustice is obstructed.

According to Rebecca Grant and Kathleen Newland, the women are excluded in the theories of International Relations not because they are mostly excluded from the influential circles of decision-making. They argue that, women are excluded and the discipline of International Relations is based on a gendered division of responsibilities and rights. It assigns reproductive work in private sphere to women, and the duties and decision-making of citizenship, including serving State as soldiers and conducting international politics, to men. They also allege that, International Relations has traditionally been focusing on conflict and competition and was largely obsessed with the concept of national security.

The Feminists are also concerned with correcting the male bias in International Relations by bringing the experiences of women in the existing framework of the discipline. They argue that, traditionally, International Relations has been concentrating on what the men do, that is, while working and decision-making in the public sphere. As the women mostly work elsewhere, may be at home, they remained invisible. Therefore, if the women's lives are brought to the framework of discussion, they will also be visible. Therefore, the Feminists intend to reconstruct the discipline. They aim to bring about a rethinking of foundational categories that are biased towards males. According to their view, rather than taking some accepted constructs, like power, rationality, security, violence, and binaries, like war/peace, international/domestic, anarchy/order for granted, International Relations should problematize them.

Feminist theorists in International Relations also criticize the discipline for its state-centric approach. They point out that, a world of States, situated in an anarchical international system, leaves no room for analyses of social relations, including gender relations. Together with the other critics of Realism, Feminists argue that, due to its State-centric bias, Realism devalued and mostly missed other forms of political organization, like local and transnational Non-Governmental Organizations (NGOs). According to them, Realism also almost entirely disregarded the possibility of politics as a complex form of resolving conflicts among individuals and groups. They argue that, national interest is not unidimensional, but multidimensional. Therefore, it cannot be defined exclusively in relation to power. According to J. Ann Tickner, the national interest in the contemporary world requires collaborative and operative solutions to a range of interdependent global problems, like nuclear war, economic resources and environmental degradation.

According to the Feminists, the woman has no place in the high politics of anarchical interstate relations due to patriarchal construction of woman by Realism. Realist conceptualization views women as domesticated figures whose sensibilities are at odds with the harsh realities of the public world of men and states. As women are more emotional, they are considered to be irrational contrary to men who are rational. In this manner, woman is constructed as an "other" and an outsider in international politics.

Feminists do not agree with claims of Realists like Hans J. Morgenthau that it is possible to develop a rational theory of international politics based on objective laws that have their roots in human nature. Feminists are unconvinced about the possibility of finding a universal and objective foundation for knowledge contrary to Morgenthau. Feminists argue that one of the major sources of gender bias in the traditional theories of International Relations has been the emphasis on males as citizens and political actors. In this context, J. Ann Tickner argues that, the Feminist perspective could transform International Relations by offering richer and alternative tools of analysis. Such models would conceptualize individuals and states as both autonomous and interconnected, and as having multiple identities and relations.

The Feminists point out that, women were not studied in International Relations because the conceptual framework of the entire discipline was gendered. The key concepts of International Relations were derived from a socio-political context in which patriarchy was dominant. The notions of power, security, rationality and State are inseparable from patriarchal division of public and private. They are identified with men's rather than women's experiences and forms of knowledge. Thus, International Relations is not only gender-biased, but also encourages the exclusion of women and feminine attributes.

Feminist theories suggest a different definition of power. Hannah Arendt, whose definition frequently appears in Feminist theories, defines power as the human ability to act in concert with others who share similar concerns. J. Ann Tickner argues that, although power is frequently used in a coercive mode in International Relations, thinking about power in cooperative terms would be helpful for finding out solutions necessary for alleviating security threats. Feminism might have remained unsuccessful so far in reconstructing International Relations, however, it still can be considered as an attempt to open up spaces for critical examination of the discipline. Gender as a variable might have remained short of accounting for the complex and multidimensional global politics on its own. However, it is still capable of enriching the discipline of International Relations as it provides fresh perspectives previously excluded in this discipline.

7.5.3 Summing Up

- Feminism in International Relations indicates how women's roles and perspectives are excluded from the traditional theories of discipline
- Traditional theories of International Relations undermine the tasks performed by women
- Women are mostly excluded from the influential circles of decision-making
- International Relations highlights a gendered division of responsibilities and rights
- It assigns reproductive work in private sphere to women, and the duties and decision-making of citizenship, and conducting international politics, to men
- Without taking power, rationality, security, violence, and war/peace, international/domestic, anarchy/order for granted, International Relations should problematize them
- National interest is multidimensional and it cannot be defined in relation to power
- National interest requires collaborative and operative solutions to a range of interdependent global problems

7.6 Self Assessment Questions

Now that you have read this Unit, please go through the following questions, and find out how many of them can be answered by you. If you see that you have been able to answer less than 50% of them, please go back again to the top, to the relevant portion of this Unit, and read again carefully. In case, you have any queries or if you require any clarification on this Unit, please ask your teacher during the PCP (Personal Contact Programme).

a) How do the Constructivists see the actors in international relations?

b) Why are the relations between the agents and structures significant in global politics?

c) How is intersubjectivity important in the Constructivist approach to international relations?

d) What is 'anarchy problematique'? What is the relationship between anarchy and authority in international relations?

e) Assess the major contributions of Constructivism to the theories of international relations.

f) Do you agree with the view that, Constructivism is not a fully developed theory, but rather an ontological approach to international relations? Argue your case.

g) What are the major contributions of Postmodernism to the understanding of international relations?

h) Examine the major assumptions of positivism, identified by Steve Smith, that are essential to traditional theories of International Relations.

i) Discuss importance of John A. Vasquez's critique of Realism in International Relations.

j) Why is a clear definition of Postmodernism not possible in international relations?

k) Do you agree with the view that International Relations is primarily concerned with the politics of boundaries? Justify your answer.

l) How can we analyse 'international' in the context of 'crisis of modernity'?

m) Why has Richard Devetak identified the traditional binaries in International Relations as 'synthetic'?

n) How the Postmodernists question the assumptions that have traditionally reinforced conceptions of the 'international'?

o) What are the principal contributions of Feminism to the understanding of international relations?

p) Do you think that the women's roles and perspectives were excluded from the traditional theories of International Relations? If so, how?

q) How do Feminists intend to reconstruct the discipline of International Relations?

r) Why do Feminists criticise the traditional International Relations for its State-centric approach?

s) Do you agree with the view that national security is multidimensional? Argue your case.

s) What was the nature of patriarchal construction of women in Realism?

u) What are reasons behind gender bias in the traditional theories of International Relations?

v) How are the notions of power, security, rationality and State are inseparable from patriarchal division of public and private?

w) What is the alternative definition of power offered by the Feminists?

x) Has the feminisation of International Relations been possible? Justify your answer.

7.7 Suggested Readings

i. Groom, A.J.R., & Light, Margot (Ed.). (1994). *Contemporary International Relations: A guide to Theory.* London: Pinter.

ii. Kegley, Charles W., & Blanton, Shannon L. (2021). *World Politics: Trend and Transformation* (17th ed.). Cengage Learning.

iii. Burchill, S. et al. (2005). *Theories of International Relations* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.

iv. George, Jim. (1994). *Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction to International Relations.* Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

v. Baylis, John., & Smith, Steve. (2001). *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations.* New York: Oxford University Press.

vi. Goldstein, Joshua S., & Pevehouse, John C. (2007). *International Relations.* Pearson Longman.

vii. Booth, Ken., & Smith, Steve. (Ed.). (1995). *International Relations Theory Today.* Cambridge: Blackwell.

viii. Keohane, Robert O. (Ed.). (1986). *Neorealism and Its Critics.* New York: Columbia University Press.

ix. Dunne, Tim., Kurki, Milja., & Smith, Steve. (Ed.). (2007). *International Relations Theories: Discipline and Diversity.* New York: Oxford University Press.

x. Walker, R. B. (1992). *Inside/Outside: International Relations as Political Theory.* Cambridge University Press.

C.C : 2.1

Unit-8

Post-Cold War Era and the Debate on Unipolarity

Contents :

8.1 Objectives

8.2 Post-Cold war era and the debate on unipolarity

8.3 Self Assessment Questions

8.4 Suggested Readings

8.1 Objectives

This unit intends to analyse the post-cold war situation and the debate surrounding the hegemony of one global power and thus the unipolarity associated with it.

8.2 Post- Cold war era and the debate on unipolarity

The cold war sparked a series of debates in World politics and with the fall of the Berlin wall and collapse of the Soviet Union, in other words, with the end of the cold war, a series of new debates and discussions emerged in the world forum with regard to a "unipolar" world. Three strands of thoughts may be explored while discussing the debate surrounding unipolarity in the post- cold war world. These are the liberal standpoint of victory and peace, the opposing realist standpoint and the theory of radical alternatives.

The theory of liberal victory and peace may be represented by the theorists of much liberal persuasion. In fact, as correctly pointed out by Baylis and Smith (2001), "the 1990's are now viewed as the high moment of Liberalism and Francis Fukoyama's concept of the 'end of history' as the most influential liberal theory of the post-cold war era." Francis Fukoyama, shortly after the end of the cold war, on the one hand argued for the victory of liberal democracy and predicted the liberal hegemony to expand its unipolar power all over the world. Fukoyama was a US state department official and his theory became widely popular with his 1989 article 'The End of History?' which later took the form of the renowned book The End of History and the Last Man, published in 1992. According to him, 'the twentieth century saw the developed world descend into a paroxysm of ideological violence, as Liberalism contended first with the remnants of absolutism , the bolshevism and fascism, and finally an updated Marxism that threatened to lead to the ultimate apocalypse of nuclear war. But the century, as fukoyama said, that began with full self-confidence in the ultimate triumph of Western liberal democracy seemed at its close, to be returning full circle to where it started: not to an "end of ideology" or a convergence between capitalism and socialism, but to an unabashed victory of economic

and political liberalism.' Fukoyama in this work argued in favour of the triumph of liberal democracy and viewed (1984) that the 'triumph of the West, of the Western idea, is evident first of all in the total exhaustion of viable systematic alternatives to Western liberalism… what we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of postwar history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.'

This perception of the triumph of liberal democracy and emergence of a unipolar world was supported by three kinds of liberal arguments and interpretations – i) While authoritarianism led to conflict, anarchy and war, a liberal democratic order harboured peace, and thus the more democracies would be there the more peaceful the world would be to inhabit, ii) liberal institutions had not only helped in the organization of the modern world but also made a great deal of effort in combating anarchy by acting as a mediator between and among states and iii) thus, the cause of peace lied inherently in the existence of capitalism which helps to unify societies and modern states more smoothly.

However, this argument was countered by the realist standpoint who saw a much bleaker picture of the post cold war world. One major representative of this opposing view was John Mearsheimer, whose thoughts can be counted among the structural realists. He himself was an offensive realist in critical security studies and he played an instrumental role in shaping realist thinking in the post-cold war world. He was sceptical about the whole hearted praise for the liberal democratic world order especially in the context of USA after 1989 and penned down his thoughts in the article 'Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War', which was published in 1990 in the American Journal International Security. Mearsheimer's thoughts, which basically centred around the structure of the International system during the cold war has been succinctly summarized by Baylis and Smith, 2001 as follows:

"Bipolarity, he argued has produced stability and order after the Second World War: its collapse therefore could only generate new problems – further nuclear proliferation being perhaps the most dangerous. Mearsheimer also felt that the division of Europe and Germany after 1946 has contributed to a new continental order; hence the unification of both was likely to introduce uncertainty. Finally, he believed (along with many others)that with the collapse of communism in the East, old ethnic hatreds would once again resurface and thrust the continent back into the chaos and the bloodshed that had marked its none-too-happy history between the two world wars. As the Balkans descended into barbarity after 1990, Mearsheimer's gloomy prognosis about Europe (or at least one part of it) going 'back to the future' looked prescient indeed."

In fact, Mearsheimer was very critical about the decision taken by the US President George W. Bush to declare a war against Iraq. He felt that it was nothing but a desperate urge to prove the triumphalism of the US liberal democracy and argued that the Bush administration greatly exaggerated the threat about Iraq by misleading the world about Iraq's ability to wage a war, its stockpiling of weapons of mass destruction and its linkage with terrorists who might target USA in the future. For the strategic and structural neo-realists, there did not exist any 'compelling strategic rationale' for waging this war.

Another political scientist who challenged the 'end of history' ideology was Samuel Huntington who refuted the liberal argument of a more peaceful post cold war world and argued that the end of the cold war did not mean the end of conflict. Rather, a new conflict would emerge in this scenario which he termed as the 'clash of civilizations', based on culture and identity, which would spark newer conflicts between the western world and the eastern world, between one form of civilization represented by Europe and USA and another form of civilization represented by the Middle East, Asia and China. He talked of a very real tension based on identity and culture between Islam and the liberal democracies. His theory gained wider ground since the 9/11 incident, the rise of Islamophobia in the US, the Guantanamo Bay saga, and other events.

The last strand of argument in this debate is that of the radical alternatives and three major figures who represented this strand were Noam Chomsky, Robert Cox and Naomi Klein. Chomsky opines that the powerful exploits the weak and the dominated in this new international order. He views the post-cold war international order as an American creation. USA being an aggressive hegemon, he opines that there is no difference between foreign policy and domestic politics. Other thinkers like Robert Cox whose has used the famous phrase 'the dominant currents of thought in international relations' opined that a significant shift has occurred after the cold war from a Keynesian industrial growth policy organized on the basis of a welfare state to a much greater emphasis on the free market.

8.3 Self Assessment Questions

a) Give an account of the liberal perspective of the debate on unipolarity.

b) Discuss the realist narrative in the debate on unipolarity.

c) Discuss the views expressed by the radicals with regard to post-cold war unipolarity.

d) Highlight the different perspectives regarding the debate on unipolarity in the post-cold war situation.

8.4 Suggested Readings

i. Baylis, John., & Smith, Steve. (2001). *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations.* New York: Oxford University Press.